ত্রৈপুর সংহিতা

(ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পূর্ণ কাহিনী সম্বলিত ধর্ম্ম গ্রন্থ)

শ্রী অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

TRIPURA STATE TRIBAL CULTURAL RESEARCH INSTITUTE & MUSEUM
GOVERNMENT OF TRIPURA

ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রাইবেল কালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম।
ত্রিপুরা সরকার

ত্রৈপুর সংহিতা

(ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পূর্ণ কাহিনী সম্বলিত ধর্ম্ম গ্রন্থ)

শ্রী অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রাইবেল কালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম।
ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল কালচারেল রিচার্স ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ ঃ
২৫-৭-১৩৭৬ ত্রিং

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
৪-৪-১৯৯৬ইং/বৈশাখ ১৪০৬ ত্রিং।

দ্বিতীয় প্রকাশক ঃ
ত্রিপুরা স্টেট ট্রাইবেল কালচারেল রিচার্স ইনস্টিটিউট এন্ড মিউজিয়াম
ত্রিপুরা সরকার।

মুদ্রণ ঃ
স্পীড প্রিন্ট, আগরতলা।

মূল্য— পঁচানব্বুই টাকা মাত্র।

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

স্বর্গীয় পিতা নকুল চন্দ্র রোয়াজা

ও

৺মাতৃদেবী শ্রী মতি উতুলক্ষ্মী রোয়াজার

শ্রীশ্রী চরণ কমলে

অর্পিত হউক।

ইতি —

চিরঋণী—

শ্রী অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা

তাং

আগরতলা

২৫।৭।১৩৭৬ ত্রিং

ভূমিকা

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বার্ম্মা ও কম্বোডিয়ায় প্রাপ্ত শিলা লিপিতে নেপালের পূর্বাঞ্চলে চীন সাগর ব্যাপিয়া বিশাল ভুখন্ডের অধিবাসী সমস্ত পার্ব্বত্য জাতিকে কিরাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ত্রিপুরা এই ভূখন্ডের অন্তনির্বিষ্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাধিক্য পার্ব্বত্য জন সাধারণকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: ১) হালাম ও ২) ত্রিপুরা। হালামগণ বারটি শাখায় এবং ত্রিপুরাগণ পাঁচযি শাখায় বিভক্ত যথা: ১) পূরাণ তিপ্রা ২) নয়া তিপ্রা ৩) রিয়াং ৪) জামাতিয়া ৫) বিদেশী তিপ্রা বা লস্কর। তুইপ্রা অথার্ৎ নদীর মোহনায় বসবাসকারী জন সমষ্টিই 'তুইপ্রা' তিপ্রা বা ত্রিপুরা এই আখ্যা প্রাপ্ত হয় এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত। A Back ground of Assames culture ও The Chittagong hill tracts and the dwellers therein এই পুস্তক দ্বয় ও রাজ মালা লেখক স্বর্গীয় কৈলাস বাবু এই জন শ্রুতিকে সমর্থন করিতে দেখা যায়। এই তিপ্রা বংশীয় নৃপতিগণ চন্দ্রবংশ জাত। রাজ মালা লেখকগণ যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু বংশীয় চন্দ্রবংশ মনে করেন, এবং দ্রুহ্যু বংশীয় প্রমান করিতে সচেষ্ট হন। এমন কি এই মতের উপর ভিত্তি করিয়া রাজমালা লিপিবদ্ধ করেন। কথিত আছে, রাজা যযাতি আপন পাঁচ পুত্রের মধ্যে স্বীয় রাজ্য ভারত ভুখন্ড বিভাগ করিবার কালে দ্রুহ্যুকে ভারতের পশ্চিম দিগের রাজ্যখন্ডের অধিকার দিয়াছিলেন। বিষ্ণু পূরাণে উল্লেখ আছে"প্রতিচ্যাং চ দ্রুহ্যুং দক্ষিনা পথতোষদুম।" এই উক্তি দ্বারা দ্রুহ্যুর ভারতের পশ্চিম দিকে গমনের প্রমান পাওয়া যায়। দ্রুহ্যুর পুত্র গান্ধারের নাম অনুসারে কান্দাহার দেশের নাম করণ করা হইয়াছে বলিয়াও জানা যায়। এতদ্সত্বেও রাজমালা লেখকগণ ভারতের এক কল্পিত মান চিত্র রাজমালায় সংযোজিত করেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যকে দ্রুহ্যু রাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ত্রিপুরার রাজবংশকে দ্রুহ্যু বংশীয় প্রমানের সপক্ষে এই কল্পিত মান চিত্রই ছিল প্রধান উপকরণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমান ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে মনে হয় এই রাজবংশ, দ্রুহ্যু বংশীয়

চন্দ্রবংশ অথবা বঙ্গীয় চন্দ্রবংশ সমদ্ভুত নহে।

কিন্তু স্থানীয় ইতিহাসে বর্ণিত চন্দ্র রাজাদের বিবরণী ছাড়াও আরকানে চন্দ্ররাজ বংশের অস্তিত্ব প্রত্নতাত্বিক উপাদানের দ্বারা সমর্থিত হয়। আরকানে আবিস্কৃত প্রাচিন মুদ্রা সমূহে ও 'ম্রোহাউং' নামক স্থানে সিতথাউং মন্দিরের স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ কয়েকটি অনুশাসনে আরকানের চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। ত্রিপুরা জেলার ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত নটেশ শিব মুর্ত্তির পাদ পীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে Layaha Chandra নামক আর এক চন্দ্রবংশীয় নৃপতির রাজত্বের প্রমান পাওয়া যায়। এই চন্দ্র রাজের নামের অভারতীয় লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া ঐতিহাসিক গণ তাঁহাকে আরকানের চন্দ্র রাজবংশীয় মনে করেন। লায়াহা এই নাম কক্ বরক্ শব্দজাত। লায়া গ্রহণ করে না। হা -রাজ্য। অথার্ৎ লায়াহা রাজ্যত্যাগী। মগদের কিম্বদন্তী মতে ত্রিপুরার রাজবংশ আরকানের ম্রোহাউং নিবাসী চন্দ্র বা চাঁইন্দ্রা নৃপতির বংশধর। (এই পুস্তকের ১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে ম্রোহাউং এ বাস করিত বলিয়া অদ্যাপি মগেরা তিপ্রাজাতিকে ম্রুহুং বলে। ত্রিপুরার রাজাকে 'ম্রুহুংমাং' বলে। মাং-রাজা। এই ম্রুহুং বা তিপ্রাজাতির আর এক শাখা ম্রো নামে পরিচিত। তাহারা ও পূর্ব্বে আরকানের ম্রোহাউং নামক স্থানে বাস করিত। বর্তমানে তাহারা পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জিলায় বোমাং সার্কেলে বাস করিতেছে। সুতরাং নৃতত্বের বিচারে, ভাষায়, ভাব ধারায় ও পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক তথ্য সমূহ দ্বারা ত্রিপুরার রাজবংশকে আরকানের পার্ব্বত্য চন্দ্র বংশীয় নৃপতিদের বংশধর মনে করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত ও প্রমাণ যোগ্য। লায়াহা দশম শতকের শেষার্ধের নৃপতি, তাঁহাকে ত্রিপুরা রাজবংশের সহিত বংশগত যোগসূত্রে বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহার নাম ত্রিপুরার চির উপাস্য দেবতা শিব মুর্তি ও কক্‌বরক্ শব্দের সহিত জড়িত। তিনি সুবরায় রাজার পরবর্তী রাজা বলিয়া অনুমিত হয়।

সুবরায় রাজা খুবই প্রভাবশালী নৃপতি ছিলেন। অদ্যাপি ত্রিপুরাদের প্রবাদ প্রবচনে ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে জমপুই পাহাড়ে একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ সুবরায় খুঙ্গ নামে পরিচিত। তিপ্রাদের মতে তিনিই

আদি রাজা ও মহাদেবের অংশে ভূভার ধারণের জন্য নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্যাপি তিপ্রাদের দেব পূজায় সংকল্প বাক্যে সুবরায় রাজার নাম উল্লেখ দেখা যায়। তিনি তিপ্রা সমাজের ধর্ম্ম সংস্থাপক ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থাপক। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা শৈব ও তান্ত্রিক ধর্ম্মী ও জুম কেন্দ্রিক। তিপ্রাদের মতে দাঙ্গায়মা ও দাঙ্গায়ফা ছিলেন আদর্শ জুমিয়া ও পার্ব্বত্য মানবের আদি মাতা পিতা। এই পার্বত্য জাতির জুমই প্রধান জীবিকা। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য পূর্ণ এই বিশাল পৃথিবীতে বিভিন্ন পরিবেশের উপযোগী বিভিন্ন জীব জন্তু ও মানব জাতি বিদ্যমান। জন প্রানীর খাদ্য, প্রকৃতি ও জীবিকা স্থান উপযোগী সহজলভ্য ও সহজতর প্রণালীতে গড়িয়া উঠে। অত্যুচ্চ পর্বত বাসী পার্বত্য মানবের জুমই একমাত্র সহজতর জীবিকা। প্রকৃতি মাতা তাঁহার সন্তান জীবকে স্থান উপযোগী বাঁচিবার উপায় দান করিয়াছেন। এই উপায় ও সুব্যবস্থার জন্যই আমরা অত্যুষ্ণ মরুভূমিতে, প্রখর হিম প্রদেশে, লবণাক্ত সমুদ্রে ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে প্রকৃতির সস্নেহে পালিত জীব দেখিতে পাই। জুম প্রথাও বন্ধুর পর্বত গাত্রে বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃতির অবদান। সবুজ বনানীর পরিবেশে জুমকে কেন্দ্র করিয়াই পার্বত্য মানবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। জুমের সহিত জুমিয়ার প্রাণের এক গভীর যোগ। পৌষের জড়তা পূর্ণ দিবসে, বসন্তের সমাগমে অথবা বর্ষার আর্দ্রতায় কিংবা নিদাঘ প্রখর তপ্ত মধ্যাহ্নে, জুমের নবনব রূপ সজ্জা জুমিয়াকে এক ভাব রাজ্যে লইয়া যায়। কখনওবা কত রকমের বন্য ফুলের গন্ধ মিশিয়া প্রাণে এক অপূর্ব আনন্দ দান করে। শারদ পূর্ণিমার রজত শুভ্র জ্যোৎস্না বিধৌত সোণালী জুমের শোভা কি মধুর! কি স্নিগ্ধ! কি অপূর্ব! গৃহে গৃহে নবান্ন উৎসবে গীতি মুখর। নাচে গানে, আমোদে আহ্লাদে, বাদ্য যন্ত্র কোলাহলে, খাও খাও শব্দ মুখরিত চঞ্চল মুহূর্ত্তে পূর্ণিমার চাঁদ দিগন্তে পর্বত আড়ালে ডুবিয়া যায়। প্রভাতে দূরাগত বিহঙ্গ কাঁকলী বাহী সুশীতল বায়ু জুমের উপর বহিয়া যায়। সন্ধ্যায় পর্বত গাত্রে আঁধার নামিয়া আসে। পর্বত মধ্যবর্তী ক্ষীণ জল প্রপাতের শব্দ সমষ্টি স্পষ্টতর হইয়া উঠে। প্রাঙ্গনে ঝি ঝি পোকার স্বর শুনা যায়। বাতাসে দূরবর্ত্তী জুম ঘরের মৃদু বাঁশশিঙ্গার ধ্বনি ভাসিয়া আসে। দূরগামী প্রিয়জনের

প্রতীক্ষায় নিমগ্ন নীরব মনে পার্বত্য নিশাচর পাখীর একটানা সুর, এক অভিনব নি:সহায় ভাবের সৃষ্টি করে। চারিদিকে ঘন কৃষ্ণ অন্ধকার ও নীরব।

হেমন্তের শিশির স্নাত বাল সূর্য্য কিরণের সোনালী আভায় জ্যোতিস্কের ন্যায় অসংখ্য কার্পাস তুলা দেখা দেয়। গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্র তিল পুস্পে ক্ষিপ্ত মৌমাছির দল বিচরণ করে। নীল আকাশে উড়ন্ত চিল ঘুরিয়া বেড়ায়। অপর পারে পাহাড়ের পথের বাঁকে, লতা কুঞ্জে ঘুঘুর সকরুণ ডাক প্রাণে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করে। বিভিন্ন ঋতুতে জুমের পরিবেশ অবর্ণনীয়।

চারিদিকে সবুজ বনানী। তথায় জুমিয়া দম্পতি মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করে। সে এক অনাড়ম্বর সরলতা পূর্ণ স্বর্গ রাজ্য। তথায় মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ছল চাতুরী, দেনা পাওনার তীব্র হিসাব নিকাশ তাহার কোমল হৃদয়ে স্পর্শ করে না। তাহার প্রাণ উদার, শান্ত, সরল, মধুময়। তাই কবি নবীন চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:

"ইচ্ছা হয় বিনিময়ে মোর এ বাঙ্গালী জীবন,
মাগি নিব সেই জুমিয়া জীবন...........।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন কোলাহলের অশান্ত ও জটিলতা পূর্ণ জীবনকে দু:সহ মনে করিয়া লিখিয়াছেন: "দাও ফিরে সে অরণ্য।"

সেই অরণ্যের শান্তিময় ক্রোড়ে গড়িয়া উঠিয়াছে জুমিয়া সংস্কৃতি, রূপকথা, উপকথা, ছন্দ ও গীতি। দেবত্বের বিশ্বাস ও পরলোকের ধারণা সেগুলি মুখে মুখে প্রচলিত ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। তাহার জীবনের অশ্রুপূর্ণ সংকট মুহূর্ত্ত, অথবা আনন্দ মুখর ফল্গু ধারা যেন সবুজ বনানীর অন্তরালে প্রবাহমান। বর্ত্ত মান যান্ত্রিক সভ্যতার জীবন ধারা, জল কোলাহলের জীবন ছন্দের ঐক্যতান হইতে যেন সে জীবন ধারা স্বতন্ত্র, মন্থর ও ম্রিয়মান।

........তথাপি তাহার প্রকৃতির সহজাত জীবনের ছন্দ সে হারাইতে চাহে না। শত শত বৎসরের মর্ম্ম বেদনা সঞ্চিত হাসি কান্নার ক্ষীণ প্রবাহ লইয়া যেন তাহার সহজাত প্রবৃত্তির সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইতে সে প্রয়াসী। কালস্রোতে প্রবাহমান সেই জুমিয়া

জীবনের ক্ষীয়মান জীবন ছন্দের কিয়দংশের বর্ণনাই এই "ত্রৈপুর সংহিতা।" অর্থাভাবে মুদ্রণ ব্যয় ভার বহনে অক্ষমতা হেতু অনেক প্রয়োজনীয় কাহিনী ও মূল্যবান তথ্যাদি বাদ দিতে হইয়াছে। সুধী পাঠক বর্গের বিবেচনায় এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন বোধ করিলে, সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহায়ততায় পূর্ণাঙ্গ "ত্রৈপুর সংহিতা" রচনা ও প্রকাশন সম্ভব হইতে পারে।

ভাগ্য লক্ষী প্রেসের দীর্ঘ সূত্রতায়, ও অক্ষমতায়, এই পুস্তক প্রকাশমে বিলম্ব হইল। এই পুস্তকের ১৩১ পৃষ্ঠা হইতে শেষাংশ লক্ষী নারায়ণ প্রেসে মুদ্রিত হইল। আগরতলা বুদ্ধ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় আর্য্যমিত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এই পুস্তক প্রকাশনী কার্য্যে সাহায্য ও সহানুভুতি দানে অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। তজ্জণ্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত রাইমা নিবাসীগণ শ্রী প্রসন্ন রোয়াজা, শ্রী কর্কসিং রোয়াজা, শ্রীমাণ্য কুমার রোয়াজা, শ্রী চন্দ্র কুমার রোয়াজা, শ্রীরাম কুমার চৌধুরী, শ্রী সুবল দাস বৈষ্ণব, শ্রী মনোজয় রোয়াজা, শ্রী ব্রজ কিশোর ত্রিপুরা প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ সাধ্যানুযায়ী আর্থিক সাহায্য ও সহানুভুতি দানে এই গ্রন্থ প্রকাশন কাজে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আগরতলা
২৫।৬।১৩৭৬ ত্রিং।

ইতি—
শ্রী অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা।
গ্রন্থকার।

তিপ্রাদের মতে দেবপূজায় কয়েকটি সঙ্কল বাক্য

আঁহা..........হো................।

বাবুই সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় রা............জা।

বাবুই কলাখি কালাখি রা............জা।

বাবুই কালেয়া গড়েইয়া রা...........জা।

বাবুই বনমালী রা.................জা।

দরবার অ, তংঅয় ব, দরবার য়াক্ কার অয়,

ধ্যান অ, তংঅয়ব, ধ্যান য়াক কার অয়,

আচুক ফাই দী, বাচা ফাইদী, দকসাই !

আহা কুবুই আসুক হিনখলাই

হাম্‌য়া তং, চা-য়া-তং, অক-ওয়া তং, খা-ওয়া তং

হানি কণা অ, তুই নি বুসুব অ,

সুগয় তলাংদী, রু অয় তলাংদী; বল্লাই।

আঁহা কুবুই আসুক হিনকলাই

রাং নি আয়ুক ন, সর নি থায়ুক ন

বক গয় কলাংদী, চং অয় কলাংদী

মাইবা বাড়ে অয়, খু'বা বাড়ে অয়,

ধন বাড়ে অয় জন বাড়ে অয়,

থালি দুবাতৈ, কুরু দুবাতৈ,

এ-গয় তং না- তৈ,ফ-অয় তংনা তৈ,

.........দক্ সাই। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হওয়ায় এবং গ্রন্থটির পাঠককুলের নিকট হইতে পুনরায় ছাপানোর জন্য বারংবার অনুরোধ আসায় অর্থাভাবে পুণঃ মুদ্রণে অপারগ হওয়ায় আমি উপজাতি গবেষণাগারে স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়া ছাপানোর জন্য অনুরোধ করি।

উপজাতি গবেষণা অধিকারের কমিশনার মাননীয় ডি.কে ত্যাগী সাহেব ও অধিকর্তা মাননীয় শ্রী মানিকলাল রিয়াং মহোদয়ের আন্তরিকতা ও সক্রিয় সহযোগীতায় পুস্তখানি পুণঃমুদ্রন হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

পুস্তকটি মুদ্রণে শ্রীমান অরুন দেববর্মার (রির্সাচ এসিষ্টেন্ট) নিরলস শ্রম ও আন্তরীকতার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ইতি —

শ্রী অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা

লাটিয়াছড়া, বিশ্রামগঞ্জ।

তারিখ —

৭ই বৈশাখ ১৪০৬ ত্রিং।

১৯৯৬ ইং।

ত্রৈপুর সংহিতার পুনঃমুদ্রণের ভূমিকা।

শ্রী অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরার 'ত্রৈপুর সংহিতা' অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা উপজাতিদের ধর্ম বিশ্বাস, জীবন সংস্কৃতির উপর লেখা একটি মূল্যবান মৌলিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের সমস্ত কপি নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রণের জন্য লেখক আমাদের নিকট কপিরাইট সহ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করায় আমরা পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

উপজাতি জীবন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর লেখা সমস্ত গবেষণা মূলক পুস্তকাদি প্রকাশ করার কাজে গবেষনা অধিকার সততঃই সচেষ্ট। যার ফলস্বরূপ, এই গ্রন্থটির মৌলিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রকাশে ব্রতী হয়েছে। ত্রিপুরার বর্ত্ত মান প্রজন্মের গবেষক ও উৎসাহী পাঠকদের উপকারে লাগলে আমাদের এই প্রকাশনা সার্থক মনে করবো।

আগরতলা
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৬ ইং।

কমিশনার, উপজাতি গবেষনা অধিকার।
ত্রিপুরা সরকার।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১। পুরুষ খন্ড	....	১ - ৪৪
২। প্রকৃতি খন্ড	....	৪৫ - ৫৬
৩। বুড়াছা খন্ড	....	৫৭ - ১৮১
৪। খাকাচাং খুম্বার খন্ড	....	১৮২ - ২১২

ত্রৈপুর সংহিতা
পালনী

সৃষ্টি রহস্য। পুরুষ খন্ড
আদি কথা

আদিতে পৃথিবী যবে হইল সৃজন।
ধরাতে ভূধর মালা হৈল বিরচন॥
দাবানলে দগ্ধসম ভূধর নিচয়।
নগ্নশিলা যুক্ত শির উর্দ্ধে জেগে রয়॥
স্থাবর জঙ্গমহীন বহুযুগ ধরি।
নীরব নিস্পন্দ রহে গিরি সারি সারি॥
সর্ব্ব বিশ্বে জীবহীন, ছিল অচেতন।
সেকাল যুগ কছম হয় যে কথন॥
সমুদ্র পারেতে যেথা সমান ভূতল।
জলজ স্থলজ তৃণ হইল উছল॥
ক্রমে ক্রমে তৃণভোজী জীব জনমিল।
পক্ষযুক্ত জীব সব আকাশে উড়িল॥
বহুযুগ পরে হয় পর্ব্বতে শৈবাল।
পর্ব্বত উপরে উড়ে বিহঙ্গের পাল॥
বাইলেংতুই পাখীর দল প্রথম উড়িল।
মলত্যাগে নানা বীজ ভূমে ছড়াইল॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

বাইলেংতুই তক্ছার যুগ সেইকালে হয়।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে শুধু ছিল পক্ষীময় ॥
তারপর বৃক্ষকূল হইল জনম ॥
ফল ভোজী জীব কুল লভিল জনম ॥
জীবকুলে পশু কুল সবার প্রধান।
পশুকুলে নরকুল হয় বুদ্ধিমান ॥
অঘোর পর্ব্বত বন ঘন ছায়াময়।
পশুকুল উচ্ছৃঙ্খল সতত ভ্রময় ॥
নরবানরাকৃতি দাঙ্গায়মা দাঙ্গায়ফা।
আদিনর মাতাপিতা পাহাড়ীর দফা ॥
পর্ব্বত গুহার বাস করে নিতি নিতি।
ফলমূল আহরণে ব্যস্ত এ দম্পতি ॥
কাঁকড়া কীট আদি হাতে যাহা পায়।
ফল সহ কাঁচা মাংস উভয়েতে খায় ॥
এইরূপে গেল কাটি সহস্র বৎসর।
উভয়ে যৌবন লাভ হইল তারপর ॥
সহস্র বৎসর রহে যেন সহোদর।
যৌবনে দম্পতি প্রীতি হরষ অন্তর ॥
কালক্রমে দাঙ্গায়মার গর্ভ সঞ্চারিল।
একে একে শত পুত্র গুহায় প্রসবিল ॥
তারপর এক কন্যা হইল জনম ॥
সুন্দরী সুশীলা রূপ পীতাভ বরণ ॥

খর্ব্ব নাসা নাতি দীর্ঘ হয় স্বল্প কেশা।
পাহাড়ী আকৃতি হয় কলেবর ভূষা ॥
শত পুত্র এক কন্যা হেরিয়া নয়নে।
দাঙ্গায়মা, দাঙ্গায়ফা রহে আনন্দিত মনে ॥
সে যুগ দাঙ্গায়ফা যুগ নামতে কথন।
বিশ্বের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমে হইল তখন ॥
দাঙ্গায়মা দাঙ্গায়ফা কথা অমৃতের ধার।
যেই শুনে সেই পায় আনন্দ অপার ॥
সুকুন্দ্রায়ে মুকুন্দ্রায়ে করিয়া স্মরণ।
পাঁচালীতে আদি কথা করিনু রচন ॥

শত পুত্রের কথা।

দাঙ্গায়মার শত পুত্র লভিয়া জনম।
অতীব বলিষ্ঠ হয় প্রবল বিক্রম ॥
ভাই এ ভাই এ মারা মারি করেন সতত।
পশুবৎ আচরণ না হয় সংযত ॥
যে জন বলিষ্ঠ হয় সে জন প্রধান।
নাহি মানে মাতা পিতা পশুর সমান ॥
যার যেই ইচ্ছা বনে করয়ে ভ্রমণ।
কভু বা গুহাতে ফিরে কভু বনে বন ॥

সবলে কাড়িয়া খায় দুর্ব্বলে আহার।
মাতা ভগ্নী গুরুজন নাহিক বিচার॥
স্বেচ্ছা-চারী শত পুত্র ভ্রময়ে কাননে।
সতত হইত যুদ্ধ সিংহ ব্যাঘ্র সনে॥
এইরূপে একে একে হইল নিধন।
কে কোথা মরিল তার নাহিক গণণ॥
কেহ মরে উচ্চ চূড়া পর্ব্বতে পড়িয়া।
কেহ মরে উচ্চ বৃক্ষ হইতে পড়িয়া॥
কেহ মরে ভায়ে ভায়ে করি মারামারি।
কেহ মরে অন্ধকারে গভীরেতে পড়ি॥
এইরূপে চৌষট্টি পুত্র হইল নিধন।
দাঙ্গায়ফার পুত্র রহে বাকী ছত্রিশ জন॥
দুরন্ত চৌষট্টি পুত্র হইল নিধন।
বাকী ছত্রিশ জন হয় অতি শান্ত মন॥
ফল মূল খায় সবে সমানেতে রয়।
শান্ত দেখি পিতৃদেব হইল সদয়॥
একদিন পুত্রগণে ডাকিয়া বলিল।
মোর বাক্য লহ তোরা হইবে মঙ্গল॥
সবে মিলি মোর পাশে কর বনে বাস।
সুপথে চালিত হবে পাইবে আশ্বাস॥
এত শুনি পুত্রগণ সকলে মিলিয়া।
পিতৃদেব সহচর হইল আসিয়া॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

নাম ধরি পুত্রগণে একে একে ডাকি।
অস্ত্র নির্মাইয়া দিল প্রস্তরেতে ঠুকি ॥
ধারাল ছুঁচাল অস্ত্র করিয়া নির্মাণ।
একে একে পুত্রগণ হাতে করে দান ॥
এরূপে দাঙ্গায়ফা অস্ত্র করিল সৃজন।
পুত্রগণ পেয়ে তাহা হরষিত মন ॥
কর্ত্তন অস্ত্রেতে বৃক্ষ করিয়া ছেদন।
বন বিদূরিত কৈল কাটি ছত্রিশ জন ॥
তদুপরি ভ্রাতৃগণ কুটির নির্মা'ল।
ক্রমে আটত্রিশ ঘর নির্মান করিল ॥
ছত্রিশে ছত্রিশ ঘর করিল দখল।
ভগিনী একক ঘরে দম্পতি এক স্থল।
সহস্র বৎসর ক্রমে যত পুত্রগণ।
একে একে দেহ মাঝে পাইল যৌবন ॥
ভগিনী যুবতী হৈল পরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে গুণান্বিতা শাপে বিভাবরী ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে ডাকি পরে দাঙ্গায়ফা সুমতি।
দলমাঝে জ্যেষ্ঠপুত্রে কৈল দলপতি ॥
বোন এক হয় তোর ভাই পঁয়ত্রিশ জন।
সবার প্রধান তুমি তুমিই রাজন ॥
নিয়ম শৃঙ্খলা ধরি সব ভাই বোনে।
শাসন তজ্জর্ন কর পরম যতনে ॥

যে জন আদেশ তোর করিবে লঙ্ঘন।
সুতীক্ষ্ণ কুঠারে মুন্ডু করিবে ছেদন॥
দাঙ্গায়ফা রাজতন্ত্র প্রথা শাসন সৃজিল।
কুকর্ম সুকর্ম দুই পৃথক করিল॥
কু-কার্য্যে দন্ডদান, সু-কার্য্যে সুফল।
দন্ড, পুরস্কার দুই করিলেন চল॥
রাজা হয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র আদেশ করিল।
বন কাটি খাদ্য বীজ রোপহ সকল॥
এইরূপে গিরি মাঝে চাষ আরম্ভিল।
কালক্রমে জুম প্রথা সৃজন হইল।
পুত্র -কন্যা উপযুক্ত যৌবন সময়।
হেরিয়া দাঙ্গায়ফা অতি চিন্তিত হৃদয়॥
পাশে ব্যাভিচার হয় ভগিনী লইয়া।
মারামারি ভাই এ ভাই এ হইবে ভাবিয়া॥
এক কন্যা সাথে, পিতা ছত্রিশ পুত্রগণে।
বিবাহ করায়ে বিধি রচিল যতনে॥
বিধি কৈল প্রতি ভায়ে দুই দুই বৎসর।
পালাক্রমে বোন লয়ে করিবেন ঘর॥
প্রথম বৎসর দুই জ্যেষ্ঠে অধিকার।
এইরূপে ভুঞ্জিবেন বয়স অনুসার॥
একে একে পালাক্রমে ভগিনী জঠরে।
প্রতিজনে পুত্র-কন্যা জন্মাইল পরে॥

ত্রৈপুর সংহিতা
পালনী
সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

এক পুত্র এক কন্যা প্রতি ভাইএ হৈল।
ছত্রিশ পুত্র, ছত্রিশ কন্যা ঔরসে জন্মিল ॥
ছত্রিশ পুত্র বি'বা কৈল যে যার পছন্দ।
একের ভগিনী অন্যে পাইয়া আনন্দ ॥
পাহাড়ীর মাতা-পিতা, এ ছত্রিশ দম্পতি।
ছত্রিশ মাতা-পিতা হৈতে হৈল ছত্রিশ জাতি ॥
ভারতের পূর্বাঞ্চল পাহাড় সকল।
ক্রমে ক্রমে ছড়াইল পাহাড়িয়া দল ॥
উত্ত রে পশ্চিমে পূর্ব্বে তিন দিক ব্যাপিয়া।
পূর্ব্ব দক্ষিণাঞ্চলে রহিল ঘিরিয়া ॥
দাঙ্গায়ফার জ্যেষ্ঠ পুত্র নামেতে মঙ্গল।
তার বংশে মিজো বা মঙ্গোল জাতি হৈল ॥
এইরূপে ক্রমে হৈল বংশের বিস্তার।
ক্রমে ক্রমে তারা কৈল অগ্নি ব্যবহার ॥
সর্প হিংস্র প্রাণী সদা হইত দর্শন।
প্রস্তর মারিয়া সবে অস্ত্র রুখে আক্রমণ ॥
প্রস্তরে প্রস্তরে ঠুকি অস্ত্র নির্মাইতে।
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হৈল আচম্বিতে ॥
উত্ত াপের তরে অগ্নি কুটিরে রাখিল।
নিশিথে অগ্নি শিখা আলো প্রদানিল ॥
অগ্নি তেজে পশুকুল হৈল পরাজয়।
অগ্নি সংযোগে বনে মনে পায় ভয় ॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

অগ্নিযোগে উপবন করিল দহন।
কীট আদি সরীসৃপ ভস্মীভুত হন ।।
অর্দ্ধদগ্ধ কীট আদি করিল আহার।
পুড়িয়া খাইতে এবে শিখিল বিস্তার ।।
তারপর বংশ চোঙায় শিখিল রন্ধন
অগ্নিতে রাঁধিয়া খায় পায় আস্বাদন ।।
দগ্ধ পর্ব্বতে বীজ করিয়া রোপণ।
ফল মূল ধান্য আদি করে উৎপাদন ।।
মঙ্গল হইলে রাজা পাইল আগুন।
তদবধি ব্যবহারে পায় গুণাগুণ ।।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে শিখি ব্যবহার।
ক্রমে ক্রমে তারা করে লৌহ ব্যবহার।
অগ্নি লৌহ এইদুই শিখি ব্যবহার।
ক্রমে ক্রমে তারা করে সভ্যতা বিস্তার
চোঙা প্রস্তর পাত্র করি ব্যবহার।
ক্রমেতে মাটির পাত্র করিল তৈয়ার ।।
তারপর পক্ষী-ছানা কোটরে পাইয়া।
পুষিল পক্ষীর ছানা, কুটীরে আনিয়া ।।
পশু মাতা মারি তারা পশু শিশু ধরে।
পুষিল পশুর, শিশু প্রতি ঘরে ঘরে ।।
এইরূপে পশু শিশু, পালিয়া পালিয়া।
আপন ঘরেতে রাখে খাবার লাগিয়া ।।

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

দাঙ্গায়ফা এসব দেখি আনন্দিত মন।
শান্তির লাগিয়া বিধি করিল রচন ॥
বর্ণভেদ জাতিভেদ ছিলনা তখন।
স্বভাবে দাঙ্গায়ফা গোত্র ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
স্বভাবে ক্ষত্রিয় হয় এই বংশগণ।
এই বংশে জনমিল বড়ো রাজগণ ॥
চন্দ্র বংশ অবতংশ নহুষ রাজন।
তাহার তনয় হয়, যযাতি রাজন ॥
দেবযানী ব্রাহ্মণীরে করিয়া গোপন।
দৈত্য কন্যা শর্মিষ্ঠারে করিল বরণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র জনমিল।
শুক্র শাপে যযাতির জরা ব্যাধি হৈল ॥
শর্ম্মিষ্ঠা নন্দন দ্রুহ্য আজ্ঞা না পালিল।
পিতৃ আজ্ঞা মতে জরা দেহে না লইল ॥
পিতৃ শাপে জাতি বর্ণ তার না রহিল।
অতীব দূর্গম দেশে দেশান্তর হৈল ॥
বড়ো রাজ কন্যা এক পরমা সুন্দরী।
গুণমুগ্ধা হয়ে দ্রুহ্যে-লইলেক বরি ॥
সেই দ্রুহ্য বংশে জন্ম রাজা প্রতর্দ্দন।
কীরাটে-জিনিয়া করে রাজত্ব বরণ ॥
প্রতর্দ্দন পুত্র হয় দৈত্য নৃপবর।
ত্রিপুর দৈত্যের পুত্র ত্রিপুরা ঈশ্বর ॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

ত্রিপুরের বংশধর 'তুইপ্রাতে আলয়।
তুইপ্রা+ নিবাসী তিপ্রা হৈল পরিচয়॥
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যেথা হইল মিলন।
তথায় আপন পুরী করিল রচন॥
ত্রিপুরা কাচাম* আর ত্রিপুরা কাতাল** ।
দাঙ্গায়ফার বিধি তারা পালে চিরকাল॥
আদিতে প্রথম নর দাঙ্গায়ফা সৃজন।
কি মতে হইল তাহা শুন দিয়া মন॥

A certain Prince of the solar dynesty Druhya is believed to have had married a princess of a Bodo Chief and the children of the union staried a Bodo royal femily that first settled some where near present Allehabad on the bank of the Jamuna river and water known as the Tiphra (Ti=water, phra, pha=God) or the children of the water God.
A back ground of Assamese culture- page No. 17

কিন্তু ভৌগলিক অবস্থান অনুসারে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মোহনাই সেই 'তুইপ্রা' হওয়া সম্ভব। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে নহে। যেহেতু ব্রহ্ম-পুত্রের উপত্যকায় বডোদের আবাসস্থল ছিল।

+তুইপ্রা - নদীর মোহনা। * কাচাম - পুরাতন। **কাতাল - নূতন।

ত্রৈপুর সংহিতা

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

মাতাই কতর

সব ছিল শূন্যময়, সব অন্ধকার।
অন্ধকারে বায়ু বহে প্রবল আকার ।।
বায়ুতে বায়ুতে মিশি অগ্নির জনম।
বায়ুতে বায়ুতে মিশি জলের জনম ।।
জলে উত্তাপে মিশি শক্তি সঞ্চারিল।
পবন তরল হয়ে স্থূলাকার হৈল ।।
অতি স্থূলাকার পিন্ড বায়ুতে দহিয়া।
শিখা লেলিহান সূর্য্য হইল জ্বলিয়া ।।
এক সূর্য্য, দুই সূর্য্য, কোটি সূর্য্য হয়।
ঝিকি মিকি করে সদা তারকা নিচয় ।।
তারকা রাশি রাশি আকাশেতে উড়ে।
একের আঘাতে অন্য নিভিয়া যে পড়ে ।।
খন্ড খন্ড শত শত তারকা নিভিল।
নির্ব্বাপিত এক তারা পৃথিবী হইল ।।
শূন্যের সমগ্র বস্তু শক্তির আধার।
সমগ্র শক্তির বীজ পুরুষ আকার ।।
নিরাকার নিত্য বস্তু সর্ব্ব শক্তিমান।
প্রকৃতির শক্তি মাঝে তাহার পরাণ ।।
সর্ব্ব শক্তিময় প্রভু সর্ব্ব উপাদান।
ক্ষিতি অপ তেজ বায়ু যাহে বর্তমান ।।

ত্রৈপুর সংহিতা

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

আপন শক্তির অংশ করি ভিন্ন ভিন্ন।
ভূতময় বিশ্বে দিল পঞ্চভূত চিহ্ন ॥
আপন আকার রূপ বায়ু নিরাকার।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, ব্যোম তেমন প্রকার ॥
সর্ব্ব বীজ রূপ প্রভু সর্ব্ব বীজময়।
আপনার দেহে সদা সর্ব্ব পিতৃময় ॥
জ্ঞানময় সচেতন ব্যক্তের কারণ।
প্রকৃতি আশ্রয় তরে খুঁজে নারীধন ॥
প্রসব ধর্ম্মিনী বিশ্ব, জননী স্বরূপা।
তাহার আশ্রয়ে ব্যক্ত হয়ে ক্ষেত্ররূপা ॥
বীজ শক্তি, প্রকৃতির অমৃত মিলনে।
একে দুই, দুইএ বহু হইল সগুণে ॥
স্বভাবে নির্গুণ স্রষ্টা বীজের আকার।
প্রকৃতি সংযোগে গুণ উপজে তাহার ॥
নিরাকার শক্তিময় * নকফাংছা নির্গুণ।
সদাই কল্যাণময় ** 'মাতাই কতর' গুণ
ইচ্ছাময় লোকাতীত যাহা বাঞ্ছা ধরে।
আপনি অব্যক্ত থাকি জীব ব্যক্ত করে ॥
নির্গুণ সনাতন প্রাণবন্ত রূপ।
যাহার একটি কণা জীবের স্বরূপ ॥

*নকফাংছা -প্রভু। **মাতাইকতর - মহাদেব।

সেই অখন্ড শক্তি দেবের প্রধান।
যাহার সহিত যুক্ত সবার পরাণ ॥
সর্ব্ব দেবের দেব মঙ্গল স্বরূপ।
আদিদেব মহাদেব, সতত বিরূপ ॥
তিনি মাতা তিনি পিতা তিনি পুত্ররূপ।
পুরুষ প্রকৃতি দুই যাহার স্বরূপ ॥
তিনি শ্রষ্টা তিনি সৃষ্ট আপন মায়ায়।
একের বহুত্ব রূপ তাহার লীলায় ॥
শক্তিময় নিরঞ্জন দেখিল যখন।
পার্ব্বত্য প্রদেশ রহে সর্ব্বত্র নির্জ্জন ॥
আপন ইচ্ছায় সৃজে দুই দেববর।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় উভয়ে সুন্দর ॥
অযোনি সম্ভবা দুই, প্রভুর মায়ায়।
পার্ব্বত্য প্রদেশে দোঁহে আসিল ধরায় ॥
শূন্যমার্গে দুইজন ধরায় আসিল।
হিমালয় দেশে দোঁহে ত্বরায় পশিল ॥
হিমালয় পাদদেশে মৃত্তিকা লইয়া।
দুইজনে দুইমুর্ত্তি রচিল বসিয়া ॥
সুকুন্দ্রায় বিরচিল পুরুষ আকার।
মুকুন্দ্রায় বিরচিল প্রকৃতি আধার ॥
দুইজনে দুইমুর্ত্তি করিয়া রচন।
প্রাণ দিয়ে মুর্ত্তি দ্বয়ে বলিল বচন ॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

প্রকৃতি পুরুষ তোরা দাঙ্গায়মা দাঙ্গায়ফা।
প্রজা সৃষ্টি কর বিশ্বে, সৃষ্টি কর দফা।।
সর্বশক্তি শিরোপরি করিল সিঞ্চন।
যে শক্তি লভিলে নর হয় শ্রেষ্ঠজন।।
আশীর্বাদ করি শক্তি করিয়া প্রদান।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় হৈল অর্ন্তধান।।
সহস্র বৎসর বনে করিয়া ভ্রমণ।
দাঙ্গায়মা দাঙ্গায়ফা দেহে পাইল যৌবন।।
যৌবনেতে একে অন্যে হইল আসক্ত
সরমে মরম কথা না করিল ব্যক্ত।।
উভয়ে উভয় দেবে করিল স্মরণ।
জিজ্ঞাসিল দোঁহা দোঁহে কেন আকর্ষণ।।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় হাসে খল খল।
যৌবন তরঙ্গ দেহে বহিছে উছল।।
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে বিবাহ কারণ।
পরস্পরে একে অন্যে হৈলে আর্কষণ।।
বরপক্ষ সুকুন্দ্রায়, পিতার সমান।
মুকুন্দ্রায় কন্যা পক্ষ, করে কন্যা দান।।
তর তর রবে যেথা স্রোতস্বিনী বহে।
বৃক্ষ সাক্ষী নদী সাক্ষী বসালেন দোঁহে।।
গোধূলী লগনে, সাক্ষী অগ্নি জ্বালাইয়া।
বর-কন্যা, মান্য পক্ষ একমত হইয়া।।

এক পত্রে, পাত্র-পাত্রী দুই দিকে বসায়।
পত্রস্থ খাবার দোঁহে, দোঁহারে খাওয়ায় ॥
দুইজনে খাদ্য দ্রব্য হাতেতে ধরিয়া।
বিনিময়ে খাওয়াইল হাসিয়া হাসিয়া ॥
বংশ রক্ষা তরে একে লয়ে অন্যে ভার।
দুইজনে এক পাত্রে, একত্রে আহার ॥
একত্রে ভ্রমণ আর একত্রে শয়ন।
দুই দেহে একমন ইহাই লক্ষণ ॥
সুকুন্দ্রায় দেব বিধি করিল রচন।
একত্রে আহার গণ্য বিবাহ বন্ধন ॥
যুবক যুবতী যদি হয়ে এক মন।
বংশ রক্ষা তরে করে আহার সমাপণ ॥
মাতা পিতা গুরুজন যদি রুষ্ট মন।
তথাপি না করিবে বিবাহ ছেদন ॥
মাতা-পিতা এ বন্ধন করিলে ছেদন।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় অতি রুষ্ট হন ॥
অন্তিমে তামস লোকে করিবে প্রেরণ।
আত্মা অধোগামী হয়ে ভ্রমিবে সেজন ॥।
দাঙ্গায়ফা প্রথম বিশ্বে বিবাহ করিল।
এ আচার দাঙ্গায়ফা বিধি বলি গণ্য হৈল ॥
বিবাহে দাঙ্গায়ফা বিধি করিলে পালন।
সুকুন্দ্রায়ে, মুকুন্দ্রায়ে অতি হৃষ্ট হন ॥

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায়ের বিভিন্ন রূপ বর্ণন ও পূজাদি কথন এবং দাঙ্গায়ফার প্রতি সুকুন্দ্রায় দেবের উপদেশ।

দাঙ্গায়ফা বিবাহ করি অতি হৃষ্ট মন।
ইচ্ছা সুখে নারী লয়ে করিল ভ্রমণ ॥
সপ্তদিন সপ্তরাত্রি হইল যখন।
বর বধু প্রণমিল দেবের চরণ ॥
বন পুস্প ফল ডিম্ব আনিয়া দম্পতি।
শ্বশুর মুকুন্দ্রায় পদে করিল প্রণতি ॥
বস্ত্র অলংকার দিল শরীর ভূষণ।
বারে বারে আশীর্ব্বাদ করে বরিষণ ॥
তারপর বর কন্যা ফিরে নিজালয়।
উপদেশ তরে গেল সুকুন্দ্রায় আলয় ॥
সুকুন্দ্রায় বলে বাছা করহ শ্রবণ।
বিবাহিত গৃহীধর্ম করিবে পালন ॥
গার্হস্থ্য প্রধান ধর্ম আমার বচন।
ভার্য্যা পুত্র পালিবেক করিয়া যতন ॥
অর্দ্ধাঙ্গিনী হয় নারী করিলে বরণ।
অবলা নারীরে কভু না কর পীড়ন ॥
ছায়া সম সর্ব্ব কাজে পতির সহায়।
মিশায়ে হৃদয় স্রোত পতির ধারায় ॥

চৌর্য্য মিথ্যা প্রতারণা বর্জ্জন করিবে।
গৃহী হয়ে অতিথিরে পূজন করিবে ॥
অঋণী হইয়া সদা থাকিবে গৃহেতে।
ক্রোধ দম্ভ অহঙ্কার না রাখিবে চিতে ॥
প্রতিবেশী জনে কর প্রীতি ব্যবহার।
সবাকার সনে মিলি করিবে আহার ॥
পরনিন্দা পর চর্চ্চা বর্জ্জন করিবে।
আমাতে অর্পিয়া অন্ন মুখেতে লইবে ॥
পবিত্র অভুক্ত খাদ্য আমারে অর্পিয়া।
তিনগ্রাস মুখে দিবে ত্রিদেব স্মরিয়া ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় সৃষ্টিকর্ত্তা আর।
এ তিন দেবতা মান্য হয় সবাকার ॥
এতশুনি দাঙ্গায়ফা করে নিবেদন।
কৃপাকরি বল প্রভু আমার সদন ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা কেবা হয় মুকুন্দ্রায় কোন্‌জন্‌।
আপনি স্বয়ং কেবা কহ বিবরণ ॥
এতশুনি সুকুন্দ্রায় ধীরে ধীরে কয়।
সংক্ষেপে বলিব শুন বাক্য সমুদায় ॥
নিরাকার সনাতন অব্যক্ত অব্যয়।
পুরুষ প্রকৃতি দুই যাহার আশ্রয় ॥
সেই নিত্য, নির্গুণ পরম ব্রহ্ম সার।
সর্ব্বজীব আত্মা তিনি নির্লিপ্ত আকার ॥

স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়।
তাহাতে উদয় আর তাহাতে বিলয় ।।
সেইজন সৃষ্টিকর্ত্তা জানিবে অন্তরে।
যোগীজন সদা ধ্যান করেন তাহারে।
নানা জনে নানা নামে নানামতে কয়।
নিরাকার প্রাণবন্ত ব্যাপ্ত সর্ব্বময় ।।
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর।
তিনি আল্লা তিনি গড্ সর্ব্ব মূলাধার ।।
ঈশ্বর অস্তিত্ব শুধু বুঝ অনুভবে।
ডাকিলেও দেহীরূপে কভু না আসিবে ।।
পার্থিব সংকীর্ণ কার্য্য করিতে সাধন।
চতুর্ভুজ সশরীরে আসে না কখন ।।
ভক্ততে একান্ত মনে ঈশ্বরে স্মরিলে।
বুদ্ধি রূপে অন্তরেতে কার্য্য সিদ্ধি মিলে ।।
অথবা মানব দেহে করিয়া আশ্রয়।
গুরু রূপে হিত বাক্যে দানিবে অভয় ।।
তেঁই ঐশ্বরিক বৃত্তি কর জাগরিত।
অনন্ত শয়নে মনে শায়িত সতত ।।
'নকফাংছা', নকফাংছা' ডাক বার বার।
নামের আশ্রয়ে হবে তব ভব সিন্ধু পার ।।
গুরু রূপে সুকুন্দ্রায়-ইষ্ট নাম বলি।
দাঙ্গায়ফারে দীক্ষা দিল বলিয়া সকলি ।।

সুকুন্দ্রায় বলে বাছা শুন পরিচয়।
সুকুন্দ্রায় ,মুকুন্দ্রায় ইষ্ট দেব হয়।।
একক শ্বাশত শক্তি নক্‌ফাংছা উদয়।
তাঁহার কল্যাণ রূপ ইষ্ট দেবদ্বয়।।
ঈশ্বর অচ্ছেদ্য অঙ্গ ইষ্ট দেবদ্বয়।
আদি দেব, আদি গুরু নর লোকে হয়।।
সর্ব্ব দেব পূজা অগ্রে পূজিবে এদেরে।
কূলের প্রধান দেব জানিবে অন্তরে।।
ইষ্ট দেব ইষ্ট বিনা অনিষ্ট না জানে।
দেহী জনে আজীবন রক্ষা করে প্রাণে।।
যুদ্ধে বিবাদে আর কার্য্যের অগ্রেতে।
বিবাহে যাত্রায় সদা স্মরিবে ভক্তিতে।।
সুকুন্দ্রায়, মুকুন্দ্রায়ে ভক্তিতে পূজিলে।
অজ্ঞানের জ্ঞান হয় গুরু কৃপা বলে।।
দুই জোড়া ওয়াথপ দিয়া পুস্প মাল্য দিবে।
বিন্নি খই তন্ডুল, পিষ্টক উৎসর্গিবে।।
এক জোড়া প্রতি দেবে সাদা মোরগ দিবে।
পত্র চারিখন্ড কাটি পা-ম্লাই দেখিবে।।
ইহাতে অনিষ্ট ইষ্ট জানিবে হৃদয়ে।
ধন্য হয় দু:খী জন গুরু কৃপা পেয়ে।।

ওয়াথপ — পূজার বেদীতে সজ্জিত দেবতার প্রতীক বংশখন্ড।
পা-ম্লাই — দেবতার মনোভাব পরিজ্ঞাপক পত্র খন্ড।

বন পুস্প ধূপ, দীপ করিবে প্রদান।
থালাতে ভরিবে জল করিবে সিঞ্চন ॥
চারি আঙ্গুল পরিমিত দুই পাত্র ভরি।
মদ্য দান কর দেবে পাদপদ্মে স্মরি ॥
পূজার আগের নিশি পবিত্র মনেতে।
কমলা কমথা দেহ রাখহ শুচিতে ॥
নারীসঙ্গ ত্যজি স্বপ্ন নিশিতে দেখিবে।
ইষ্ট দেবদ্বয় স্মরি শয়ন করিবে ॥
নিশিতে শয়নে যাহা দেখিবে স্বপন।
পূজা শেষাবধি তাহা রাখিবে গোপন ॥
মোরগী মাংস রাঁধি অন্ন প্রসাদ লইতে।
এক বোতল মদ্য লাগে স্বপন বলিতে ॥
এই আচরণ ওঝা পালিবে সতত।
তবেত হইবে পূজা বিধির সঙ্গত ॥
ইষ্ট দেব কৃপা হলে ঘোর নিদ্রা মাঝে।
স্বপনেতে আবির্ভাব হয় নিজ সাজে ॥
ভালমন্দ হিতাহিত দেখায় স্বপন।
কুস্বপ্ন সতত রাখ করিয়া গোপন ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায়ে করিয়া স্মরণ।
অলিন্দ্র পয়ার ছন্দে করিল রচন ॥

কাথারক

সুকুন্দ্রায় বলে বাছা শুন এক চিতে।
মুকুন্দ্রায় মোর পূজা শুক্লা নবমীতে ॥
করিবে কার্ত্তিক মাসে আমাদের পূজা।
প্রাঙ্গণে সতত হবে মোর ডালি সাজা ॥
আমার অপর নাম 'কাথারক' হয়।
দেহরক্ষী হয়ে সদা দেহ মাঝে রয় ॥
* 'কাইথর' আমার নাম জানিবে এমত।
হৃদয়ে বসিয়া লিখি পাপ পূণ্য যত ॥
অঘ্রাণ মাসের যবে শুক্লা চর্তুদশী।
পূর্ব্বাহ্নে করিবে পূজা হয়ে অতি শুচি ॥
* মদ্য 'কাথার'ও 'মাই কাথার' দ্রব্য কাথার দিয়া।
করিবে আমার পূজা শুদ্ধ করি হিয়া॥
খুম্‌চাক্, খেত্রা ফুলে করিবে পূজন।
ওয়াথপ, ডালি সাজি করিয়া যতন ॥
ধূপ দীপ পুস্প দিবে পূজার বেদীতে।
পূজান্তে * খুম্‌চাক্ খুমতাং পরিবে মাথাতে ॥
কাথারক কৃপা হলে হয় দলপতি।
তাহার কৃপাতে জয়ী, হয় নরপতি ॥

---

*মদ্য কাথার — পবিত্র দেহ ও মনে সংযত আচরণে প্রস্তুতকৃত মদ্য
*মাই কাথার — সংযত আচরণে এবং পবিত্র দেহ, ও মনে প্রস্তুতকৃত অন্ন।
*খুমচাক্ খুমতাং — রক্তাভ পুস্পমালা। *কাইথর — চিত্রগুপ্ত সদৃশ দেবতা।

বনিরক, থুনিরক।

বনে বনিরক আর থুনিরক দেবে।
আসন ডালি দিয়ে যতনে পূজিবে॥
মন্ত্র উচ্চারিয়া দোঁহে কর অধিষ্ঠান।
সারণ মার দিয়ে করিবে প্রস্থান॥
ভক্তিভরে দেবগণে যতনে পূজিলে।
পাপক্ষয়ে জ্বর রোগ যায় দূরে চলে॥

কালেয়া, গড়েইয়া।

মোরা দুই ভাই হই কালেয়া গড়েইয়া।
চৈত্র শেষে হয় পূজা নাচিয়া নাচিয়া॥
বছর প্রথম দিনে কালেয়া পূজিবে।
বছরের শেষদিনে গড়েইয়া ভজিবে॥
মহাবিষু দিনে মিলি গড়েইয়া লইয়া।
ভক্তিতে মজিবে সদা নাচিয়া গাহিয়া॥

জালা পরা।

অন্যদিনে এই পূজা জালা পরা নাম।
পৃথক পৃথক পূজি পূরে মন স্কাম॥
জালা পরা * কাইমুং হয় গৃহীর উৎসব।
আনন্দ আশীষ্ দুই লভয়ে মানব॥

---

* কাইমুং— প্রতিষ্ঠা

এই পূজা ভক্তিভরে করে যেই জন।
রোগ শোক দূরে যায়, হয় শান্ত মন ॥

ইখিত্রা, বিখিত্রা

ইখিত্রা, বিখিত্রা মোরা বিপদ ভজন।
অঘোর বিপদ খন্ডে করিলে স্মরণ ॥
মামলায় জয়লাভ শত্রু পরাজয় ॥
যুদ্ধে জয় লাভ হয় হইলে সদয় ॥
মিত্র লাভ, ভূমি লাভ হইবে পূজিলে।
একান্ত ভক্তিতে পূজা করিবে সকলে ॥

চুমলাই

গৃহে গৃহে দেব রূপে করি অধিষ্ঠান।
চুমলাই নাম ধরি দেবের প্রধান ॥
এই দেববর যদি গৃহে তুষ্ট রয়।
ধন ধান্য মদ্য বাড়ে হয় শান্তিময় ॥
মদ্য বানাইয়া যদি কভু হয় নষ্ট।
জানিবে এ দেববর হইয়াছে রুষ্ট ॥
চুমলাই, নকসু মতাই কভু নাম ধরে।
গৃহেতে থাকিয়া সদা নরে মঙ্গল করে ॥

সপ্ত ওয়াথপ্ দিয়া ডালি করিবে সাজন।
লতাপাতাফুল দিবে করিয়া শোভন ॥
এক সের এক আঢ়ি ধান্যে ঘট সাজাইবে।
শূকর বলি দিয়ে ওঝা তাহাতে পূজিবে ॥
পূজান্তে * লক্পুই' হাতে করিবে ধারণ।
হাতেতে রাখির মত করিবে বন্ধন ॥
পূজায় সিঞ্চিত, শুদ্ধ জল লয়ে মাথে।
গুরুজনে প্রণমিবে পূজা বিধিমতে ॥
এ পূজা করিলে দু:খ যায় দূরে চলে।
ঝগড়া বিবাদে আদি ভেসে যায় জলে ॥
দাম্পত্য কলহ আদি ঈর্ষ্যা দ্বেষ যত।
হৃদয়ে কঠিন বৃত্তি হয় ভস্মীভূত ॥

দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্য।

স্রষ্টার প্রধান শক্তি দেব দুই ভাই।
মঙ্গল প্রদানি বিশ্বে থাকে যে সদাই ॥
অন্তিমে লক্মাতাই নামে পথ প্রদর্শক।
আত্মারে লইয়া যায় হয়ে সহায়ক ॥
জীবনে মরণে সদা অগতির গতি।
তাদেরে বন্দনা সদাকরিবে সুমতি ॥

---

*লকপুই — মঙ্গল সূত্র

নানা নামে, নানারূপে অদৃশ্য থাকিয়া।
নরগণে সদা নেয় সুপথে চালিয়া ॥
পাপপূণ্য সদাসদ যে যাহা আচরে।
দেবদ্বয় সদা বহে ঈশ্বর গোচরে ॥
অচিন্ত্য পরম শক্তি সর্ব্ব মূলাধার।
দেবদ্বয় সূত্রবৎ সংযুক্ত তাহার ॥
অতএব দেবদ্বয় আশ্রয় প্রধান।
যাহার কৃপায় দেখা পাবে ভগবান ॥
নিয়ন্তা পালন কর্ত্তা এই দেবদ্বয়।
মানবের ইষ্ট দেব সদা মঙ্গলময় ॥
ইহকাল পরকাল তরিবে প্রসাদে।
দেবদ্বয় নাম সদা স্মরিবে সানন্দে।
দীন অলিন্দ্র সদা করে আকিঞ্চন।
অন্তিমে তাদের পদে থাকে যেন মন ॥

ইষ্ট দেবদ্বয়ের রূপ।

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় সদৃশ আকার।
পীতবর্ণ স্বল্প শ্মশ্রু হয় চির কুমার ॥
নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব নাসিকা উন্নত।
শুভ্র শিরস্ত্রাণ মাথে পশ্চাতে লম্বিত ॥
উন্নত, সুবক্ষ কুচ হয় লোম হীন।
উদয় লম্বিত নাভি হয় সুচিক্কণ ॥

কাঁখেতে দুলিতে সূত্র হাতে ধনুশর।
নবীন সহাস্য মুখ দুই দেববর ॥
সুচিক্কণ কটি হয় শরীর ত্রিকোণ।
যুগ্ম চারু, রম্ভা উরু হয় সুনিপুণ ॥
আর্দশ পুরুষরূপ হয় রূপবান।
অযোনি সম্ভবা দোঁহে ভক্ত করে ধ্যান ॥
দুই পদ মাংস যুক্ত নহে স্থূলকার।
সুন্দর যুগল রূপ সুন্দর আকার ॥
মরি মরি এইরূপ যে জন নেহারে।
নয়ন সার্থক হয় সদা মন হরে ॥
ভক্তি ভরে যেই ভজে সেই রাঙ্গা পায়।
লারীমা ভবনে আত্মা অনায়াসে যায় ॥

- মূর্ত্তি পূজা অবৈধ -

অব্যক্ত অব্যয় হয় দেব নিরাকার।
ভক্তের হৃদয়ে হয় তাহার আকার ॥
যেই জন যেইভাবে করয়ে ভাবনা।
সে ভাবে ভাবিত হয় এই দুই জনা ॥
অতএব নিরাকারে সতত ভজিবে।
লতা পত্র দিয়ে সদা বেদী সাজাইবে ॥
ওয়াথপ্ আসন দিয়া কর অধিষ্ঠান।
অন্তরে করিবে সদা মুরতি নির্মাণ ॥

বলি

সর্ব্ব শক্তি সমর্পিয়া দিবে আত্মবলি।
আত্ম শুদ্ধি হৈলে পরে দিবে পশু বলি ॥
পশু বিদুরিত হৈলে সত্ত্বগুণ হবে।
সত্ত্বজ্ঞান শুদ্ধ হৈলে নির্গুণ হইবে ॥
নির্গুণ হইলে হবে ঈশ্বরে বিলীন।
অপ্রবাসী হয়ে গৃহে রবে চিরদিন ॥

বিবিধ সংস্কার

(১) বিবাহ

বিবাহ্ করিতে হয় যৌবন সময়।
যৌবন কখন আসে নাহিক নির্ণয় ॥
সহস্র বৎসর পরে দাঙ্গায়ফার দেহে।
পরিপূর্ণ বিকশিত যৌবন প্রবাহে ॥
দাড়িগুম্ফ চঞ্চলতা কৌতুক রসে পূর্ণ।
হইলে জানিবে দেহে যৌবন উর্ত্তীর্ণ॥
কুচযুগ সুউন্নত মুখে লাবণ্যতা।
সৌন্দর্য্য সঙ্কোচ বোধ নারীর বারতা ॥
আপনাকে ভাবে পর পরকে আপনা।
হাস্যরসে পূর্ণা নারী জানিবে যৌবনা ॥

এ হেন বয়সে হয় বিবাহ সময়।
যৌবনের আগে পরে কভু যোগ্য নয়।।
পিচাশ, অসুর, দৈব, গন্ধর্ব্ব, দানব।
যক্ষ রাক্ষস বিধি আর যে মানব।।
এই অষ্ট প্রকার হয় বিবাহেতে গণ্য।
অন্যরূপে বিবাহে কভু নহে মান্য।।
জ্ঞানে গুণে পাত্রপাত্রী সমানে সমান।
উভয়ে উভয় প্রতি পরাণে পরাণ।।
মাতা-পিতা উভয়ের সম যোগ্য হয়।
কাহারো, বিবাহ কার্য্যে মতানৈক্য নয়।
যাহার বিবাহ বিধি সমাজে যেমন।।
শুভ-দিনে শুভক্ষণে হইলে তেমন।।
উত্তম বিবাহ তাহা দেবের মিলন।
মধ্যম গর্ন্ধব্ব বি'বা জানিবে সুজন।।
পাত্র-পাত্রী উভয়েতে হয়ে একমন।
আমরণ কর্ত্তব্য ভার করয়ে গ্রহণ।।
পরস্পর প্রেমময় ভাব বিজড়িত।
সুখেদু:খে সমভাগী রহেন সতত।।
এ-দুই বিবাহ ভিন্ন অন্য আচরণ।
অধম বিবাহ বলি হয় যে কথন।।
মাতা-পিতা গুরুজন কেন নাহি জানে।
পাত্র-পাত্রী উভয়েতে কামাতুর মানে।।

জ্ঞাতি গোত্র কুলমান নাহি বিচারিয়া।
সঙ্গম করেন শুধু ভার্য্যা না বরিয়া॥
এ-হেন প্রকার হয় অসুর বিবাহ।
বিচ্ছেদে কাহার খোঁজ নাহি রাখে কেহ॥
কোন নারী একাকিনী পাইয়া নির্জন।
বলেতে সঙ্গম করে না করি বরণ॥
এ-হেন মিলন হয় দানব আচার।
সুধীগণ নাহি করে এই ব্যবহার॥
একান্তে নির্জন পেয়ে কোন নারী জনে
বিবাহের তরে ধরি কেশাগ্রেতে টানে॥
ছলে বলে সুকৌশলে করি বশীভূত।
সহবাস তরে রাখে আলয়ে সতত॥
রাবণ সমান দুষ্ট জানিবে সেজনে।
রাক্ষস বিবাহ ইহা না করে ধীমান॥
বলেতে ধরিয়া পাত্রী আনি নিজেমরে।
ধন দিয়া রাজা, প্রজা, সবে বশ করে॥
এ-হেন বিবাহ যক্ষ বিবাহ জানিবা।
ধন ফুরাইলে পত্নী হয় যে বিধবা॥
আপন সমাজ বিধি রাখিয়া সঙ্গত।
বিবাহ করিলে হয় মানব উচিত॥
ত্রিপুর দাঙ্গায়ফা বিধি করিবে পালন।
ইষ্টদেব সুকুন্দ্রায় বলিল যেমন॥

পিতৃ স্বসা মাতৃ স্বসা করিবে বর্জ্জন।
পিতৃ-মাতৃ মাসী -পিসী , না বরে কখন ॥
গুরুস্থান পুত্রস্থান সতত ত্যাজিবে।
সমান বয়স যদি সে জন হইবে ॥
স্বামী স্ত্রীতে একে অন্যে মতে ভেদ হইয়া
অথবা যে কেহ্ কাল কবলে পড়িয়া ॥
বিবাহ্ বিচ্ছেদ যদি অকালেতে ঘটে।
পুন: বিবাহের প্রথা হয় বিধিমতে ॥
এই বিধি সুকুন্দ্রায় করে সমর্থন।
পক্ষান্তরে ব্যভিচারে বড় রুষ্ট হন ॥
এসব সুকুন্দ্রায় বাণী মনেতে জানিবে।
শ্রদ্ধা সহকারে সদা পালন করিবে ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায়ে করিয়া স্মরণ।
অলিন্দ্র বিবাহ বিধি করিল বর্ণন ॥

---

(২) তালবাকলাই পূজা।

কালক্রমে দাঙ্গায়মার গর্ভসঞ্চারিল।
গর্ভের লক্ষণে দেহে অসুস্থ হইল ॥
দাঙ্গায়ফা সুকুন্দ্রায়ে করিল স্মরণ।
কি রোগ হইল দেহে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
সুকুন্দ্রায় সদয় হয়ে বলে ধীরে ধীর।
চিন্তা না করিও মনে হওগো সুস্থির ॥

দাম্পত্য জীবনে নারী হয় গর্ভবতী।
গর্ভেতে সংযত যেন থাকে রসবতী।।
তন্দ্রাভাব বমি বমি স্বস্তিহীন যার।
ঋতু বন্ধ, অলসতা, গর্ভের সঞ্চার।।
গর্ভের পঞ্চম মাস হৈলে অতিক্রম।
তালবাকলাই পূজা দিয়া, কার্য্যেতে বিরাম।।
অতএব সেই পূজা কর বিধি মতে।
সুস্থ হবে কোন রোগ না রবে দেহেতে।।
দাঙ্গায়ফা হিত বাক্যে করিল পূজন।
তদবধি সেই পূজা হৈল প্রচলন।।

(৩) আবুকাথাং

দশমাস দশদিনে প্রসব বেদনা।
'লামপ্রা' মাতাই পূজে, করি মঙ্গল কামনা।।
প্রসবান্তে এক জোড়া ওয়াথপ সাজাইয়া।
কাথারক পূজা দেয় কল্যাণ লাগিয়া।।
পূজার আশীষ সহ লয়ে কুচাই জল।
আবুকাথাং শুদ্ধ করে করিয়া নির্মল।।
উষ্ণ জলে নব শিশু সিনান করায়।
প্রতিবেশী নারী জন থাকেন সহায়।।

(৪) আবু-কুথুই

কতিপয় নিশা যবে হয় অতিক্রম।
নব-শিশু নাভি খসা হয় বয়ক্রম ॥
তৈবুক মারে পূজা দিবে মোরগ বধিয়া।
*আবু শুদ্ধ কর এবে কুচাই জল দিয়া ॥
সহায়ক যত নারী ছিল প্রসবিতে।
সযতনে মাংস খন্ড দাও প্রাপ্যমতে ॥
তারপরে প্রীতি বাক্যে সবারে তুষিয়া।
ভোজনান্তে শিশু কোলে দাও হে তুলিয়া ॥
হাতে পায়ে কোমরেতে কাল সূতা দিল।
সুভাতে শোভিত শিশুসবে কোলে নিল॥
শিশু কোলে করি তবে সূর্য্য দেখাইল।
তার পরে জনে জনে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥

---

(৫) মুংফারমুং (নামা করণ)।

সপ্ত দিবা সপ্ত রাতি হৈলে বয়ক্রম।
আবু কুথুই পূজা করি দাও তারে নাম ॥
সবে মিলি শুভদিনে পঞ্চদ্বীপ জালি।
পঞ্চ জনে পঞ্চ নাম দাও কৌতুহলী ॥
যেই নামে, যেই দীপ রহে সর্ব্বশেষ।
সেই নাম শিশুর হবে জানিও বিশেষ ॥

---

*আবু — অশৌচ।

(৬) বাচা পূজা

তারপরে শিশু তরে বাচা পূজা দিবে।
দমনা দমনী রাওখাল, দারোখা পূজিবে ॥
ওয়াচুক ওয়াথপ দিয়া থালা সারি সারি।
কুক্কুট কুক্কুটি পূজা দেয় ভক্তি করি ॥
ইহাতে শিশুরোগ যায় দূরে সরে।
আয়ুভিক্ষা সবিনয়ে কর শিশু তরে ॥

(৭) আয়ু কাথার

তারপর আয়ু কাথার পূজার বিধান।
দীর্ঘায়ু কামনা করি কর বলিদান ॥

(৮) কর্ণ বদ্ধ ও কর্ণ শোধন।

তারপর পঞ্চবর্ষ হৈলে অতিক্রম।
ভোজ দিয়া কর্ণবেধ হইবে নিয়ম ॥
দু কানে বাজনাতে দিবেন ফুঁরিয়া।
বীজ -মন্ত্র গুরুদেব দিবে শুনাইয়া ॥
ক্ষত্রিয় পৈতার যদি হয় প্রয়োজন।
ক্ষত্রিয় শুভদিনে করিবে গ্রহণ ॥

(৯) তৈখ্লুম

তৈখ্লুম পর্ব্ব হয় অতি ব্যয় ভার।
অসমর্থে না করিবে বাধ্য নহে তার ॥
পিতা-মাতা পুর্নব্বার বিবাহ এবার।
একত্রে বিবাহ সূচী পালিবে আবার ॥
মহিষ, শূকর, অজ, মোরগ বলি দিয়া।
তৈবুক মারে সাড়ম্বরে পূজিবে নাচিয়া ॥
গ্রীংচাং গ্রীংচাং রবে ঢোল বাজাইবে।
পুরনারী একে একে সাত বার নাচিবে ॥
তিন রাতি, পঞ্চরাতি, কিবা সপ্তরাতি।
পথের দুধারে দিবে আলোক সজ্জা বাতি॥
জাতক মাতা-পিতা নব বস্ত্র পরি।
গুরুজন আশীর্ব্বাদ নিবে পদ ধরি॥
তুলা রংদক হাতে যত গুরুজন।
আশীষ মঙ্গল বাণী করে বরিষণ॥
সাধ্যমত মুদ্রা, বস্ত্র অলংকার দিয়া।
আশীষ বাণীতে দেয় জাতকে অর্পিয়া ॥

(১০) খা নামুং

শিশু যদি বারে বারে করে অভিমান।
বারে বারে কাঁদে যদি হয়ে অপমান ॥

কুক্কুট বলি দিয়া করিবে রন্ধন।
সযতনে ভোজ্য থালা করিবে সজন ॥
ডিম্ব, পিষ্টক, গুড়,ফলমূল দিয়া।
নানা চিত্রহারী দ্রব্য পাতেতে তুলিয়া ॥
শিশুরে স্বেচ্ছায় বসি করিবে দর্শন।
কোন্ দ্রব্য তুষ্ট হয়ে করে সে গ্রহণ ॥
যেই দ্রব্য শিশু নিল ওঝাই দেখিয়া।
কি রোগ, কি অর্থ তাহা বলে বিস্তারিয়া ॥
নানা স্থানে, নানা মতে পূজা বিধি হয়।
আপন মতে সংস্কার করাবে নিশ্চয় ॥

(১১) মৃতে কর্ত্তব্য

বাসি মরা রাখা ঘরে সঙ্গত নয়।
যদ্যপি প্রাণান্ত হয় অতি অসময় ॥
স্নান করাইয়া মৃতে উত্তর শিয়রে।
বস্ত্র পরাইয়া রাখ উচ্চ শয্যা,পরে ॥
দাঁইচুনু দাঁইচুনু তালে ঢোল বাজাইবে।
যদি মৃত বিবাহিত হইয়া মরিবে ॥
সেই ঢোল রব শুনি রবাহত হয়ে।
শব্দের সীমার বন্ধু আসিবে ধাইয়ে ॥
মৃত পাদমূলে এক মোরগ বধিবে।
সেই মাংসে আত্মা প্রতি খাদ্য উৎসর্গিবে ॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

নিশাশেষে দাহ দ্রব্য করি আয়োজন।
শ্মশানে দাহ্ কার্য্য করা সমাপন ॥
মৃততরে যাহা কিছু হয় প্রয়োজন।
সব দ্রব্যে মূল্য দিবে মৃতের স্বজন ॥
অর্দ্ধাঙ্গিনী জেষ্ঠ্য পুত্র দৌহিত্র আর ভ্রাতা।
মৃতাশৌচ অধিকারী জানিবে সর্ব্বদা॥
মৃতসহ লকমাতাই এ খাদ্য উৎসর্গিবে।
আত্মারে সৎপথে নিতে প্রার্থনা করিবে ॥
সপ্তবার শ্মশানেতে অগ্নি প্রদক্ষিণী।
ত্রয়োদশ দিন অশৌচ অবশ্য পালনী ॥
ত্রয়োদশ দিবা-রাত্রি বিগত হইলে।
প্রেত-কার্য্য শ্রাদ্ধ-কার্য্য কর ঝালে ঝালে ॥
মৃত্যু পরে যেই বিষু করে আগমন।
সেই দিনে বার্ষিক ক্রিয়া কর সমাপন ॥
মৃত্যুতে পুস্কর দোষে দোষ যুক্ত হয়ে।
গ্রামবাসী, গৃহবাসী যায় যমালয়ে ॥
মৃতের আপদমস্তকে দীর্ঘেতে সমান।
এঁয়ামা বুফাং দিবে মৃত সন্নিধান ॥
এঔষধে অনায়াসে কাটে মৃত দোষ।
সর্ব্বজন উপকারে করিনু প্রকাশ ॥
এ বিধান অবহেলে কান নাহি দিবে।
পুস্কর দোষ যুক্ত হয়ে সবংশে মরিবে ॥

কোন্ তিথি মৃতে দোষ পঞ্জিকা বিধান।
সব তিথি দোষযুক্ত নহে মতিমান ॥
'এঁওয়ামা' ঔষধ হয় নির্ভয় আশ্রয়।
বিনামূল্যে কেহ কভু কারে নাহি কর ॥

ইষ্ট দেবদ্বয়ের লীলা ও ঔষধাদি প্রচার

পঞ্চরাম উপাখ্যান।

সৃষ্টির পালন তরে লয়ে কার্য্যভার।
ইষ্টদেব ঔষধ মন্ত্র করিল প্রচার ॥
বিধবার পুত্র এক নাম পঞ্চরাম।
সপ্তম বৎসর মাত্র জুমে তার ধাম ॥
মাতা গেল জুম কার্য্যে পঞ্চরাম একা।
সুকুন্দ্রায় , বালক বেশে এসে দিল দেখা ॥
সুকুন্দ্রায় , মুকুন্দ্রায় পঞ্চরাম তিন।
মিলিয়া খেলিল জুমে বয়সে নবীন ॥
তারপর পঞ্চরামে অঘোর কাননে।
গুহাতে লয়ে গেল দেব দুইজনে ॥
অট্টালিকা সম হয় প্রস্তর গহ্বর।
শোভিত আলোক মালা শোভে কলেবর ॥
পঞ্চরামে পুস্পমাল্য পরাইয়া গলে।
দিব্যবস্ত্র পরিধান, পুস্প দিল চুলে ॥

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

দুই দেবে নব লাজে সাজি অপরূপ।
তিনভাই খেলিলেক হইয়া সুরূপ ॥
খেলাঅন্তে পদ্মাকরে খই খাওয়াইল।
শিশির সিঞ্চিত সদ্য জল পিওয়াইল ॥
একবার খেলে খই এক পক্ষকাল।
সুস্থ-দেহে নাহি রহে ক্ষুধার প্রাক্কাল ॥
প্রস্তর নির্মিত বৈচিত্রেতে ভরপুর।
পঞ্চরাম পড়াইল দিয়া জ্ঞানাঙ্কুর ॥
পড়িতে পড়িতে যদি হয় অন্যমনা।
লৌহ দন্ডে মারি দূরে ফেলে শিরখানা ॥
পঞ্চরাম ছিন্নশির পড়িয়া ভূতলে।
নিজ কাটা মুন্ড দেহ দেখে অবহেলে ॥
লতা শিকড় পাতা বিক্ষিপ্ত দেখিয়া।
পঞ্চারাম চিনিলয় মনেতে আঁকিয়া ॥
কভু বা ধরিয়া দুই পঞ্চরাম পদ।
প্রস্তরে আছাড় মারি করে খন্ড খন্ড ॥
হস্ত পদ অস্থিমুন্ড ছুটে চারি ধার।
প্রবাহে রুধির ধার হয়ে ছারখার ॥
শিকড় বাকল পাতা একত্রে আনিয়া।
হস্ত পদ কুড়াইয়া দিল যে বাঁধিয়া ॥
পঞ্চরাম নরদেহ হৈল বলবান।
অতিশয় সুখ বোধ ক্লান্তি অবসান ॥

কখন লইয়া যায় অরণ্য ভ্রমণে।
দুই দেব আগে পরে নর মাঝ খানে ।।
অগ্রে সুকুন্দ্রায় দেব বৃক্ষ নাম বলে।
সেই বৃক্ষ কি ঔষধ মুকুন্দ্রায় বলে ।।
এই যে দেখেছ লতা পাতা সুচিক্কন।
জ্বর রোগ দূরে যায় খেলে রোগীজন ।।
'দুক মামিং' দুলিছে লতা দেখ সন্নিধানে।
বিষকচু, পাঁচাশন,গোবর,প্রদানে ।।
কাঠ কয়লা দিয়া পরে একত্রে মিশাবে।
পিষিয়া ক্ষততে দিলে রক্ত বন্ধ হবে।।
অজস্র ধারায় যবে রক্ত ধার বহে।
কর্ত্তিত আঘাতে দিলে রক্ত বন্ধ রহে ।।
এভাবে ভেষজ গুণ বলিল বিস্তারি।
পঞ্চরাম রাখে মনে পাদ পদ্ম স্মরি ।।
দেব লিপি পড়াইয়া করিল নিপুণ।
পঞ্চরাম কদলী পত্রে লেখে গুণাগুণ ।।
কভু সন্ধ্যা কালে বসি মন্ত্র উচ্চারিয়া।
মাটিতে চাপড় মারে হুংকার ছাড়িয়া ।।
তারপর দেব দ্বয় পঞ্চ রামে কয়।
এই মন্ত্র বিদ্যমানে পড় পুনরায় ।।
শুনিবার মাত্র হয় হৃদয়ে গ্রথিত।
পঞ্চরাম হরষিত অতীব স্তম্ভিত ।।

এদিকে বিধবা মাতা চোখে জলে ভাসে।
ভয়যুক্ত হিংস্র ব্যাঘ্র পুত্রে খেল পাশে ॥
পর্ব্বত আড়ালে ডুবে দিনান্তের রবি।
অন্ধকারে মনে পড়ে তার মুখ ছবি ॥
হাপুত্র, হা পুত্র বলি নাম ফুকারিয়া।
উচ্চৈস্বরে ডাকে মাতা বন নিনাদিয়া ॥
নিস্ফল নীরব বন অরণ্য ভেদিয়া।
প্রতিঘাতে ফিরে শব্দ হা পুত্র বলিয়া ॥
পাড়া প্রতিবেশী আর যত নেতৃগণে।
পুত্র হারাইল বলি, বলে জনে জনে ॥
তারপর আষাঢ়ের শুক্লা নবমীতে।
পঞ্চরাম ফিরে জুমে হাসিতে হাসিতে॥
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিস্মিত হৃদয়।
আকাশের চাঁদ যেন হাতেতে উদয়॥
তারপর মাতা পুত্রে অশ্রুতে ভাসিয়া।
কি হইল কোথা ছিল বলে বিস্তারিয়া ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় আমার বয়স।
ওঝা বিদ্যা শিখাইল উন্নত মানস ॥
ঝাড়া ফুঁকা গুল্ম গুণ মন্ত্র পূজাবিধি।
শিখাইয়া সুনিপুণ, কৈল মাসাবধি ॥
হাসিয়া বলিল তারা তুমি ওঝা হয়ে।
মর্ত্ত্য-লোকে নর সেবা কর সুখী হয়ে।

পালনী

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

ভয়ার্ত্তে অভয় দিয়ে রোগীরে আশ্রয়।
মানবের বন্ধু হয়ে থাকহ নির্ভয় ।।
আমা দোঁহাকার পূজা মর্ত্তে প্রচারিবে।
রোগক্লিষ্ট জন তবে মর্ত্ত্যে ত্রাণ পাবে ।।
এইরূপে মোর প্রতি সদয় হইয়া।
তিনজনে আসিলাম জুমেতে চলিয়া।।
বলি মাত: ক্ষুধাতুর অন্ন কর ত্বরা।
তিনভাই খাব মোরা লয়ে পাত্র ভরা।।
অবাক হইল মাতা কোথা তিন ভাই।
একাকী তোমারে দেখি অন্য সবে নাই ।।
তারপর পঞ্চরাম দেবতা ডাকিল।
হাসি হাসি জননীরে দোঁহে দেখা দিল ।।
নিজ মুর্ত্তি ধরিলেন সুন্দর দোসর।
মরি মরি কিবা রূপ স্নিগ্ধ কলেবর ।।
পঞ্চরাম মাতা উঠি গলে বস্ত্র দিয়া।
দোঁহারে চোখের জলে প্রণমিল গিয়া ।।
সদয় হইয়া দেব বলিল মাতারে।
তব পূণ্য বলে পুত্র জন্মিল জঠরে ।।
তুমি মাতা দেবী অংশে জনম তোমার।
পূণ্য বলে ওঝা মাতা হইলে এবার ।।
আহারে বিহার সদা সদ আচরণ।
সুদৃষ্টি রাখিবে পুত্রে করিয়া যতন ।।

এত বলি সবে মিলি ভোজন করিল।
নিমিষেতে খাদ্য শূন্য অর্ন্তধান ক্রন্দন ॥
দেখা দিও পুনরায় ওগো দেবগণ।
এই বার্ত্তা ক্রমে ক্রমে গ্রামেতে রটিল ॥
পঞ্চরাম স্পর্শে রোগী আরোগ্য হইল।
ওঝা হয়ে পঞ্চরাম করে বহু শিষ্য ॥
অদ্যাপি খুঁজিলে পাবে তাহার উদ্দেশ্য।
এইরূপে পূজাবিধি হইল প্রচার ॥
সুকুন্দ্রায়, মুকুন্দ্রায়, লীলা অমৃতের ধার।
যেই শুনে যেই গায় হয়ে একমন ॥
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ মোচন ॥
সৃষ্টি কর্ত্তা অংশে জন্ম মহিমা অপার।
দেবদ্বয় আসিলেন হরিতে ভূ-ভার ॥
স্বপনেতে সুকুন্দ্রায় লাভ দরশন।
অলিন্দ্র প্রবন্ধ রচে হয়ে একমন ॥

মাতাই কতর (সৃষ্টিকর্ত্তা) পূজা

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় পূজা সমাপনে।
'নকফাংছা' চরণে পূজ ভক্তিযুক্ত মনে ॥
নূতন ফসল বেচি ক্ষেতের সম্বল।
ভক্তি ভরে কর পূজা ভক্তবৎসল ॥

সৃষ্টি রহস্য: পুরুষ খন্ড।

ফলমূল, তন্ডুল নৈবেদ্যাদি দিয়া।
দীপ ধূপে কর পূজা শুদ্ধাচার হৈয়া ॥
নিরাকার পরম শক্তি সর্ব্বমূলাধার।
সর্ব্ব সৃষ্টির মূল সর্ব্ব সারাৎসার ॥
কল্পনা অতীত যিনি অলৌকিকময়।
আদি অন্তহীন ব্যাপ্ত সর্ব্ব বিশ্বময় ॥
অকপট ভক্তি আর বিশ্বাসে মিলিবে।
যুক্তি তর্কে প্রমানেতে দূরে চলি যাবে ॥
ঈশ্বরে ঈশ্বরময় গাত্র পরশিয়া।
ঈশ্বর সান্নিধ্যে থাকে করুণা পাইয়া ॥
তথাপি চিনিতে নারে জীব মোহময়।
অন্ধকারে নিজ অঙ্গ যেন লুপ্ত রয় ॥
জ্ঞানের আলোকে তম করি বিদূরিত।
ঈশ্বর দর্শনে মন কর হরষিত ॥
চর্ম্ম-চক্ষু অনিত্য ভাবে তারে না দেখিবে।
অলৌকিক নয়নে সদা দর্শন মিলিবে ॥
পুরুষ প্রকৃতি দুই একের উদয়।
দুই এ মিলি বহুতর জনম লভয় ॥
বহুতর সমাপ্তিতে একত্রে বিলীন।
সবে মিলি সর্ব্ব শক্তি আকার বিহীন ॥
ধাতা পাতা নিয়ন্তা সে বিধির আধার।
বর্ণণা অতীত রূপ মহিমা অপার ॥

চক্রাকারে একে গাঁথা সবে,স্বয়ম্ভুব।
সদ সনাতন চির সত্যের উদ্ভব ॥

তাল সাল

তাল সাল আথুকিরি আইতরমা, মুঁইচরা।
মানবের বন্ধু সবে আলো করে ধরা ॥
একে একে নবগ্রহ আকাশে বিরাজে।
সুখ,দু:খ বিধানিল নরকুল মাঝে ॥
জাতক ভুমিষ্ঠকালে যেই যেথা রয়।
সতত ভ্রমিয়া কালে দৃষ্টি বরিষর ॥
গ্রহ দৃষ্টিফলে পায় নর কর্ম ফল।
গ্রহ তুষ্ট হলে হয অতীব মঙ্গল ॥
নবান্ন গ্রহণ পর্ব্বে গ্রহে প্রদানিয়া।
পশ্চাতে প্রাসদ নিবে শ্রীপদ স্মরিয়া ॥
ক্ষেত্রের প্রথম ফল অথবা ফসল।
পিতৃগণ গ্রহগণে দানিবে সকল ॥
প্রভাতে উঠিয়া সদা নমিবে ভাস্কর।
ইহাতে ত্রিতাপ জ্বালা হরে দিবাকর ॥

পুরুষ খন্ড সমাপ্ত।

তাল - চন্দ্র। সাল - সূর্য্য। আথু করি - তারকা।
আইতরমা - মঙ্গল গ্রহ। মুঁই চরা - শুক্রগ্রহ।

ত্রৈপুর সংহিতা

পালনী

সৃষ্টি রহস্য প্রকৃতি খন্ড।

— মা কালি —

সুকুন্দ্রায় বলে শুন দাঙ্গায়ফা সুজন।
সর্ব্ব শক্তি মূলাধার প্রভু নিরঞ্জন।।
সৃজন পালন কর্ত্তা সবার প্রধান।
প্রকৃতি পুরুষ তার দুই উপাদান।।
বীজ রূপে ব্যক্ত রূপ স্বয়ং চক্রপাণি।
প্রকৃতি বীজাধার প্রসব ধর্ম্মিণী।।
প্রকৃতির কালী রূপ শক্তি স্বরূপিনী।
জীব হিতে শূন্য মার্গে আসিল ধরণী।।
হেঁট মুন্ডে উর্দ্ধ পদে নির্লিপ্তা ভুতলে।
লোল জিহ্বা তম: বর্ণা এলো জটা চুলে।।
মদ মত্ত হয়ে মাতা লম্ফে জম্ফে নাচে।
আপনি পিশাচ রূপা কে নিন্দে পিশাচে।।
অতীব চঞ্চল মাতা পাগলিনী প্রায়।
রক্ত মাখা খড়গ হতে চর্তুদিকে ধায়।।
বিভীষিকা রূপ হেরি সদা প্রাণ কাঁপে।
সেরূপ বর্ণিব কিসে সাধ্য নাহি বাপে।।

কালী কালী মহাকালী শক্তি অবতার।
জয়কালী রক্ষাকালী মহিমা অপার ॥
শ্মশান কালী, সুরমা, ভৈরবী, ঈশ্বরী।
ত্রিপুরার দেশে মাত: ত্রিপুরা সুন্দরী ॥
সর্ব্বশক্তি করে দান ভয়ার্ত্তে অভয়।
পুত্রহীন পুত্র পায় অনাথে আশ্রয় ॥
জয় কালী পূজিবেক জয়ের কারণ।
রক্ষা কালী প্রতি বর্ষে গৃহীর পূজন ॥
মা কালী ঈপ্সিত বাঞ্ছা করেন পূরণ।
ভক্তি ভরে কালী মাতা করহ পূজন ॥
সুগন্ধি চর্চ্চিত জলে ধূপ দীপ দিয়া।
সম্মুখেতে সাধ্যমত নৈবদ্য রাখিয়া ॥
কালী নাম উচ্চারিয়া করিবে অর্চ্চনা।
সর্ব্ব শক্তি লাভ হয় করিলে ভজনা ॥
কালী পূজা ক্ষত্রিয়ের একান্ত বিধান।
রাজগণ যুদ্ধ সাজে করেন বোধন ॥
আশু ফল লাভ হয় কালী পূজনে।
এর তরে কালী পূজা কর জনে জনে ॥

মাইলুংমা(ধান্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী)

প্রকৃতি জননী রূপা কালী আদ্যশক্তি।
কুলবধূ রূপে শান্ত মাইলুকমা প্রকৃতি ।।
সৃষ্টিকর্ত্তা স্নিগ্ধ ছায়া লক্ষীরূপেগণ্য।
সলজ্জ বিনয়ীভাব গুরুজনে মান্য ।।
সংসার পালিনী রূপা গৃহেতে আশ্রিতা।
ঐশ্বর্য্য দায়িনী রূপে রহে পরিণীতা ।।
শান্ত স্নিগ্ধ সদাচার মৃদু ব্যবহার।
সুন্দর বদনে হাসি ক্লান্তি ভূলাবার ।।
নিয়ম, শৃংখলা, শ্রী ইহার স্বরূপ।
যাহার প্রসাদে গৃহী সুখী অপরূপ ।।
মাইলুক্‌মা আপন লীলা করিতে প্রচার।
ধরা মাঝে প্রতি গৃহে ফিরে বার বার ।।
একদিন একাসনে কাঁইস্কক্‌ পাড়াতে।
আষাঢ় মাসেতে মাইখুলুম দেয় বিধিমতে ।।
প্রভাতে সুশ্রাব্য স্বর, ওঝা উচ্চারিল।
খই,পিঠা, চেবা চুক্তি ওয়াথপ্‌ সাজাইল ।।
ধূপ দীপ বন পুস্প 'খাম্‌পলাই' আদি দিয়া।
নবম বর্ষীয় কন্যা ডাকিল আনিয়া ।।
সে কন্যা একান্ত শুচি ওঝার বিচার।
বিধবা মৃতদার নহে, মাতা-পিতা যার ।।

মাইলুংমা পবিত্র অর্ঘ্য কুমারীরে দিয়া।
সবে মিলি গেল এবে জুমেতে চলিয়া ॥
জুমের সবুজ ধান্য নবীন কোমল।
বায়ুভরে ঢেউ খেলে অতীব চঞ্চল ॥
নাতি দীর্ঘ, নাভি খর্ব্ব, লাউ ডুবে প্রায়।
মনোলোভা ধান্য শোভা পূজে ওঝা রায় ॥
মোরগ শূকর বলি দিল একে একে।
বন-ভূমি নিনাদিল ওঝায়ের ডাকে ॥
বিধিমতে বলি পূজা করি সমাপন।
কুমারী সহিত পুন: চলিল ভবন ॥
পূজান্তে পবিত্র ডালি কুমারী বহিল।
কুমারী মাইলুংমা রূপে সকলে মানিল ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া সবে দিলেন আসন।
কুমারীর আশীষ লয়ে করে বিতরণ ॥
খাও, খাও মদ্যমাংস উঠে কলরব।
আনন্দ সবার মুখে মাইখুলুম উৎসব ॥
হেনকালে 'মাইলুংমা' অতি বৃদ্ধাবেশে।
ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশে ॥
লোলচর্ম্মা শুক্লকেশা আনত শরীর।
এক যষ্ঠি হাতে ধরি শরীর অস্থির ॥
পূজিত আলয়ে বৃদ্ধা দিল দরশন।
দূর দূর বলি সবে করে বিতাড়ন ॥

বিতাড়িত হয়ে বৃদ্ধা এল এক ঘরে।
যেথায় দরিদ্র শিশু রহে অনাহারে ॥
শিশুগণে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে।
মাতা-পিতা তোমাদের গেল কোন্‌খানে ॥
শিশুগণ বলে মাতা জুম কাজে গেল।
খাদ্যের সন্ধ্যানে পিতা প্রভাতে চলিল ॥
বৃদ্ধাবেশী মাইলুংমা বলে শিশু প্রতি।
রন্ধনের পাক পাত্র আন শীঘ্রগতি ॥
পাক পাত্র পেয়ে বৃদ্ধা উনানে রাখিল।
ভান্ড ঝাড়ি খুদ এক পাত্রেতে ফেলিল ॥
সে পাত্র সুগন্ধি অন্নে ভরিয়া উঠিল।
পাকঅন্তে শিশু সব ভোজন করিল ॥
গৃহকর্ত্তা গৃহিণীতে দিনান্তে আসিয়া।
বৃদ্ধারে প্রণাম করে সন্তুষ্ট হইয়া ॥
গৃহ কর্ত্তা প্রতি বৃদ্ধা বলিল বচন।
যথাশীঘ্র জুম এক করহ কর্ত্তন ॥
গৃহকর্ত্তা জুম করে আজ্ঞা অনুসার।
ফলিল সোনালী ধান্য ফসল অপার ॥
এইরূপে ধন ধান্য করিয়া পূরণ।
তিন মাস রহে বৃদ্ধা তাহার ভবন॥
মাইলুংমা বলিল এবে পূজার বিধান।
নিমিষেতে নাহি তথা হৈল অর্ন্তধান ॥

গল বস্ত্রে গৃহী -ভার্য্যা বৃদ্ধার ধূলিতে।
গড়াগড়ি দেয় ভূমে কাঁদিতে কাঁদিতে ।।
বলিল অভাগা জনে হইয়া সদয়।
অভিমানে গেলে ফেলি হইয়া নির্দ্দয় ।।
কোথা পাব এই স্নেহ কে কারে দানিবে।
কিভাবে জীবন ধারা আভাগা বাঁচিবে ।।
নম: নম: নারায়ণী দয়া অবতার।
অনাথ তারিনী মাত: মহিমা অপার ।।
কি আছে কি দিব আমি অতি অভাজন।
কি অর্ঘ্যে পূজিলে পুন: পাব দরশন ।।
কোন্ পূণ্য ফলে তোমা গৃহেতে পাইয়া।
কোন্ পূন্যক্ষয়ে গেলে একান্তে ফেলিয়া।।
এত বলি শিশু হেন কাঁদয়ে দম্পতি।
শূণ্য মার্গ হতে দেবী বলে গৃহী প্রতি।।
কেঁদনা কেঁদনা দোঁহে কর সম্বরণ।
ভক্তিতে স্মরিলে পাবে অবশ্য দর্শন ।।
মাইখুলুম পূজা প্রতি শ্রাবন মাসে।
সতত থাকিব আমি বাঁধা তব পাশে ।।
মাইলুংমা, পূজা কথা বলিলাম সার।
মর্ত্ত্যলোকে ঘরে ঘরে করহ প্রচার ।।

তুইবুক মা (নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী)।

প্রকৃতির অন্যরূপ তরল আকার।
দ্রবীভূত হয়ে বহে করুণার ধার ॥
মল বিদূরিয়া মাতা পবিত্র করিতে।
করুণা রূপিনী হয়ে আসে পৃথিবীতে ॥
স্বর্গ লোকে বহে ধারা মন্দাকিনী নাম।
মর্ত্তে লোকে গঙ্গা নামে বহে অবিরাম ॥
পাতালে তাহার ধারা নাম ভোগবতী।
ত্রিপুরার দেশে মাগো তুমি মা গোমতী ॥
জন্মিয়া পাহাড়ী কুলে ভূজঙ্গ বরিলে।
ছিন্ন খন্ড সর্প-স্বামী কোলেতে রাখিলে ॥
খুম্পূই বনেতে গিয়া করিলে বিলাপ।
অদ্যাপি গোমতী নামে হরে যত পাপ ॥
ডুম্বুর তোমার অঙ্কে তীর্থের প্রধান।
সর্ব্ব পাপ হরে তথা করিলে সিনান ॥
নমি মাগো দ্রবময়ী তোমার মহিমা।
জ্ঞানী গুণীগণে কভু দিতে নারে সীমা ॥
নমি মাত: সুরাসুরি ত্রিভূবন তারিণী।
তরল তরঙ্গ তব সর্ব্ব পাপ হারিণী ॥
অন্তিমে তোমার পদে যেই স্থান পায়।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে যায় ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে তুইবুকমা ভজিবে।
ওঝা সহ বিধিমতে পূজা আচরিবে।।
'খুম্‌তুরুং' 'তুইস্কক্' দিয়া করিবে বন্দন।
'আমারক্' 'আমারক্' বলি করি সম্বোধন।।
জলের উপরে পূজা গৃহ বিরচিয়া।
নৈবেদ্য ধূপ দীপ বন পুষ্প দিয়া।।
খঁই পিষ্টক দিয়া করি স্নান দান।
শৃঙ্গযুক্ত পাঁঠা এক দিবে বলিদান।।
শূকর, মোরগ, মহিষ আর কপোতর।
রক্ত বলি দিবে ওঝা তৈবুকমা গোচর।।
যেই নদী প্রবাহিত যত স্থান জুড়ি।
তত স্থানে সেই নদী হয় অধিষ্ঠাত্রী।।
তুইবুকমা ভজিলে শান্ত রহে নিজপুর।
হিংস্র ব্যাঘ্র উপদ্রব হয়ে যায় দূর।।
অতীব সহনশীলা তৈবুকমা প্রকৃতি।
যাহার প্রসাদে হয় নেতা, ধনপতি।।
তুইবুকমা পূজা নর করিবে সতত।
সুযশ ঐশ্বর্য্য বাড়ি দূরে যাবে কষ্ট।।

সাংগ্রংমা (বসুমতী)।

প্রকৃতির এক রূপ সাংগ্রংমা নামেতে।
অতীব সহনশীলা জীবের পালিতে ॥
মাতৃরূপে সর্ব্বমল করিয়া বহন।
সর্ব্বংসহা নামে করে সকল ধারণ ॥
মল মূত্র তার কোলে সদা ত্যাগ করি।
তার স্তন দুগ্ধ দিয়ে জীবন সঞ্চারী ॥
ধরণীরূপে বীজ করিয়া ধারণ।
প্রসব ধর্ম্মিনী মাত: করে উৎপাদন ॥
স্থাবর জঙ্গম আর সর্ব্ব প্রাণীচয়।
তাহার অঙ্কেতে সৃষ্টি তাহাতে বিনয় ॥
যথার্থ জগত মাতা জীবন দায়িনী।
প্রকৃতি সাংগ্রংমা রূপে মাতৃ স্বরূপিনী ॥
ডিম্বাকৃতি প্রৌঢ়াভাব ধরণী মাতার।
ডিম্ব দিয়া মাতৃ পূজা পালিবে আচার ॥
ভূমি উপরে এক ডালি সাজাইয়া।
দিক এক গড়িবেন একান্তে বসিয়া ॥
এক ডিম্ব সহ এক কুক্কুট বলি দিবে।
ওঝা পাল্লাই সহ বিধিতে পূজিবে ॥
জীবের আশ্রয় মাতা সকল আধার।
তাহার মহিমা হয় অনন্ত অপার ॥

সত্বারূপে সহনশীলা প্রধান প্রকৃতি।
প্রভাতে চরণস্পর্শী করিবে প্রণতি ॥

নক্‌ফাং জুক্‌ (প্রকৃতি)।

প্রকৃতির মায়া রূপ বুঝা অতি ভার।
যাহার প্রকাশ রূপ এ বিশ্ব সংসার ॥
সর্ব্ব বীজাধার মাতা পাত্র স্বরূপিণী।
শব্দ রস রূপ গন্ধ গ্রহণকারিণী ॥
মায়া বিজড়িত সদা বিষয়েতে লিপ্ত।
বীজ ধারনের তরে সদা হয় ব্যস্ত ॥
সদাই কারণময়ী কারণে দু:খিনী।
ব্যক্ত রূপে একত্বের বহুধা সৃজনী ॥
মাতা ভগ্নী কিংবা হয় পত্নী স্বরূপিণী।
নারী রূপা সদা মায়া সম্বন্ধ নাশিণী ॥
নানামতে, নানাভাবে, কল্পনা তাঁহার।
যে যেমন বুঝে হয়, তেমন তাঁহার ॥
ঐশ্বর্য্যদায়িনীরূপে লক্ষ্মী স্বরূপিণী।
জ্ঞান অধিষ্ঠাত্রী রূপে অজ্ঞান নাশিণী ॥
সুদক্ষ কলা বিদ্যা শিল্প অধিশ্বরী।
বাগ্দেবী নৃত্য গীতে স্বয়ং বিদ্যাধরী ॥

মায়াময় নর দেহ করিয়া ধারণ।
প্রকৃতি স্বরূপ কত করিব বর্ণণ ॥

কের পূজা

ইন্দ্রিয় সংযমে পূজা নাম হয় কের।
সংযত জীবন হয় কাম্য মানবের ॥
সংযত জীবন হয় ভোগ্য এ ধরাতে।
অসংযত মন সদা টানে পাপ পথে ॥
মনে 'কের' মুখে 'কের' 'কের' সর্ব্বকাজে।
সংযত থাকিয়া সদা সর্ব্বদেব ভজে ॥
সুকুন্দ্রায়, মুকুন্দ্রায় ভাই দুইজন।
কালেয়া, গড়েয়া দুই বিপদ ভঞ্জন ॥
বনিরক,থুনিরক বিঘ্ন বিনাশন।
বুড়াছা হাচুকমা দুই শত্রু বিতাড়ন ॥
জয়কালী, রক্ষাকালী তুইবুক্মা প্রকৃতি।
ইখিত্রা, বিখিত্রা দুই নরকুল পতি ॥
কাথারক নামে রহে দেহের ঠাকুর।
দেহীকে সতত রক্ষি দু:খ করে দূর ॥
সপ্ত পিশাচিনীগণে করিবে ভজন।
মহামুদ্রা নাগরী পূজা করিবে পালন ॥

পুরবাসী, দেশবাসী মঙ্গল কারণ।
ঐশ্বর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হেতু, রোগ নিবারণ ॥
গ্রামবাসী মিলি সবে, কের ভজে সদা।
সীমার বাহির জন প্রবেশিতে বাধা ॥
কের মানে যেইজন অন্যত্র না যাবে।
কের লগ্ন যতক্ষণ সংযত থাকিবে ॥
এইরূপে কের মানি ভজিবে যে জন।
রোগ, শোক দূরে যায় বহু বাড়ে ধন ॥
সুবৃষ্টি সুফলা হয়, সেই রাজ্যময়।
ব্যাঘ্র, সিংহ উপদ্রব হয় নিরাময় ॥
কায়মনে কের মানি পূজিবে সকল।
আশুফল লাভ হয় সর্বত্র মঙ্গল ॥
কেরপূজা মহা মুদ্রা যে করে পালন।
রোগ শোক দূরে যায় বিপদ মোচন ॥

ইতি পালনী, সৃষ্টি -রহস্য প্রকৃতি
খন্ড সমাপ্ত।

০০০
:::

ত্রিপুর সংহিতা

সংহারী

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

বুড়াছার বিবরণ

সুকুন্দ্রায় বলে শুন দাঙ্গায়ফা সুজন।
স্রষ্টা বিধানিল কিবা সংহার কারণ ॥
আদি অন্ত হীন হয় প্রভুর সৃজন।
চক্রাকারে স্রোত রূপে বহে জীব গণ ॥
অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত, ব্যক্ত অব্যক্ততে।
পুনঃ পুনঃ চক্রাকারে ঘুরিছে সেমতে ॥
জীবের পালন হেতু পুরুষ প্রকৃতি।
নিজ অংশে জল বায়ু তরে পাঠাইল ক্ষিতি ॥
চন্দ্র সূর্য্য জল বায়ু তাহার প্রকাশ।
সদাই মঙ্গলময় জীবের আশ্বাস ॥
এ সব করুণাসিক্ত জীবের সংহারী।
অব্যক্ততে করে লীন হয়ে জীব অরি ॥
জীবের পালন তরে প্রভু নিরঞ্জন।
ডান বক্ষে সুকুন্দ্রায় করিল সৃজন ॥

ত্রিপুর সংহিতা

সংহারী

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

বাম বক্ষে জন্ম নিল মুকুন্দ্রায় বীর।
বুড়াছা নিতম্ব হতে হইল বাহির ॥
জীবের সংহার তরে প্রভু নিরাকার।
নিজ অংশ হতে সৃজে বুড়াছা আকার ॥
পর্ব্বতে তাহার বাস ভীষণ আকার।
শুভ্র কেশ, শুভ্র গুম্ফ দেহ কদাকার ॥
মুখে দেহে সদা তার পুঁতিগন্ধময়।
ভূতগণ সদা তারে করেন আশ্রয় ॥
ভূত প্রেত শিশিমাংজি লয়ে সদা সঙ্গে।
শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমে খেলি নানারঙ্গে ॥
কাঁধেতে ঝুলন্ত ঝুলি হাতেতে মুদগর।
বজ্রাঘাতসম মারে পায় যদি নর ॥
সদাই পীড়নে মত্ত অতি মন্দ বুদ্ধি।
লৌহ মুষ্ঠাঘাত করে হয়ে উগ্র চন্ডী ॥
বনে বনে ভ্রমে সদা বন অধীশ্বর।
ভূত প্রেত সদা হয় তাহার কিঙ্কর ॥
অন্যায়ে নির্দ্দোষ জনে না করে প্রহার।
দোষ গুণ ন্যায়দন্ডে করে সে বিচার ॥
বনে যত পশু পাখী করে যে রক্ষণ।
সর্ব্বদা শিকারী জনে হয় রুষ্ট মন ॥
পশু পাখী কীট আদি দুর্ব্বল পাইয়া।
অকারণে খেলে যদি কৌতুহলী হৈয়া ॥

ইতর পতঙ্গ প্রতি হইয়া সদয়।
ব্যাঘ্র হৈয়া সেইজন বধিবে নিশ্চয় ॥
নদী, গিরি, বন যদি করে অত্যাচার।
বুড়াছা কৌশল ক্রমে করেন সংহার ॥
ন্যায়দন্ড ধরি মর্ত্ত্যে সংহার কারণ।
বনের রক্ষণ হেতু বুড়াছা জনম ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা বুড়াছারে বিস্তারিয়া কয়।
অন্যায় করিলে তোর হবে পরাজয় ॥
দোষীজনে দোষমতে কর দন্ড দান।
অন্যায়ে নির্দ্দোষ জনে না লইবে প্রাণ ॥
বুড়াছার অধিকারে নানা রোগ দিল।
রোগ সৃষ্টি করি নরে সংহার করিল ॥
উন্মত্ততা মাত্রিপীড়া ভীষণ চীৎকার।
জ্বর আদি নানা রোগ সব বুড়াছার ॥
আত্মহত্যা অপমৃত্যু জ্বরের বিকার।
এ সব রোগেতে সদা তার অধিকার ॥
মোমের বুড়াছা মুর্ত্তি গড়িয়া বনেতে।
কুকুর বলি দিয়া বুড়া পূজ বিধিমতে ॥
এত শুনি দাঙ্গায়ফা সুকুন্দ্রায়ে কয়।
অভক্ষ্য কুকুর কেন বলি বিধি হয় ॥
সুকুন্দ্রায় বলিল তবে শুন দিয়া মন।
দেব হয় সর্ব্বভুক সমতা দর্শন ॥

গাভী কুকুর নর, চন্ডাল ব্রাহ্মণ।
বিধাতা অংশেতে হয় সবার সৃজন ॥
একান্ত পবিত্র মনে দিয়া ভক্তিধন।
সপিলে সকল দ্রব্য সে করে গ্রহণ ॥
মন্ত্র পড়ি সুভীষণ করিয়া চীৎকার।
সরিষার পড়া ছিট বনে চারিধার ॥
বারে বারে পদাঘাতে ভূমি কাঁপাইয়া।
শারণ মন্ত্রেতে দাও শিশি তাড়াইঁয়া ॥
তারপর মহারোগ ছাড়িবে নিশ্চয়।
বিশ্বাস করিবে বাণী মিথ্যা কভু নয় ॥

তুইনি বুড়াছা বা নাইরাং।

সুকুন্দ্রায় বলে শুন দাঙ্গায়ফা সুজন।
ঈশ্বরের শক্তি অংশে সব দেবগণ ॥
বায়ুসম নিরাকার ব্যাপ্ত সর্ব্বময়।
অদৃশ্য শক্তিতে ব্যক্ত সর্ব্ব বিশ্বময় ॥
কল্যাণ রূপেতে করে জীবের রক্ষণ।
অকল্যাণ রূপে করে বিনাশ সাধন ॥
বুড়াছার কল্যাণ রূপ হয় শিবময়।
সত্য শিব সুন্দরম্ তাহার আশ্রয় ॥

অকল্যাণ রূপ ধরে অতি ভয়ংকর।
দুষ্টের অধিক দুই অতীব পামর।।
জলেতে বুড়াছা রূপ ভীষণ আকৃতি।
কৃষ্ণবর্ণ স্থূলাকার ভীষণ মূরতি।।
শিরহীন বক্ষ যেন কৃষ্ণ পিন্ডাকার।
বক্ষে সুভীষণ দন্ত রোমাঞ্চ ব্যাপার।।
তুইছেকাল , তুইমাতাই নামে কভু পরিচয়।
জলেতে সতত বাসে অনিষ্ট করয়।।
প্রভাতে মধ্যাহ্নে আর ভরা সন্ধ্যাকালে।
কুদৃষ্টি বর্ষণ করে নাইরাং থাকি জলে।।
কলসীতে প্রবেশিলে ভাঙ্গে অবহেলে।
জ্বর রোগ হয় যদি দেহে পরশিলে।।
ওঝা সহ পূজা ডালি করিয়া সাজন।
তাল বাদ্যে নাচি তারে করিবে পূজন।।
ইহাতে ছাড়িবে জ্বর বলে ওঝাজন।
না ভজিলে চলে যায় শমন ভবন।।
তুইছেকাল পরশে দেহে, হৈলে জ্বরোদয়।
বন পুস্পে পূজি তারে রোগ মুক্ত হয়।।
সপ্ত পুস্প প্রতি পুস্পে, সপ্তম প্রকার।
সপ্ত আসন দিয়া ঘাটে সপ্ত দীপ আর।।
একাসনে সপ্ত প্রকার পুস্প প্রদানিবে।
সপ্ত পুস্পে সপ্ত বার মন্ত্র উচ্চারিবে।।

"খ্ব খ্যুরে খ্ব তাঁইখ্যুং" জপ সপ্তবার।
পুস্প দিয়া সপ্তাসনে জপ এ প্রকার ॥
এক পুস্পে একবার মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সপ্ত প্রকার সপ্ত পুস্প সপ্তাসনে দিয়া ॥
পূজিলে আরোগ্য হয় রোগ যায় দূরে।
সন্ধ্যাকালে ওঝারায় পূজে এ প্রকারে ॥
দক্ষিণ বামেতে তিন, মধ্যে একাসন।
মধ্যম প্রধান জান নাইরাং আসন ॥

— কালাকতর —

বুড়াছার অন্য রূপ কালাকতর নাম।
পিশাচিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচে ধূমধাম ॥
মদ্য মাংস গাঁজা খায় হয়ে মদমত্ত ।
সপ্ত ডাইনী সনে কেলি করেন সতত ॥
ভূত প্রেত শিশিমাংজি চলে ঝাঁকে ঝাঁক।
হেলিয়া দুলিয়া নাচে করে ডাক হাঁক ॥
দিবস শর্ব্বরী ভ্রমে, নাচে ধিন ধিন।
শ্মশানে মশ্মানে ভ্রমে মনে দ্বিধাহীন ॥
যমদগা, রণদগা আর দারোখা রাওখাল।
মখাংকসম, 'লাম্প্রামাতাই' সপ্তম ছেকাল ॥
কালাকতর সঙ্গে রঙ্গে নাচে ধূমধাম।
কালের কালান্তক যম কালাকতর নাম ॥

বাবুই কালাক্ষি রাজা কভু নাম ধরে।
নিশীথে পূজিত হয় শিশুরোগ তরে॥
এসব প্রভুর সৃষ্টি সংহার কারণ।
শমন ভবনে নেয় কে করে বারণ॥
সতত ভ্রময়ে তারা করিতে সংহার।
তাধিয়া তাধিয়া নাচে ব্যাপিয়া আঁধার॥
ওঝার যুক্তিতে পূজা কর একে একে।
শমনে দমন কভু হয় না বিপক্ষে॥

— হাচুকমার বিবরণ —

হাচুকমা পৰ্ব্বত কন্যা বন অধিশ্বরী।
প্রকৃতি অংশেতে জন্ম বুড়াছার নারী॥
বিশ্ব স্রষ্টা সৃজি বিশ্ব রহিল ঘুমন্ত।
পৰ্ব্বতে পৰ্ব্বতে দেহ রহিলেন ব্যাপ্ত॥
অশরীরি রূপ স্রষ্টা ব্রহ্মান্ড নিস্পন্দ।
পৰ্ব্বতের বক্ষ চিরি হৈল মহাশব্দ॥
পলকে পলকে অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া।
উত্তপ্ত কৰ্দ্দম পড়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া॥
সৃষ্টিকৰ্ত্তা বক্ষ হতে পৰ্ব্বত চিরিয়া।
শক্তিরূপা হাচুকমা এল বাহিরিয়া॥
প্রসব ধৰ্ম্মিণী মাতঃ জগত পালিনী।
জলদ রূপেতে বর্ষে দিবস যামিনী॥

সর্ব্বত্র বিধৌত হৈল পৃথিবী শীতল।
হেথা হোথা এই বিশ্বে জনমিল জল ।।
জলবায়ু তেজ লভি প্রাণীর উদয়।
হাচুকমা শক্তিতে বিশ্বে হৈল প্রাণীময় ।।
বনে যত পশুকুল সতত ভ্রময়।
হাচুকমা করেন রক্ষা হইয়া সদয়।।
দুর্ব্বল ইতর প্রাণী যে করে পীড়ন।
হাচুকমা সে জনে সদা করেন নিধন ।।
বুড়াছা ঔরসে আর হাচুকমা উদরে।
জনমিল যমপীড়া অতি বল ধরে ।।
ভগবতী রূপে জন্ম হাচুকমা সুন্দরী।
পিশাচিনী সনে সদা ভ্রমে বিভাবরী ।।
শ্লোকতুই, স্লোকতুই, আদি সপ্ত পিশাচিনী।
হাচুকমার সহচরী দিবস যামিনী ।।
বিধির বিধানে নরে সংহার কারণ।
এই সপ্ত ডাইনী নরে করেন পীড়ন ।।
রক্ত পিপাসীনি সদা ভ্রমেন সতত।
নানারূপ রোগ সৃষ্টি করেন অব্যর্থ ।।
পেট ফুলা বমিভাব পেটে মাংস খন্ড।
সৃজিয়া মানবে সদা করে লন্ডভন্ড ।।
পালিত শূকর যদি কভু বনে যায়।
রক্ষণ করিয়া সদা হাচুকমা লুকায় ।।

হাচুকমারে ডিম্ব ভাঙ্গি করিলে পূজন।
শূকর ফিরিয়া আসে সত্যের বচন ॥
কভু বা শূকর পেটে লতাগুল্ম দিয়া।
বাঁধিয়া শূকরে খেলি দেয় যে ছাড়িয়া ॥
এ সব ঘটনা সদা প্রত্যক্ষ যে হয়।
জুম ঘরে বনে যদি বসতি করয় ॥
বিধির বিধান লীলা বুঝা অতি ভার।
সৃষ্টির রহস্য হয় মহিমা অপার ॥
ক্ষুদ্র জ্ঞানে নর শুধু করে অহংকার।
এক বিন্দু নাহি জ্ঞান সৃষ্টির ব্যাপার ॥

— মলিখামুং —

মলি দোষে কত শিশু অকালেতে মরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ রোগ কি করে ডাক্তারে ॥
প্রথম জীবনে যার প্রথম সন্তান।
মলি দোষে মরে যদি হয়ে মলিবান ॥
বারে বারে প্রসবিলে না বাঁচে কদাপি।
বর্ষে বর্ষে শতপুত্র প্রসবে যদ্যপি ॥
বনেতে বুড়াছা আর হাচুকমা প্রধান।
তাহারাই সদা করে মলি অধিষ্ঠান ॥
ওঝা সহ মন্ত্র পড়ি ডালি সাজাইয়া।
বিধিমতে পূজা দাও সন্তুষ্ট করিয়া ॥

লা নীল বর্ণ ধরে শিশুর শরীর।
মলির লক্ষণ ইহা জানিবে সুধীর ॥
সত্য সত্য মলি রোগে পূজিয়া সৃজন।
রহেন সন্তান কোলে প্রফুল্ল বদন ॥

দাঙ্গায়ফার পুত্রগণের পরাক্রম।

দাঙ্গায়ফার পুত্রগণ অতি বলমন্ত ॥
সুদীর্ঘ শরীর সবে তেজে অতি দৃপ্ত।
বাহুযুগ জিনি যেন লোহার শাবল ॥
লোহার কপাট যেন বড় বক্ষস্থল।
সুউন্নত, সুকোমল দীর্ঘ কেশভার ॥
মাংসপেশী সুগঠন যেন মহামার।
পীতবর্ণ তনু বহে অতি পরাক্রান্ত ॥
সুদর্শন সুনয়ন মুষ্টি অতি শক্ত।
বৃক্ষ বীচি হাতে পিষি তৈল বাহিরায়।
দীর্ঘ চুলে তৈল ঢালে সুকোমল প্রায় ॥
এই পাড়ে বৃক্ষ ধরে শির নোয়াইয়া।
অন্য পাড়ে, জড়ো করে দিত যে বাঁধিয়া ॥
খরতর বান বড় প্লাবিত তটিনী।
বৃক্ষ বাঁধা থাকে সদা চলিত বনানী ॥

সুকুন্দ্রায়,করি প্রায়, শক্তি করে দান।
ধনুবিদ্যা, মল্লবিদ্যা শিখিল জোয়ান ॥
বাহু শক্ত, শরভ্রষ্ট না হয় কখন।
যারে মারে, সেই মরে অব্যর্থ ভেদন ॥
হস্তী শিশু,ধরি পিছু আনে নিজালয়।
দেব বরে, দিনান্তরে নাহি জানে ভয় ॥
যত ভাই, একতাই সবার প্রধান।
সিংহ জিনি, শন্‌শনি্ মারিলেক বান ॥
অগনন, প্রাণীগণ করিল নিধন।
পশুকুল, নিরমুল, শিকার কারণ ॥

— ০ —

দাঙ্গায়ফার পুত্রগণের সংহারক মুর্ত্তি দর্শনলাভ।

সর্ব্বজীবে দয়াবন্ত প্রভু ভগবান।
জীবকুল রক্ষাতরে মনে করে ধ্যান ॥
বুড়াছা হাচুকমা রাণী ডাক দিয়া কয়।
বন্য প্রাণীগণে রক্ষা কর মহাশয় ॥
ভাইগণ অতিশয় আশীষ লভিয়া।
পশু নিপীড়ন করে সবংশে নাশিয়া ॥
ভীষণ মুরতি ধরি সংহার কারণ।
বুড়াছা যম পীড়া নরে করহ দমন ॥

পিতা পুত্র থাক দোঁহে শাসকের প্রায়।
হাচুকমা প্রকৃতি রূপা থাকিবে সহায় ॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে তারা তিনজন।
শূন্য মার্গে চলি এল এ মর ভূবন ॥
শূন্য পথে তিনজন উড়িতে উড়িতে।
সহায়ক অপদেব সৃজে নিমিষেতে ॥
শিশিমাংজি ভূত প্রেত ভীষণ আকৃতি।
কিংকর কাজের তরে সৃজে মহামতি ॥
*তৈউঙ্গ নদীর কুলে হৈল উপনীত।
গভীর বনানী অঙ্কে রহিলেন গুপ্ত ॥
তারপর সেই বনে যত ভ্রাতৃগণ।
ধীরে ধীরে উপনীত মৃগয়া কারণ ॥
হাতে ধনুশরঃ ধরি নির্ভয় হৃদয়।
একে একে মৃগ মারি স্কন্ধে তুলি লয় ॥
বুড়াছা দিলেন দেখা মৃগ শিশু বেশে।
সুকোমল তনু নাড়ি দাঁড়াইল পাশে ॥
অতীব সুন্দর মৃগ হেরিয়া নয়নে।
অব্যর্থ সন্ধান পুরে যত ভ্রাতৃগণে ॥
না মারিল সেই মৃগ করে লম্ফঝম্ফ।
এক স্থানে বহু মৃগ মিলি দেয় লম্ফ ॥

*তৈউঙ্গ — ব্রহ্মপুত্র নদী

পূর্নবার মৃগ ঝাঁকে হানে অগ্নিবান।
মৃগস্থানে ধুম্র উড়ে অগ্নি লেলিহান।।
সে অগ্নি গগন ভেদী জ্বলিয়া উঠিল।
মহাশব্দে অগ্নি হৈতে দৈত্য বাহিরিল।।
প্রকান্ড শরীর তার ভীষণ মুরতি।
শুভ্রবর্ণ তনু আর রোমশ আকৃতি।।
শুভ্র কেশ শুভ্র গুম্ফ ভীষণ আকার।
শরীর রোমাঞ্চ হয় দেখি কদাকার।।
পদ পৃথিমাঝে তার শরীর আকাশে।
চুলে ধরি ছত্রিশ ভাইয়ে একত্রে আকর্ষে।।
বজ্রমুষ্টি দিয়া সবে করিল প্রহার।
ভূমে ফেলি পদাঘাত করে বার বার।।
পর্ব্বত প্রমাণ ভার সেই পদাঘাত।
বলিষ্ঠ না হলে হত দেহ চূর্ণপাত।।
একে একে ছত্রিশ ভাই মৃতপ্রায় হৈল।
বুড়াছার হাতে পড়ি ভয় সঞ্চারিল।।
পূর্ব্বে কভু নাহি জানে ভয় কিবা হয়।
সতত ভ্রমিত বনে নির্ভয় হৃদয়।।
তারপর ছত্রিশ ভাই এ বলিল বচন।
বুড়াছা আমার নাম শুন সর্ব্বজন।।
পর্ব্বত গুহায় যেথা বাদুর বিরাজে।
ভূগর্ভের জলধারা আর গর্ত্ত মাঝে।।

যে শিকড় স্রোতস্বিনী এপার ওপার।
শুস্ক জলপ্রপাত আর বৃক্ষের কোঠর ॥
ব্যাঘ্র সিংহ যেই স্থানে পশু বধ করে।
অথবা যে প্রাণী মরে পুস্করযুক্ত বারে ॥
সে সব দুষিত স্থানে সদা করি বাস।
আমার কবলে বাধা সদা জুম চাষ ॥
সেই স্থানে কেহ যদি করে বসবাস।
তাহার মস্তক পিষি করি যে বিনাশ ॥
সরীসৃপ কীট আদি দুর্ব্বল পাইয়া।
বিনা কাজে খেলে যেই কৌতুক হইয়া ॥
বানর শাবক যদি বস্ত্র পরাইয়া।
নর্ত্তন করায় যদি কৌতুকে ধরিয়া ॥
কোন অসহায় প্রাণী যে করে পীড়ন।
ব্যাঘ্র বেশে বধি তারে করি যে চর্ব্বন ॥
দেবের আশীষ পেয়ে হয়ে বলবন্ত।
অসহায় জীবে তোরা দিলে অতি কষ্ট ॥
সেহেতু সবারে আমি করিনু শাসন।
পুনরায় জীব হত্যা না হয় অকারণ ॥
সমগ্র পর্ব্বত জুড়ি আমার আশ্রয়।
শুন এবে তোরা সবে কেমনে নির্ভয় ॥
আমি সেই গিরি বনে করি অধিবাস।
যদ্যপি করিতে চাও তথা জুমচাষ ॥

ওঝাই নির্দ্দেশ মতে ঔষধ পুঁতিবে।
তাহার বিধান মতে আমারে পূজিবে ।।
শারণ মারণ মন্ত্রে পেয়ে অঙ্গীকার।
ক্ষমিয়া সতত থাকি অরণ্য মাঝার ।।
তারপর ভ্রাতৃগণ গেল নিজালয়।
ভীষণ প্রহার পেয়ে দু:খিত হৃদয় ।।
সবে মিলি সকরুণে পিতৃদেবে কয়।
অঘটন হৈল বনে বিপদ উদয় ।।
বুড়াছা নামেতে পিতা ভীষণ আকার।
শুভ্র কেশ শুভ্র গুম্ফ অতি কদাকার ।।
মৃগশিশু বেশ হতে দৈত্য রূপ ধরে।
আমা সবাকার শিরে বজ্রমুষ্টি মারে ।।
পুত্রগণ দু:খে হৈল দাঙ্গায়ফা আকুল।
সুকুন্দ্রায় গুরুপদে স্মরিল বহুল ।।
নিমিষে সুকুন্দ্রায় আসি দিল দরশন।
পুত্রগণ দু:খ পিতা করিল বর্ণন ।।
সুকুন্দ্রায় বলে ন্যায়ে করিল শাসন।
পুত্রগণ কেন বধে জীব অকারণ ।।
সকল জীবের জীব নিজের যেমন।
জীব কুলে দু:খ কেন দিবে অকারণ ।।
জীবের রক্ষণ হেতু বন অধীশ্বর।
বুড়াছা বিরাজে বনে লইয়া কিংকর ।।

ত্রিপুর সংহিতা
সংহারী
সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

প্রকৃতির অংশে জন্ম হাচুক্মা সুন্দরী।
বুড়াছার অর্দ্ধাঙ্গীনি বন অধিশ্বরী ॥
বুড়াছা ঔরসে আর হাচুক্মা জঠরে।
যমপীড়া নামে পুত্র অতি বল ধরে ॥
জীবের পালন আর সংহার কারণ।
সৃষ্টিকর্তা এই তিনে করিল সৃজন ॥
এক শুনি দাঙ্গায়ফা বলে আরবার।
সদয়ে পালিয়া মারে এ কোন বিচার ॥
সুকুন্দ্রায় বলে বাছা করহ শ্রবণ।
জীবনের মৃত্যু হয় অতি প্রয়োজন ॥
চিরদিন এই দেহে থাকা না সম্ভবে।
ক্রমে ক্রমে মরদেহ রূপান্তর হবে ॥
ভুমিষ্ঠ হইলে দেহ অতি ক্ষুদ্রকায়।
ক্রমে ক্রমে বাড়ি দেহ বাল্যাবস্থা পায় ॥
তারপরে সেই দেহে যৌবন উদয়।
যৌবনে দেহীর দেহ অতি সুখময় ॥
কালক্রমে সেই দেহে প্রৌঢ়ত্ব আসিবে।
বার্দ্ধক্যে দুর্ব্বল দেহে ব্যাধি পরশিবে ॥
শুভ্র কেশ লোল চর্ম্ম কুৎসিত আকার।
মুখে দন্তহীন স্বল্প আহার বিহার ॥
অতএব সচেতনে দেহ রূপান্তর।
নানাকালে নানামতে হয় কলেবর ॥

মৃত্যুতে মৃত্যু নহে দেহ রূপান্তর।
আপন প্রবৃত্তি বশে পায় দেহান্তর ॥
জীর্ণ বস্ত্র ত্যাজি যেন নব বস্ত্র পরে।
মৃত্যু হয়ে আত্মা পুনঃ নব দেহ ধরে ॥
সৃষ্টির রহস্য জান সদা চক্রাকার।
চক্র নিয়ন্ত্রনকারী স্রষ্টা নিরাকার ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঘুরে চক্রাকার।
ঋতুগতে সেই ঋতু আসে বার বার ॥
এরূপে মানব আত্মা নিজ কর্ম্ম ফেরে।
আপন প্রবৃত্তি বশে ঘুরে চক্রাকারে ॥
আপন কর্ম্মের ফলে আত্মার ভ্রমণ।
আত্মার ভ্রমণ তরে মৃত্যু প্রয়োজন ॥
যেইহেতু জীবে পালি প্রভু নিরঞ্জন।
সংহারক হয়ে সদা করেন নিধন ॥

দুগ্রুংফার উপাখ্যান

দাঙ্গায়ফার প্রতি, শুনি সুকুন্দ্রায় বচন।
দুগ্রুংফা সুকুন্দ্রায় প্রতি সবিনয়ে কন ॥
দুগ্রুংফা দাঙ্গায়ফা পুত্র জানে সর্ব্বজন।
তেজ দৃপ্ত উগ্রবীর্য্য তাহার বদন ॥
ভীম সম পরাক্রম মুষ্টি অতি শক্ত।
হস্তী শিশু কর্ণে ধরি ঘুরায় সতত ॥

দুগ্রুংফা বলিল প্রভু শুন দিয়া মন।
তববাক্য যুক্তিপূর্ণ না হয় খন্ডন ।।
আত্মার ভ্রমণ তরে প্রভু নিরঞ্জন।
বুড়াছা হাচুক্মা বাণী করিল সৃজন ।।
তুলাদন্ডে যদি করে বিশ্বের বিচার।
বুড়াছা নির্দ্দোষে কেন করে অত্যাচার ।।
শুন প্রভু মোর বাক্য মিথ্যা কভু নয়।
বুড়াছা নির্দ্দোষ জনে সতত পীড়য় ।।
হাতেতে মুদগর তার স্কন্ধে দুই ঝুলি।
শিশু বৃদ্ধ মারি কাঁধে পুরাইল থলি ।।
একঝুলি নদী ঘাটে দিয়া সে ঝাঁকারী।
মহামারী সৃজে গ্রামে হয়ে জীব অরি ।।
ভীষণ মুরতি তার ভীষণ দর্শন।
বাল্য বৃদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায় দরশন ।।
কাঁইস্কক্পুরেতে আছে যত পুরজন।
সবারে সঞ্চারে ভয় দিয়া দরশন ।।
পুরনারী তার ভয় নাহি বাহিরায়।
গর্ভবতী গর্ভপাত শিশু বধিশয় ।।
গৃহকর্ম্ম জুমকর্ম্ম করা না সম্ভবে।
কিভাবে জীবন ধরি নির্দ্দোষ থাকিবে ।।
আয়ু যার অন্ত প্রায় সে হয় শিকার।
আয়ুস্মান কেন পায় মিথ্যা অত্যাচার ।।

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

এত শুনি সুকুন্দ্রায় বলে পুনরায়।
সৃষ্টিকর্ত্তা দুষ্টরক্তে সৃষ্ট বুড়াছার ॥
স্রষ্টার নিতম্বদেশে তাহার জনম।
অধম অঙ্গেতে জন্ম অতি ক্রুরতম ॥
সৃজিয়া তাহারে স্রষ্টা চিন্তাযুক্ত মন।
মন্ত্রৌষধি দিল তারে করিতে দমন ॥
এত শুনি দুগ্রুংফা সবিনয়ে কয়।
সেই মন্ত্র কৃপা করি বল মহাশয় ॥
কি ঔষধ কি বিধানে বুড়াছা জিনিব।
কোন্ শক্তি বলে মোরা শান্তিতে রহিব ॥
সুকুন্দ্রায় বলে শুন মোর বিদ্যমান।
সরিষার পড়া দিলে পাবে পরিত্রাণ ॥
'য়াচামেং' 'বেস্কে' আদি বয়ন সাজন।
রবে না নকসিং তারা করিবে বারণ ॥
মন্ত্র পড়ি নিজ অঙ্গ করিবে বন্ধন।
মন্ত্রজালে ব্যূহকারে করিবে ক্ষেপণ ॥
মন্ত্র জপি তিন ডাক দিলে সুভীষণ।
বুড়াছা কৌশল জালে হইবে বন্ধন ॥
তারপরে আজ্ঞা বিনা সঙ্গ না ছাড়িবে।
দাসবৎ সাথে থাকি হুকুম পালিবে ॥
যে কার্য্য মনুষ্য নারে করিতে সাধন।
অলৌকিক কার্য্য সেই করে সমাপন ॥

মহীরোহ বৃক্ষকুল দিবে উপারিয়া।
খরস্রোতা মহানদী দিবে সে বাঁধিয়া॥
বৃহত্তম ছড়া মাঝে 'বাড়াই' পাতিবে।
বৃহত্তম বৃক্ষ কান্ড গৃহেতে আনিবে॥
গবাদি পশুগণ দিয়া তারে ভার।
গৃহে শুয়ে কার্য্য সিদ্ধি আনন্দ অপার॥
দুগ্রুংফা এ মন্ত্র তুমি শিখ বিদ্যমানে।
বুড়াছা অবশ্য হবে পরাজিত রণে॥
এতশুনি দুগ্রুংফা প্রণাম করিয়া।
শিখিল বুড়াছা মন্ত্র সানন্দ হইয়া॥
তারপর দুগ্রুংফা জুমে যায় নিতি।
একাকী জুমের ঘরে কাটাইতে রাতি॥
জুমের নিকটে হয় বুড়াছার বাস।
দুগ্রুংফার ভয় হেতু আসে তার পাশ॥
পর্ব্বত প্রমাণ ভারে ভূমি কাঁপাইল।
অতি শব্দে দুগ্রুংফার নিদ্রা ভঙ্গ হৈল॥
দুগ্রুংফা জাগিয়া মন্ত্র করে উচ্চারণ।
তারপরে বুড়াছারে করিল বন্ধান॥
বন্দী হয়ে বুড়াছা করিল চিৎকার।
যমপীড়া তাহা দেখি আসিল এবার॥
কৃষ্ণবর্ণ কদাকার রোমশ আকৃতি।
অগ্নিহেন রক্তচক্ষু বিকট মুরতি॥

দুগ্রুংফার চুলে ধরি দাঁড়াইল পাশে।
দুই বীরে যুদ্ধে হৈল উন্মুক্ত বাতাসে ॥
দুই মত্ত হস্তী যেন করে মহারণ।
ভীষণ আঘাতে রণ কে করে বারণ ॥
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন হয় ঠুকাঠুকি।
বক্ষে বক্ষে শিরে শিরে হয় ঠুকাঠুকি ॥
একজন ধরি অন্যে ফেলে বহু দূরে।
নিমেষে উড়িয়া আসে শত্রু বধিবারে ॥
মহীরোহ শালবৃক্ষ হাতেতে ধরিয়া।
দুইজনে মারামারি পর্ব্বত ভেদিয়া ॥
পাহাড় পর্ব্বত নদী হৈল একাকার।
বৃক্ষকান্ড পৃষ্ট হয়ে উড়ে চারিধার ॥
শতেক যোজন ব্যাপী হৈল মহারণ।
পশু পাখী জীব আদি মরে অগণণ ॥
মড়্মড়্ দুর্দুর্ হয় মহাশব্দ।
ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠে শরীর প্রকান্ড ॥
হাতে হাত শিরে শির বক্ষে বক্ষে হানে।
হাচুক্মা শুনিয়া কাঁদি আসে সেই রণে ॥
দুগ্রুংফা যমপীড়া ধরি ভূমিতে ফেলিল।
হাঁটুগাড়ি বক্ষোপরি উঠিয়া বসিল ॥
গলে টিপি মারিবারে করে আয়োজন।
হাচুক্মা কাতর বাক্যে করে নিবেদন ॥

শুন বাছা এইবার ক্ষম অপরাধ।
পুর্নবার পূর মাঝে না হবে প্রমাদ ॥
তুমি বাপু নর শ্রেষ্ঠ বিক্রম বিশাল।
যমপীড়া কালের হৈলে তুমি মহাকাল ॥
প্রাণদান কর এবে হইয়া সুহৃদ।
দাসবৎ আজ্ঞা পালি রাখিবে পিরীত ॥
প্রয়োজনবোধে তুমি করিলে স্মরণ।
পিতা পুত্র উভয়েতে ফিরে দরশন ॥
তারপর কার্য্য সাধি আজ্ঞা অনুসার।
বুড়াছা যমপীড়া দুই পাইবে নিস্তার ॥
তিনবার অঙ্গীকার করে সেই মতে।
পিতাপুত্রে ক্ষমিলেন অঙ্গীকার মতে ॥
রজনী প্রভাত হৈল তারকা নিভিল।
মৃদুমন্দ সমীরণ জুমে প্রবাহিল ॥
যোদ্ধা দুই বীর লয়ে ক্লান্ত কলেবর।
নিদ্রা মগ্ন হইলেন যেথা যার ঘর ॥
বুড়াছা বিজিত হয়ে দু:খিত অন্তর।
বন্য মোরগ রূপে শস্য নাশিল বিস্তর ॥
দিবাশেষে দুগ্‌রুংফা সজাগ হইয়া।
শস্য নষ্ট হইল জুমে দেখিল ভ্রমিয়া ॥
মন্ত্র পড়ি বন্দী করিল কুক্কুটের দল।
স্তুপে স্তুপে বন্দী রাখে কুক্কুট সকল ॥

বৃক্ষকান্ড হাতে ধরি আঘাত হানিয়া।
একে একে যত সব মারিল ফেলিয়া॥
দুগ্রুংফা কুক্কুট মাংস খাইল রাঁধিয়া।
দন্ত ফাঁকে এক খন্ড রহিল লাগিয়া॥
দন্ত ফাঁকে মাংস খন্ড পঁচিয়া গলিয়া।
পুঁজযুক্ত ক্ষত মুখে ব্যথিত হইয়া॥
দুগ্রুংফা বিঁধিয়া ক্ষত মাংস খন্ড ফেলে।
পঁচা মাংস পাখা মেলি আকাশেতে চলে॥
ককেরে কোক্ ককের কোক্ ডাকে তিনবার।
"দুগ্রুংফা করিতে পারে কিবা বুড়াছার॥
এই উক্তি শুনি হৈল অতি রোষান্বিত।
বুড়াছা ধরিতে চলে হইয়া ত্বরিত॥
কুক্কুটরূপী বুড়াছা যতই পলায়।
দুগ্রংফা পবন বেগে পাছু পাছু ধায়॥
মন্ত্রজাল ছড়াইয়া জপে অবিরাম।
বুড়াছা ছাড়িয়া গন্ডী উড়ে অবিরাম॥
দিবাশেষে অরণ্যেতে হৈল অন্ধকার।
দুগ্রংফা শুইয়া রহে অরণ্য মাঝার॥
বুড়াছা আসিল তথা করিতে নিধন।
যমপীড়া চলিল গ্রামে দুগ্রুংফা ভবন॥
লোহার মুদগর ধরি হয়ে উগ্রচন্ডী।
দুগ্রংফা আলয় জনে করিলেন বন্দী॥

লৌহের পিঞ্জর মাঝে একত্রে পুরিয়া।
আপন আলয়ে আনে রাগান্বিত হৈয়া ॥
দুগ্রংফা যখন ছিল ঘুমে অচেতন।
বুড়াছা মুদগর হাতে আসিল তখন ॥
দুগ্রাংফা চকিতে তারে দেখিল যখন।
দুই যোদ্ধা ধরাধরি হইল তখন ॥
দুইজনে জড়াজড়ি হৈল একাকার।
দৃঢ়মুষ্টি একে অন্যে করিল প্রহার ॥
পর্ব্বত শিখর হতে সৈকতে পড়িল।
দুই বীরে প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হইল ॥
দুইজনে সুভীষণ যুঝে অনিবার।
এখন কাহারে কেবা করিবে সংহার ॥
বৃক্ষশাখা মড়মড়ি ভাঙ্গি অবিরাম।
দুইবীর অবিরাম করিল সংগ্রাম ॥
পর্ব্বত প্রস্তর খন্ড হৈল চুর্ণপাত।
মহাশব্দে বক্ষমাঝে করে পদাঘাত ॥
দুরূদূরূ ধমাধম্ বুদুম্ বুম্‌বাম্।
ধূমধাম শব্দ উঠে বনে অবিরাম ॥
বনে যত পশুকুল ভয়ে পলাইল।
হস্তী শিশু ব্যাঘ্রশিশু আঘাতে মরিল ॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া হয় সরোবর প্রায়।
পদাঘাতে ধুম্রবর্ণ ধূলা উড়ে তায় ॥

মন্ত্র পড়ি বুড়াছারে আঘাত হানিয়া।
মৃত প্রায় করি বুকে রহিল বসিয়া॥
নিশাশেষে বুড়াছারে বক্ষে তুলি লয়।
বুড়াছা লইয়া পথে চলিল আলয়॥
বুড়াছারে নিজ গৃহে করিয়া বন্ধন।
পুত্র কন্যা কোথা গেল জানিল কারণ॥
দুগ্রুংফা বলিল শুন বুড়াছা পামর।
তব পুত্র, ভার্য্যা পুত্র নিল তার ঘর॥
যমপীড়ারে শীঘ্র ডাকি বলহ এখন।
একান্ত বাঁচিতে চাহ এ মর্ত্ত্য ভূবন॥
মম ভার্য্যা পুত্র কন্যা আনিয়া ত্বরিতে।
মুহূর্ত্তে আসুক ঘরে জীবন থাকিতে॥
বুড়াছা আকাশ মার্গে আদেশ করিল।
যমপীড়া সকল জনে লইয়া আসিল॥
মন্ত্র জপি সুভীষণ দিয়া মন্ত্রজাল।
পিতা পুত্রে বন্দী কৈল হইয়া তাতাল॥
এইবার পিতা পুত্রে হৈলে পরাজয়।
পূর্ব্ব অঙ্গীকার কিবা স্মর মহাশয়॥
এইবার পিতা পুত্র বল বিদ্যমানে।
কি শাস্তি লভিলে হবে যোগ্য দুইজনে॥
এত শুনি পিতা পুত্র দু:খিত হৃদয়।
সত্য সত্য এইবার ক্ষম মহাশয়॥

চন্দ্র সূর্য্য যতদিন থাকিবে ধরাতে।
'দুগ্রুংফা শুনিলে নাম যাইব ত্বরিতে।।
মানব হইয়া শক্তি করিলে অর্জন।
যে শক্তি লভিয়া দেবে জিনিলে এখন।।
দেবের অধিক দেব মানব প্রধান।
সেবক হইয়া রব মোরা তব স্থান।।
বুড়াছা গলিত মাংস তব দন্ত ফাঁকে।
তথাপি করিয়া রণ পড়িনু বিপাকে।।
দুগ্রুংফা উচ্চারি নাম করিলে চীৎকার।
চীৎকার গম্ভীর মাঝে না রহিব আর।।
অপরাধ ক্ষমা কর সৃষ্টির কারণ।
প্রভুর আদেশে দুষ্ট মোরা দুইজন।।
চরাচর জীব কুল করিতে সংহার।
প্রভুর আদেশে মোর ভ্রমি চারিধার।।
অবশ্য তোমার শক্তি না জানিয়া মনে।
আচরিনু যাহা কিছু ক্ষম শান্ত মনে।।
এইরূপে তুষ্ট বাক্য শুনিয়া সকানে।
দুগ্রুংফা ক্ষমিল সেই দুই দুইজনে।।
পিতা পুত্রে শতবার করি অঙ্গীকার।
নাসিকা ছোঁয়ায়ে ভূমে বলে বার বার।।
তুমি বন্ধু তুমি ভাই তুমিই সুজন।
তোমার দাসত্ব মোরা করিনু বরণ।।
দুগ্রুংফা এসব শুনি, বন্ধন খুলিল।
তিনজনে বুড়াছার আলয় চলিল।।

- বুড়াছার আলয় বর্ণন -

পিতা-পুত্রে উভয়েতে হইয়া মোচন।
উভয়ে হইল তবে আনন্দিত মন ॥
বুড়াছা বলিল বন্ধু দুগ্রুংফা সুজন।
শান্ত মনে মমালয়ে চলহ এখন॥
মম স্কন্ধে আরোহিয়া মুদি দুই আঁখি।
মমালয়ে যাব লয়ে যাহা পথ বাকী ॥
এতশুনি দুগ্রুংফা স্কন্ধেতে চড়িল।
পুরাপুরি দুই আঁখি সেই না মুদিল ॥
বুড়াছা অন্তরে জানি বলিল বচন।
আঁখি না মুদলে মোরা না যাব ভবন ॥
তারপরে দুই আঁখি যখনি মুদিল।
নিমেষে বুড়াছা ঘরে উপনীত হৈল ॥
পর্ব্বত কোঠরে গৃহ প্রস্তরে নির্মিত।
সুউচ্চ পর্ব্বতোপরি হয় বিরাজিত ॥
গিরিগাত্রে বক্র হয়ে সরু পথ চলে।
পথের দুধারে পুস্পে অলি দলে দলে ॥
মৃদুমন্দ সমীরণ পুস্প ঘ্রাণ বয়।
সবুজ শৈবাল ঢাকা রহে ভূমিময় ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী ফুলে করয়ে গুঞ্জন।
মধুচক্র ডালে ডালে দোলে সুশোভন ॥

নানা পর্ণ নানা বর্ণ বিহঙ্গের দল।
মধুর নিনাদে সদা করে কল কল ॥
বার মাস সেইস্থানে বসন্ত বিরাজে।
নানা বর্ণ পুস্পবৃক্ষ শোভে নবসাজে ॥
বিশাল প্রস্তর স্তম্ভ শোভে সারি সারি।
প্রস্তর কপাটময় হাজার দুয়ারী ॥
গগন চুম্বিত চূড়া শিলা অট্টালিকা।
সুসাজে সজ্জিত কক্ষ সারি সারি সেথা ॥
আসন ভূষণ যত প্রস্তর খচিত।
লাল নীল নানাবর্ণ প্রস্তর মন্ডিত ॥
প্রস্তরে প্রস্তরময় প্রস্তর সজ্জিত।
নিশাভাগে দিবা সম আলোকে ভুষিত ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগনন বাদুর ঝুলন্ত।
বরাহ্ কুকুর ছাগ পক্ষী শত শত ॥
সুবৃহৎ কক্ষ এক গৃহ্ মধ্যস্থল।
তার মাঝে স্রোতস্বিনী বহে কল কল ॥
ত্রিতল যোজিত রম্য প্রস্তর ভবন।
উর্দ্ধতলে হাচুকমারে পাবে দরশন ॥
উজ্জ্বল বেগুণী বর্ণ 'রিগ্নাই' পরিধান।
শুভ্র বর্ণ 'রিকাতু' খন্ড পরিমাণ ॥
হাতে 'তার' পায়ে 'বেড়ি' গলে চন্দ্রহার।
কর্ণেতে 'ওয়াখুম তয়া' দুলে বার বার ॥

ত্রিপুর সংহিত।
সংহারী
সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

খয়ের গুবাক খায় ওষ্ঠ রক্তবর্ণ।
দন্ত পংক্তি সারি সারি শোভে শুভ্রবর্ণ ॥
দোলনার দুই দড়ি একত্রে ধরিয়া।
সন্তান দোলায় মাতা গাহিয়া গাহিয়া ॥
ত্রিতলের মধ্যতল বুড়াছার ঘর।
মাংসে মাংসে স্তুপাকার সে কক্ষ সকল ॥
নর মৃতদেহে পূর্ণ সেই তল কক্ষে।
আগন্তুক সেই সব নাহি দেখে চক্ষে ॥
দিবাশেষে ক্লান্ত দেহে বুড়াছা ফিরিয়া।
প্রস্তর আসনে বসে গাত্র এলাইয়া ॥
হাচুকমা নামিয়া আসি পাদ অর্ঘ্য দিয়া।
সুগন্ধি চিক্কণ অন্ন থালেতে পুরিয়া ॥
দুই গোটা সিদ্ধ পশু আনে সন্নিধান।
সিদ্ধ নরদেহ এক পাত্রেতে শয়ান ॥
অস্থি মাংস চর্ব্বনেতে করে ঠুস্‌ঠাস্।
পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন মুখে লয় গ্রাস ॥
আহারান্তে একমণ করে জলপান।
বৃহত্তম কক্ষ মাঝে করেন শয়ান ॥
সর্ব্বনিম্ন তল হয় যমপীড়ার বাস।
সেই তল সর্পময় করে ফোঁস ফাঁস ॥
সুদীর্ঘ অলিন্দ 'পরি যমপীড়া সতত।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া রহে প্রহরায় রত ॥

নিম্নতল স্পর্শী রহে বিশাল প্রাঙ্গন।
নানাবিধ ফুল ফলে রহে সুশোভন ॥
একে একে সর্ব্ব কক্ষে দুগ্রুংফা ভ্রমিল।
বৃহত্ত ম কক্ষ মাঝে আসনে বসিল ॥
বুড়াছা যমপীড়া দুই প্রস্তর আসনে।
পিতা পুত্রে বসিলেন অতিথির সনে ॥
হাচুক্মা আসিয়া কাছে পাদ অর্ঘ্য দিল।
মধুর বচনে সবে সন্তুষ্ট করিল ॥
একে একে পাত্র ভরি সুগন্ধ রন্ধনে।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিল অতিথি ভোজনে ॥
বুড়াছার পাত্রে দিল গোটা দুই ছাগ।
যমপীড়া লইল মাংস এক গোটা মৃগ ॥
দুগ্রুংফারে খেতে দিল বরাহ শূকর।
আহারে শয়নে তারে ভুষিল বিস্তর ॥
তারপরে নিশাশেষে দেখে বিদ্যমান।
বুড়াছার গৃহ নাই প্রস্তরে শয়ান ॥
মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করি তাহারে তুষিল।
প্রভাতে আপন গৃহে দুগ্রুংফা চলিল ॥
পথের সন্ধান নাহি জানিয়া মনেতে।
আরোহিল আরবার বুড়াছার কাঁধেতে ॥
তারপর চক্ষু মুদি আপন আলয়ে।
দুগ্রুংফা চলিয়া এল আনন্দিত হয়ে ॥

দুগ্রুংফা জয়ের কথা অতীব মধুর।
যেই শুনে সেই পায় আনন্দ প্রচুর ॥
গুরুজন পদ স্মরি অলিন্দ্র রচিল।
দুগ্রুংফা জয়ের কথা এবে শেষ হৈল ॥

বুড়াছাকে দুগ্রুংফার গৃহকার্যে নিযুক্তি কথন ও দুগ্রুংফার মৃত্যু।

দুগ্রুংফা গৃহকার্য্যে হইল তৎপর।
সারাদিন গৃহকার্য্যে নাহি অবসর ॥
জুম কার্য্য, শিল্প কার্য্য আলয় নির্মাণ।
চরকা চরকী কার্য্য, গবাদী চড়ান ॥
ভার্য্যা পুত্র লয়ে সুখে করে গৃহে বাস।
সুদক্ষ আপন কার্য্যে করে জুম চাষ ॥
অতিথি অচিনা জনে তুষয়ে যতনে।
মদ্য মাংস অন্ন দিয়া তোষে জনে জনে ॥
দুগ্রুংফার পুত্র কন্যা রহে শিশুগণ।
একা দুই কার্য্য কভু না হয় সাধন ॥
কর্ম্ম ক্লান্ত দেহ লয়ে ফিরে নিজালয়।
সুকুন্দ্রায় পদ স্মরি সবিনয়ে কয় ॥

সর্ব্ব সংসারের ভার আমাতে অর্পিত।
বল গুরু কিসে হবে উপায় বিহিত ॥
এ কার্য্য করিলে রহে অন্য কার্য্য পড়ি।
গবাদী পশু নেয় অন্য লোকে ধরি ॥
সুকুন্দ্রায় বলে বাছা দিনু মন্ত্রবল।
বুড়াছা প্রধান কর্ম্মী করিবে সকল ॥
মন্ত্রজপি বুড়াছারে হাজির করিবে।
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি দিয়ে কার্য্য দেখাইবে ॥
তার সনে না করিবে কথোপকথন।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কার্য্য করে সে সাধন ॥
এত শুনি দুগ্রুংফা আনন্দিত মন।
সুকুন্দ্রায় আকাশ মার্গে চলিল ভবন ॥
তারপর দুগ্রুংফা বনেতে চলিল।
বুড়াছারে দিয়া বনে সব কাটাইল ॥
সারাকাল বুড়াছারে কর্ম্ম করাইল।
দাসবৎ আজ্ঞা মানি বুড়াছা রহিল ॥
বড় বড় নদী মাঝে এপার ওপার।
সিঁড়ি দেয় বৃক্ষ ভাঙ্গি পথের মাঝার ॥
বড় বড় নদী পারে মৎস্যের কারণ।
'বাড়াই' পাতিয়া মাছ ধরে মণে মণ ॥
ইঙ্গিতে বুড়াছা কার্য্য করে নিতি নিতি।
স্মরিবার মাত্র আসে করয়ে প্রণতি ॥

ইঙ্গিতে নিপুণ হাতে সর্ব্ব কার্য্য করে।
নিমিষে সাধিয়া কার্য্য অন্য কার্য্য ধরে ॥
গৃহকার্য্য, শিল্পকার্য্য গবাদি চড়ায়।
অসম্ভব কার্য্য নাহি তাহার দ্বারায় ॥
মহীরোহ শাল বৃক্ষ শির নোয়াইয়া।
এক বৃক্ষ অন্য বৃক্ষে দিত যে বাঁধিয়া ॥
জুমেতে ফসল পাকে সোণালী বরণ।
পশু পাখী শস্য লোভে করে বিচরণ ॥
হরিণ, বরাহ আদি বন্য জন্তুগণ।
একে একে জুমে আসি করে উৎপীড়ন ॥
সারানিশি জুমে বসি হইয়া প্রহরী।
বুড়াছা ফসল রক্ষা করে বিভাবরী ॥
এই বৃক্ষ ওই বৃক্ষ বাঁধি বেত্র জাল।
বুড়াছা করেন বাধা বিহঙ্গের পাল ॥
বুড়াছার সুনিপুণ সাহায্য দ্বারায়।
দুগ্রূংফার ধনধান্য ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥
সারাদিন কার্য্য করি ভরা সন্ধ্যাকালে।
বুড়াছা ইঙ্গিতে মাগে 'খেতে দাও' বলে ॥
মুখে পেটে অঙ্গুলিতে করিয়া নির্দ্দেশ।
সকরুণ মুখে বলে ক্ষুধার আবেশ ॥
গোটা দুই পশু দেহ অথবা মানুষ।
খাইতে পাইলে হয় বড়ই সন্তোষ ॥

বুড়াছা ইঙ্গিতে তারে জানায় প্রণতি।
স্বইচ্ছায় খাইতাম নর নিতি নিতি ।।
এবার তোমার কার্য্যে আছি নিয়োজিত।
ক্ষুধার সকল ভার তোমাতে অর্পিত ।।
পশু মাংস নর মাংস যাহা কিছু দিবে।
আপন দায়িত্বে তব মোরে প্রদানিবে ।।
অঙ্গুলি নির্দেশ ক্রমে যাহাকে দেখায়।
ঘাড় ভাঙ্গি সে জনার বুড়াছা চিবায় ।।
যেদিন দুগ্রুংফা তারে খাইতে না দিবে।
সজল নয়নে বুড়া শুইয়া কাটাবে ।।
এইরূপে বহু বর্ষ থাকিয়া থাকিয়া।
বুড়াছা অন্তরে রোষ দুগ্রুংফা লাগিয়া ।।
দুগ্রুংফা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধাবস্থা পায়।
বুড়াছার মন্ত্রৌষধি রাখা হইল দায় ।।
বুড়াছা চিরকাল রহিল যৌবন।
ক্রমে ক্রমে দুগ্রুংফার বার্দ্ধক্য গঠন ।।
বৃদ্ধকালে দুগ্রুংফারে দুর্ব্বল পাইয়া।
ঘাড় ভাঙ্গি চিবালেন ক্ষুধার লাগিয়া ।।
সঞ্চিত সকল রোষ মনেতে আনিয়া।
দুগ্রুংফারে বসে খায় শরীর ভাঙ্গিয়া ।।
এরূপে অন্তিমে তার হইলেন গতি।
বুড়াছা অমর হয়ে রহিলেন ক্ষিতি ।।

ত্রিপুর সংহিতা
সংহারী
সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

মায়াময় দেবলীলা বুঝা অতি ভার।
অভিনয় করে শুধু মহিমা অপার ॥
'বুড়াছা' এই নাম অতীব প্রবীণ।
বিশ্বের প্রবীণতম তাতে হয় লীন ॥
পুরাতন যত বস্তু হয় যায় লয়।
নতুন তথায় আসি স্থান কাড়ি লয় ॥
কাথারক, সুকুন্দ্রায় যৌবন তরঙ্গ।
সদাই উল্লাসে কাটে করি নানা রঙ্গ ॥
নরদেহে হয় যবে যৌবন উদয়।
প্রতি বিন্দু জীব কোষ অতি সুখময় ॥
সর্ব্বশক্তি সর্ব্ব বৃত্তি হয় বিকশিত।
জয় বিনা পরাজয় না জানে কিমত ॥
যৌবন প্রবাহ যবে প্রবাহে উদ্দাম।
মৃত্যু জয় করি দেহ ছুটে অবিরাম ॥
ইহাই বুড়াছা জয়ী জানিবে অন্তরে।
বৃদ্ধকালে জরা আসি অস্থি চর্ব্বন করে ॥
অহরহ বিশ্বে মাঝে সংহার তান্ডব।
বুড়াছা ভোজন ইহা জানিবে মানব ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় তরে প্রভু ভগবান।
এ,বিশ্বে করিল সর্ব বিধির বিধান ॥
ঈশ্বরের লীলামৃত করিতে প্রচার।
অলিন্দ্র আগ্রহ মনে রচিল পয়ার ॥

দস: স্থান বর্ণণ

পর্ব্বত কাননে আর নদী গিরিবনে।
সর্ব্বদা দূষিত স্থান, থাকে সেইখানে॥
গ্রহ সম দুষ্ট স্থান দৃষ্টি বরিষয়।
তাহাতে নরের দেহে হয় রোগ উদয়॥
গিরি গাত্রে কত গর্ত্ত আছে স্থানে স্থান।
'তাবাক্-খ', 'আপ্রাংখ' 'শিলাইখ' নাম॥
সাজারু গর্ত্ত আর বৃক্ষের কোটর।
সর্প গর্ত্ত, শিলা গর্ত্ত পর্ব্বত উপর॥
বাকাল খুং তৈবাখ্লাই আদি জলপ্রপাত।
দুষ্ট স্থান সদা হয়, তার দৃষ্টিপাত॥
সেসব পর্ব্বত গাত্রে করি জুম চাষ।
অথবা আলয় বাঁধি করে বসবাস॥
দুষ্ট স্থান দৃষ্টিপাতে হবে রোগ উদয়।
পূজা বিধি না মানিলে যায় যমালয়॥
কুষ্ঠ চর্ম্মরোগ আদি হাজাতে উদয়।
মন্ত্রে হাজা মারি রোগ করে নিরাময়॥
তক্ক্রু হাজা, তম্সা হাজা আছে নানমত।
বুড়াছা সেসবে আছে হয় যে কম্পিত॥
মায়ুং হাজা, হরিণ হাজা, হাজা কত নাম।
হাজা কারান, হাজা কিসি আছে অবিরাম॥

এসব দূষিত স্থানে ঔষধ পুঁতিবে।
হলদি পড়া, চুণ পড়া, শরিষা ছিঁটিবে।।
শূকর, মোরগ দিয়া পূজার বিধান।
ওঝার নির্দ্দেশ মতে কর বলিদান।।
এ মতে করিলে জুম রহে শান্তিময়।
হাজার প্রভাবে শস্য কভু নষ্ট হয়।।
কত হাজা লবণাক্ত পশুকূল খায়।
কত হাজা গ্যাস ভরা অগ্নি উঠে তায়।।
য়ংসিমা, য়ংব্রাংমা কত জীবাণু বিরাজে।
য়ংচেকের য়ংকেরে আদি কত রোগ সৃজে।।
মন্ত্র ঔষধ দিয়া হাজা অবশ্য মারিবে।
তবে ত জীবাণুমুক্ত রোগমুক্ত হবে।।
এসব দূষিত স্থান দস: নাম হয়।
দস: দুষ্ট স্থানে সদা হয় দু:খময়।।

রাজ্যফার উপাখ্যান

রাজ্যফা নামেতে এক দাঙ্গায়ফা সন্তান।
কাঁইস্কক্ পাড়াতে গৃহী থাকে বিদ্যমান।।
একদিন এক সনে দস: দুষ্ট স্থানে।
না জানিয়া কাটে জুম শস্য পাব মনে।।

জুম কাটি শস্য বুনি পায় কত ধান।
কিছুই হল না তার দস: ভ্রাম্যমাণ ॥
হাচুক্মা যমপীড়া আর বুড়াছা এ তিন।
হেথা হোথা ভ্রমে ছাড়ি দস: সুপ্রাচীন ॥
কখন বৎসর এক আলয় ছাড়িয়া।
নানা স্থানে ভ্রমে তারা কার্য্যের লাগিয়া ॥
সেই অবসরে তথা করে জুম চাষ।
ত্যক্ত দস: নাহি ধরে এমত প্রকাশ ॥
রাজ্যফা যখন জুম করিল বিস্তর।
বুড়াছা হাচুক্মা যবে নাহি ছিল ঘর ॥
তারপর বৎসরান্তে আলয়ে ফিরিয়া।
দেখে নিজ স্থানে কেবা দিল যে কাটিয়া ॥
আপন পর্বত মাঝে হাপিং দেখিয়া।
বুড়াছা গেলেন মনে ভীষণ রাগিয়া ॥
হাচুক্মা বলে শুন যে কাটিল স্থান।
খুঁজি সেই নরে তুমি আন সন্নিধান॥
হাচুক্মা ভ্রমিয়া গ্রামে করিল তদন্ত।
রাজ্যফার কার্য্যাবলী জানিল সমস্ত ॥
বনমালী বুড়াছা অতীব কুপিত।
রাজ্যফারে নিলে পরে হবে সে বধিত ॥
সেইহেতু হাচুক্মা ফিরিল আলয়।
অবশ্য যেজন আছে বুড়াছারে কয় ॥

আপন আলয়ে নাহি, গেল তীর্থস্থান।
ফিরিলে অবশ্য তো জানিব সন্ধান ॥
তারপর রাজ্যফা অন্য গিরি কাটে।
সবুজ ধান্যের চাষ হইল সে পর্ব্বতে ॥
জুমে আসি নিত্য নিত্য জুমকার্য্য করে।
হাচুক্মা তাহার জুমে আসিয়া বিচারে ॥
রাজ্যফার পত্নী পায়ে হয় গোঁদ ব্যাধি।
চলিতে অক্ষম তায় কয় তদবধি ॥
রাজ্যফা এসব দেখি দু:খিত হৃদয়।
অতি কষ্টে পত্নী চলে, সদা ঘরে রয় ॥
হাচুক্মা জানিল মনে এসব বৃত্তান্ত।
রাজ্যফার খোঁজে যবে করিল তদন্ত ॥
হাচুক্মা রাজ্যফা পত্নী বেশেতে আসিয়া।
রন্ধনের কার্য্য করে জুমেতে থাকিয়া ॥
খোঁড়াইয়া সদা চলে করে নানা কার্য্য।
রাজ্যফা পত্নীর কষ্টে হইত অধৈর্য্য ॥
এইরূপে কিছুদিন হইলে অন্তর।
রাজ্যফা জিজ্ঞাসা করে পত্নীর গোচর ॥
গোঁদ পায়ে কষ্ট করি জুমে না আসিও।
বাড়ীতে সম্ভব যাহা সে কার্য্য করিও ॥
পত্নী বলে কোন্‌দিন না ছিলাম জুমে।
এই কথা জিজ্ঞেসিলে তুমি কোনক্রমে ॥

এতেক শুনিয়া মনে মানিল বিস্ময়।
রাজ্যফা চলিল জুমে প্রভাত উদয় ॥
জুমের কার্য্যেতে বেলা হৈল দ্বিপ্রহর।
গোদ পায়ে পত্নী আসি রন্ধনে তৎপর ॥
তারপরে দুইজনে ভোজন করিল।
ভোজনের পরে পত্নী গৃহেতে চলিল ॥
রাজ্যফা গোপনে চলে পত্নীর পশ্চাত।
চলিয়া বুড়াছা ঘরে হৈল উপনীত ॥
গভীর পর্ব্বত বন ঘন ছায়াময়।
ঝির ঝির রব তথা স্রোতস্বিনী বয় ॥
আলোক বিহীন বন সদ্য অন্ধকার।
প্রস্তরে ঝরণা বহে লয়ে খরধার ॥
ক্রমে দিবা গেল তথা হৈল অন্ধকার।
দেখিল বুড়াছা ঘর হাজার দুয়ার ॥
প্রস্তরে প্রস্তরময় ত্রিতল যোজিত।
প্রস্তর বৃহৎ স্তম্ভ রহে শত শত ॥
হাজার জোনাকী আসি করিল উজ্বল।
ঝিকিমিকি জ্বলে সদা জোনাকীর দল ॥
সর্ব্ব নিম্নস্তরে সদা রহে সর্পগণ।
রাজ্যফা এসব দেখি ভয়যুক্ত মন ॥
মধ্যতল কক্ষমাঝে প্রস্তর আসনে।
বুড়াছা বসিয়া আছে সহাস্য বদনে ॥

ত্রিপুর সংহিতা
সংহারী
সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

রাজ্যফারে নিয়া তথা হাচুক্মা বলিল।
এ ব্যক্তি মোদের ঘরে জুম চাষ কৈল ।।
বসিতে আসন দিয়া সহাস্য বদনে।
নানাকথা ক্রমে ক্রমে বলে দুইজনে ।।
রাজ্যফারে দেখি বুড়া অতীব সজ্জন।
অভয় দানিয়া করে শিষ্ট আচরণ ।।
প্রচুর সুগন্ধি অন্ন ভোজন করায়।
উত্তম শয্যায় তারে শয়ন করায় ।।
বুড়াছা রাজ্যফা প্রতি ধীরে ধীরে কয়।
মোর স্থানে ছাগ বলি দিবে সুনিশ্চয় ।।
ধন ধান্য বাড়ি তাতে হবে শান্তিময়।
সর্ব্ব দোষ ক্ষমা পাবে জান সুনিশ্চয় ।।
তারপরে শয্যা পরি করিল শয়ন।
প্রভাতে আসিল বনে রঙিন কিরণ ।।
প্রভাতে বুড়াছা এক বাদুর ডাকিয়া।
দুইজনে উড়িলেন বাদুরে বসিয়া ।।
রাজ্যফারে লয়ে ভ্রমে মেঘের আড়ালে।
পর্ব্বত প্রস্তর নিচে দেখে অবহেলে ।।
তারপর আসিলেন রাজ্যফা আলয়।
রাজ্যফা তুষিল তারে দিয়া পুস্পচয় ।।
এইরূপে উভয়েতে ভাব বিনিময়।
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হৈল সন্তুষ্ট হৃদয় ।।

নিত্য নিত্য বুড়াছা জুমেতে আসিয়া।
শয়নে ভোজনে বন্ধু রহিল মিলিয়া॥
মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়া ফুঁকা তারে শিখাইল।
বুড়াছার সব মন্ত্র একে একে দিল॥
গণনা, জ্যোতিষ বিদ্যা শিখাইল তারে।
সরিষার পড়া মন্ত্র শিখা'ল অন্তরে॥
দসঃ নির্ণয় পূজাবিধি বলে সবিস্তার।
বুড়াছার পূজাবিধি করিল প্রচার॥
বুড়াছার মহিমা বুঝা অতি ভার।
কভু উগ্র, কভু স্নিগ্ধ কভু মহামার॥

রাজ্যফার স্বপ্ন দর্শন ও মৃত্যু।

রাজ্যফা দাঙ্গায়ফা পুত্র বিক্রমে বিশাল।
মহাসুখে গৃহী হয়ে কাটে চিরকাল॥
বুড়াছার সনে তার বন্ধুত্ব হইল।
বুড়াছা গৃহকার্য্যে সহায় হইল॥
বহন, নির্ম্মাণ কার্য্য, জুমকার্য্য আদি।
সর্ব্বকার্য্যে সাধি বুড়া থাকে নিরবধি॥
এদিকে যবপীড়া রহে অতি কষ্ট মন।
রাজ্যফারে পেলে সে করিবে নিধন॥

ত্যক্ত দস: কাটি জুম রাজ্যফা করিল।
পাঁঠা বলি দিতে, সেই গৃহে না আছিল ॥
রাজ্যফা পূজিল দস: যমপীড়া না জানে।
বুড়াছা কদাপি পুত্রে না বলে বাখানে ॥
সেইহেতু যমপীড়া রহে রোষান্বিত।
রাজ্যফারে মারিবারে সদাই চেষ্টিত ॥
একদিন রাজ্যফা বনেতে চলিল।
এক বাঁশ মূল কাটি ধরিয়া টানিল ॥
বাঁশের মাথায় আছে যমপীড়া বসিয়া।
টানাটানি করে বাঁশ রোষান্বিত হৈয়া ॥
রাজ্যফা সবেগে টানি বাঁশ কাড়ি লয়।
ততক্ষণে উপস্থিত যমপীড়া কয় ॥
শক্তি যদি থাকে এস করিব লড়াই।
নতুবা বধিব তোরে আজি রক্ষা নাই ॥
এত শুনি রাজ্যফা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
দৃঢ় হস্তে ধরিলেন মন্ত্রশক্তি লৈয়া ॥
দুইজনে ধরাধরি যুঝে অবিরাম।
মুষ্টি যুদ্ধ করে দোঁহে নাহিক বিরাম ॥
তারপরে যমপীড়ারে, মন্ত্র উচ্চারিয়া।
উড়ায়ে বুড়াছা যেথা দিলেন ফেলিয়া ॥
বুড়াছা আপন ঘরে দেহ এলাইয়া।
হাচুক্মা সহিত ছিল আসনে বসিয়া ॥

যমপীড়া অতি বেগে পড়িল সন্মুখে।
অর্দ্ধমৃত প্রায় পড়ে প্রস্তরের ফাঁকে ।।
হাচুক্‌মা আসিয়া তথা বুকে জড়াইল।
স্নিগ্ধ জলে, মন্ত্র জলে জীব সঞ্চারিল ।।
জিজ্ঞাসিল তারপর ইহার কারণ।
রাজ্যফার কথা শুনি হাসে দুইজন ।।
পিতৃবন্ধু রাজ্যফা সর্ব্ব মন্ত্র জানে।
রণ কর তার সনে, মরিতে জীবনে ।।
তার সনে আর কভু না কর এ কাজ।
পুনবার 'ছিলি' কৈলে পাবে বড় লাজ ।।
তব পিতা 'ছিলি' করি সর্ব্ব পূজা পায়।
'ছিলি' করা শক্ত কাজ করা অতি দায় ।।
গ্রামের নদীঘাটে একান্তে বসিয়া।
মন্ত্রৌষধি থলি ভরা ঝারিয়া ঝারিয়া ।।
ষট কর্ম সাধি তবে করি আর্কষণ।
গ্রামবাসী তাতে পায় রোগের লক্ষণ ।।
রোগমুক্ত তরে তারা সদা পূজা করে।
পূজা লব্ধ দিয়া পুত্র পালিনু তোমারে ।।
বালক বুদ্ধিতে তুমি ছিলি না করিবে।
তব পিতা যাহা পাবে তাহাই খাইবে ।।
এত বলি ছিলি করা করি বাধা দান।
হাচুক্‌মা সান্ত্বনা দেয় পুত্র সন্নিধান ।।

পুত্র দু:খ দেখি দোঁহে দু:খিত হৃদয়ে।
রাজ্যফা এ কাজ করে বলিল উভয়ে ॥
কতদিন দিনান্তরে নিধন কারণ।
রাজ্যফারে স্বপনেতে বলিল বচন ॥
তোমার পরম আয়ু এক পক্ষকাল।
বুড়াছা বধিবে তোরে হৈয়া ব্যাঘ্র কাল ॥
যেমতে সেমতে তুমি রক্ষার কারণ।
যা কিছু কৌশল জান কর আয়োজন ॥
এত শুনি রাজ্যফা নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
মৃত্যু ভয়ে তার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল ॥
জুমেতে একান্তে গিয়া বুড়াছা স্মরিল।
বুড়াছা তথায় আসি তারে দেখা দিল ॥
রাজ্যফা স্বপন কথা বলে বিস্তারিয়া।
ইহার কি অর্থ স্বপ্ন বল বিশেষিয়া ॥
বুছাড়া বলিল স্বপ্ন ফলিবে কুফল।
আজ্ঞামতে শীঘ্র কর রক্ষার কৌশল ॥
স্বপন দর্শন হয় চিন্তার কারণ।
অথবা ঈশ্বর লীলা বলিয়া কথন ॥
স্বপ্নে কতজন মন্ত্র ঔষধ জানিয়া।
রোগমুক্ত করে দেহ ব্যাধি বিনাশিয়া ॥
ভাল মন্দ হিতাহিত দেখায় স্বপন।
প্রভুর অনন্ত লীলা কে করে বর্ণন ॥

স্বপনেতে কেহ্ যদি লভে পক্ষী জাতি।
পুত্রলাভ জনলাভ হইবে সুখ্যাতি ॥
উলঙ্গ কোন নারী দেখিলে স্বপন।
দস: কোন স্থানে আছে করিবে মনন ॥
মৃত পশু যদি দেখ নিশার স্বপনে।
নিশ্চয় মনুষ্য মৃত দেখিবে সে দিনে ॥
শূকর বধিয়া ভোজ দেখিলে স্বপন।
সেই ঘরে কোন ব্যক্তি হইবে মরণ ॥
স্বপনে কচ্ছপ কেরাং দেখিবে যখন।
নূতন গৃহেতে স্থান পাবে সেইজন ॥
স্বপনে উড়িতে যদি দেখায় আপনা।
স্থানান্তর হবে বলি রাখ মনে জানা ॥
কেহ্ যদি সন্তরণ করে স্বপনেতে।
অসীম বিপদ মাঝে পড়িবে ত্বরিতে ॥
স্বপনেতে নদী যদি করে অতিক্রম।
অচিরে আসিয়া বধি তারে নিবে যম ॥
স্বপনেতে যেইজন দেখিবে ইন্ধন।
বিলম্ব না হবে তার হইবে মরণ ॥
বৃক্ষ ভাঙ্গি গাত্রোপরি পড়িলে স্বপণে।
অচিরে সেজনে যাবে শমন ভবনে ॥
যেই নারী স্বপনেতে স্বর্ণালঙ্কার লভে।
অচিরে জঠরে তার সুপুত্র জন্মিবে ॥

নব বস্ত্র পরিধান, নবগৃহে বাস।
দেখিলে স্বপনে যায় যমের সকাশ ।।
স্বপনে ভোজন যদি করে হৃষ্ট হৈয়া।
সেই দিনে দু:খ কষ্ট পাবে তার হিয়া ।।
স্বপনে আনন্দ মনে হাসিবে যখন।
জাগিয়া অবশ্য সে করিবে ক্রন্দন ।।
বন্দুক করেতে ধরি সশব্দে মারিলে।
খ্যাতি যশ: ছড়াইবে অতি অবহেলে ।।
স্বপনে মদ্যপান, করিবে যেজন।
জাগিয়া দেখিবে সে প্রচুর বর্ষণ ।।
মদ্য বানাইতে যদি দেখিবে স্বপন।
মেঘাচ্ছন্ন ঝড় বৃষ্টি করে বরিষণ ।।
স্বপনেতে মলত্যাগ করিবে যেজন।
কোন দ্রব্য হারাইবে অবশ্য সেদিন ।।
বমি মলত্যাগ কিংবা প্রস্রাব করিলে।
স্বাস্থ্যের অবনতি হয় কালে কালে ।।
স্বপনে চন্দ্রমা পায় যেজন ধরিতে।
পদোন্নতি সেই দিনে হইবে ত্বরিতে ।।
স্বপনে রক্তাভ বস্ত্র কৈলে পরিধান।
রক্তপাত হবে তার ইহাই বিধান ।।
স্বপনে আপনে কেহ করিলে প্রহার।
অতি সুখে দিন যায় দু:খ নাহি আর ।।

স্বপনে কেহ যদি করিলে সিনান।
"খোওয়া" পূজা দিতে হবে বলে জ্ঞানবান॥
স্বপনে মাথার চুল কেহ মুড়াইলে।
অথবা চর্ব্বন দন্ত যাহার খসিবে॥
মাতাপিতা গুরুজন মরিবে নিশ্চয়।
বিশ্বাস করিবে বাক্য মিথ্যা কভু নয়॥
দাড়ি গুম্ফ ক্ষৌরকর্ম দেখিলে স্বপন।
দ্রষ্টার রমণী ভ্রষ্টা জানিবে কারণ॥
রৌপ্য অলংকার নারী পরিলে স্বপনে।
কন্যালাভ হবে তার বলে জ্ঞানীগণে॥
আপনা মরিতে যদি দেখয়ে স্বপন।
রোগ ভোগ হবে তার না যায় খন্ডন॥
স্বপনে রমণী সনে করিলে সঙ্গম।
আয়ুক্ষয় হয় তার ব্যাধিযুক্ত মন॥
স্বপনে আগুন শিখা দেখিবে যেজন।
ঝগড়া বিবাদে মত্ত হইবে সেজন॥
স্বপনে গুবাক যদি করিবে চর্ব্বন।
জাগিয়া মাংসের অন্ন করিবে ভোজন॥
স্বপনে তামাক বিড়ি করিলে সেবন।
সেইদিনে হবে তার দু:খযুক্ত মন॥
স্বপনে মরিচ আদা করিলে দর্শন।
অন্তরে যাতনা সেই পাইবে ভীষণ॥

স্বপনে নাচিলে কিংবা নাচিতে দেখিলে।
অথবা মধুর গান শ্রবণে শুনিলে।।
অচিরে আত্মীয়স্বজন যায় যমালয়।
গ্রামান্তরে, কিংবা মরে আপন আলয়।।
সর্প যদি দেখে স্বপ্নে করিতে দংশন।
কার্য্যসিদ্ধি মনস্কাম পূরিবে তখন।।
মৃতজনে কেহ যদি করিলে দর্শন।
অতিশয় মেঘজল হইবে বর্ষণ।।
স্বপনে হইলে গর্ভ বাড়ে বহুধন।
রৌপ্য মুদ্রা লাভে হয় দীর্ঘায়ু তখন।।
ধান্য যদি যেইজন দেখিবে স্বপন।
অতিশয় দু:খ বৃদ্ধি হইবে তখন।।
স্বপনে মৎস্য হাতে পাইলে ধরিয়া।
প্রচুর ধন ভোগ করহ জাগিয়া।।
কাঁকড়া যদি পায় মোকর্দ্দমা হয়।
ইঁচা লাভে ক্ষেত্র ঘাস বাড়িবে নিশ্চয়।।
যুবতী দর্শনে স্বপ্নে জান মহাকাল।
মাতৃ দর্শনে স্বপ্নে পায় দৈববল।।
মাতৃদুগ্ধ স্বপনেতে যে করিবে পান।
অভাব মোচন তার হইবে ধীমান।।
পুত্রলাভ যদি হয় স্বপনে স্বপনে।
প্রচুর সম্পত্তি বৃদ্ধি হবে বিদ্যমানে।।

এইরূপে স্বপ্নফল বলিল বিস্তারি।
বুড়াছা রাজ্যফা বৈসে দুই এ যুক্তি করি ॥
বলিল রাজ্যফা তুমি আমার সহায়।
উচ্চ বৃক্ষে বাঁধ ঘর যাতে রক্ষা পায় ॥
রাজ্যফা বুড়াছা লয়ে যুক্তি অনুসার।
সুউচ্চ গর্জ্জন বৃক্ষে বাঁধিল খামার ॥
যত সব প্রয়োজন দ্রব্য আদি নিয়া।
বসতি করেন তথা রক্ষার লাগিয়া ॥
তারপর পক্ষ কাল হৈলে গত প্রায়।
ব্যাঘ্র বেশী বুড়াছা উপনীত হয় ॥
এক লম্ফে গেল বুড়া গৃহের তলায়।
আর লম্ফে গৃহ উর্দ্ধে দশহস্ত প্রায় ॥
তারপর ব্যাঘ্র গিয়া রাজ্যফা ধরিল।
মুখেতে লইয়া তারে নিধন করিল ॥
রাজ্যফার অন্তিমেতে এই গতি হৈল।
বুড়াছা সুহৃদ হৈয়া তারে বধ কৈল ॥
রাজ্যফা আখ্যান হয় সুধা হতে সুধা।
যেই শুনে সেই গায় যাবে ভব ক্ষুধা ॥
সুকুন্দ্রায় গুরু পদে, করিয়া প্রণতি।
অলিন্দ্র রচিল গাথা হয়ে একমতি ॥

— খোয়া ছুমুং —

নরের মনন শক্তি অতি ক্রিয়াশীল।
বেগবান কম্পমান করে কিলবিল॥
অক্ষয় অব্যয় চির ব্যক্তাব্যক্ত ময়।
যে শক্তি প্রভাবে নর হয় সুখময়॥
মনের যতেক শক্তি মুখেতে প্রকাশে।
মন্তব্য করিলে কারে খোয়া লাগে পাশে॥
'রাজ খোয়া' 'কতর খোয়া' খোয়া নানাজাতি।
সব খোয়া অন্তরেতে করে মহা ক্ষতি॥
এর তরে খোয়া দোষ বর্জ্জন করিবে।
বিধিমতে ডালি সাজি শুদ্ধ যে হইবে॥
হাঁস বলাই, ছাগ বলাই ফেলি নদীঘাটে।
বুড়াছারে সমর্পিবে যত খোয়া বটে॥
ওঝার নির্দ্দেশ মতে করিবে পূজন।
খোয়া মুক্ত নর হয় অতি শুদ্ধ মন॥

— লংতারাই —

উত্তর দক্ষিণ দিকে হয় লম্বমান।
সুউচ্চ লংতারাই গিরি রহে বিদ্যমান॥

সেই গিরিমাঝে হয় লংতারাই আলয়।
লংতারাই পাক্কা নামে হয় পরিচয়॥
প্রস্তরে প্রস্তরময় শোভিত সুন্দর।
শত শত দরজাতে কপাট বিস্তর॥
দ্বিতল ত্রিতল ক্রমে হয় পঞ্চতল।
পাষাণ বাহিয়া নামে বিন্দু বিন্দু জল॥
তথায় লংতারাই দেব হয় অধিকার।
একাকী বসতি করে আছিল কুমার॥
হস্তী ব্যাঘ্র পালে পাল তাহার বৈভব।
পশু পাখী প্রাণীচয় ছিল যতসব॥
লংতারাই মানবরূপে ভ্রমে প্রতি সন।
কখন ছাগল বেশে কভু সাধুজন॥
বন্যপ্রাণী যত সব তার অধিকার।
মানস করিলে শস্য পায় যে নিস্তার॥
লংতারাই পূজা যদি কর বিধিমতে।
হস্তী ব্যাঘ্র উপদ্রব না হইবে ইথে॥
ফসল রক্ষণ হেতু মঙ্গল কারণ।
সর্ব্ব গৃহী পূজে তারে করিয়া যতন॥
রিয়াং কুলেতে জন্ম হাচুকমা রূপিনী।
গুণবতী রূপবতী নাম 'শঙ্খতারিনী'॥
শশিকলা সম বাড়ি যৌবন হইলে।
লংতারাই রিয়াং বেশে সেই গ্রামে চলে॥

ক্রমে ক্রমে উভয়েতে হৈল পরিচয়।
পরস্পর হৈল পরে ভাব বিনিময় ॥
প্রেমভাবে বিজড়িত হইল দোঁহার।
পরস্পর বি'বা তরে করে অঙ্গীকার ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আসি বিধিমতে।
লংতারাই জামাতা হৈল কন্যার-গৃহেতে ॥
এক বর্ষ গত প্রায় হইল যখন।
লংতারাই রমণী সহ ফিরিল ভবন ॥
দম্পতির সনে এল যত যাত্রীগণ।
লংতারাই চলিত পথে তারে পর্য্যটন ॥
দূর্গম প্রস্তর বন কাঁটাবন দিয়া।
পিচ্ছিল সংকীর্ণ উচ্চ প্রস্তর বাহিয়া ॥
নিজ ভার্য্যা হাতে ধরি তর তর চলে।
অদৃশ্য হইল দোঁহে কিছু পথ গেলে ॥
নিরুপায় হয়ে যত ছিল যাত্রীগণ।
বিস্ময় মানিয়া ফিরে আপন ভবন ॥
এই বার্ত্তা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র রটিল।
লংতারাই মনুষ্য নহে সকলে জানিল ॥
কতিপয় বর্ষ গতে এ দেব দম্পতি।
শ্বশুর আলয়ে গিয়ে জানায় প্রণতি ॥
লংতারাই, শ্বশুর ঘরে নাহি আরোহিয়া।
প্রাঙ্গণে খাবার খায় অদৃশ্য থাকিয়া ॥

তারপর চলি এল আপন ভবন।
দিনান্তরে দম্পতির জন্মিল নন্দন ॥
কালাজীবন বলি পুত্রে রাখে তার নাম।
পিতাপুত্র মাতা তিন এ পাহাড়েতে ধাম ॥
লংতারাই পাহাড় নামে হয় যে কথন।
ফসল রক্ষার তরে পূজে সর্ব্বজন ॥
বুড়াছা, হাচুক্মা,যমপীড়া এ তিন।
ভিন্ন নামে রহে তথা, মনে দ্বিধাহীন ॥
হাচুক্মা প্রকৃতি রাণী জীবের পালিতে।
রিয়াং কুলেতে জন্ম হৈল পৃথিবীতে ॥
বুড়াছা ত্রিপুরা দেশে লংতারাই হইয়া।
রিয়াং কুলে নিজ পত্নী আনিলেন গিয়া ॥
তাহার জঠরে পুনঃযমপীড়া জন্মিল।
কালা জীবন বলি পিতা নাম যে রাখিল ॥
অদ্যাপি ত্রিপুরা দেশে লংতারাই প্রধান।
মিথ্যা নহে সাক্ষ্য দেয় পর্ব্বত মহান ॥

দেব পূজায় বলি বিধি ও সুব্রায়,
হাম্ব্রায় রাজার জন্ম।

দাঙ্গায়ফা বলিল গুরু জীবের সংহারে।
আমার সন্তানগণে দোষ কেন ধরে ॥
এক শুনি সুকুন্দ্রায় বলিল বচন।
পাপ হয় জীব বধে যদি অকারণ ॥
ক্রীড়া কৌতুক তরে আমোদ পাইয়া।
সবংশে নিধনে পাপ হয় যে মৃগয়া ॥
দেব সেবা পূজাবিধি কার্য্য সাধিবারে।
জীব বধে কোন্‌জনে পাপ নাহি ধরে ॥
মহিষ, শূকর, ছাগ, মোরগ নিধন।
কপোতর, হংস আদি বলির বিধান ॥
সুব্রায়, হাম্ব্রাই এ করায় অঙ্গীকার।
অনুপক্ষী রাজা যুক্তি মানে বার বার ॥
দিবানিশি, প্রয়োজনে হবে বলিদান।
শির পাতি নিবে তোরা বিধির বিধান ॥
মর্ত্ত্যাকুলে পশুকুল করিতে সংহার।
আমার পূজাতে সদা বলির আচার ॥
এতশুনি দাঙ্গায়ফা সবিনয়ে কয়।
সুব্রায় হাম্ব্রায় রাজা বল কেবা হয় ॥

অনুপক্ষী রাজা কেবা কহ বিশেষিয়া।
বধ্য কার্য্য কেন নিল সে শির পাতিয়া।।
এতশুনি সুকুন্দ্রায় পূনর্ব্বার কয়।
সংক্ষেপে বলিব সব শুন মহাশয়।।
এক ব্রহ্ম সনাতন প্রভু নিরাকার।
সর্ব্বময় ব্যাপ্ত রহে ব্রহ্মান্ড মাঝার।।
নিরাকার শূন্য মাঝে সাকার হইল।
মন্ডল আকারে রূপ সর্ব্বত্র হইল।।
তার অনুরূপ সূর্য্য হয় গোলাকার।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, বিশ্ব সব ডিম্বাকার।।
সর্ব্ব বিশ্বময় হয় সর্ব্বডিম্বময়।
শ্রষ্টার যেযুগে হয় ডিম্বেতে আশ্রয়।।
ডিম্বাকার বিশ্বমাঝে দুই ডিম্ব রয়।
মহাশব্দে এক ডিম্ব বিস্ফোরণ হয়।।
সশব্দে ফাটিয়া আসে হাম্ভ্রায় রাজন।
জন্মিয়া দেখিল সেই এ বিশ্ব নির্জ্জন।।
ভয়ে ডিম্ব খোসা তলে রহে লুকাইয়া।
সশব্দে দ্বিতীয় ডিম্ব উঠিল ফাটিয়া।।
সুবরায় মহাবীর পক্ষীরূপ ধরে।
আমি শ্রেষ্ঠ, আমি জেষ্ঠ্য বলে বারে বারে।।
তদবধি সুবরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৈল।
হাম্ভ্রায় কনিষ্ঠ বলি স্বীকার করিল।।

উভয়ে জীবন লভি দেখিল নির্জ্জন।
সিংহ ব্যাঘ্র কোন জীব ছিল না তখন ॥
বৃক্ষকুল, তৃণকুল ছিলনা তখন।
প্রস্তরে প্রস্তর ময় এ বিশ্ব ভুবন ॥
ডিম্বাশ্রয় বিশ্বস্রষ্টা রহিল ঘুমন্ত।
সর্ব্ব বিশ্ব নিদ্রা কুল অচেতনে-রত ॥
সুব্রায় হান্ত্রায় মিলি সৃষ্টির কারণ।
সুমধুর বাদ্য রবে করে জাগরণ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্ত নিদ্রা ভঙ্গকরণ ও স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি।

ডিম্বাশ্রয় বিশ্বপিতা, অচেতন ঘুমে তথা,
সাড়া বিশ্ব রহে প্রাণীহীন।
সুবরায় হাম্বারায়, চাহিয়া স্রষ্টার পায়,
জাগাইতে করে প্রদক্ষিণ ॥
একবিন্দু না নড়িল, নিথর নিস্পন্দ রৈল,
ঘন ঘন শুধু বহে শ্বাস।
এ দোঁহে যুকতি করি, করে বাদ্যযন্ত্র ধরি,
সুমধুরে কাঁপায় বাতাস ॥

বাঁশী বাজে সুমধুর, ফুঁফিয়া বিচিত্রসুর,
* সপ্তরন্ধ্রে সপ্ত সুর গায়।
সেই সপ্ত সুররাশি স্রষ্টার কর্ণেতে পশি,
অচেতনে শরীর কাঁপায় ॥
এক রন্ধ্র বাঁশী সুরে, স্রষ্টার কম্পিত করে,
তৃণলতা হইল সৃজন।
দুইরন্ধ্র বাঁশী সুরে, হিয়া দুরু দুরু করে,
জলচর হইল উৎপন ॥
তিন রন্ধ্র বাঁশী সুরে, অন্তরে যাতনা ধরে,
কীট আদি হইল সৃজন।
চারি রন্ধ্র সুর শুনি, জন্মে সরীসৃপ ফণী,
সৃষ্টিকর্ত্তা রহে অচেতন ॥
পঞ্চম রন্ধ্রেতে গাঁথা, সৃষ্টিকর্ত্তা নাড়ে মাথা,
পশুকুল পাইল জীবন।
ছয় রন্ধ্র সুর উঠি, বিশ্বে যত ডিম্ব ফুটি,
দেব দেবী হইল সৃজন ॥
সাত রন্ধ্র সুরে হায়, অঙ্গ বিগলিত প্রায়,
ঘর্ম্মসিক্ত সর্ব্ব কলেবর।
এক এক ঘর্ম্ম বিন্দু, অমৃতের বারি সিন্ধু,
লভি দেব হইল অমর ॥

*নিয়মানুবর্ত্তিতা বা ছন্দোবদ্ধ সুরেই বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত।

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

এক রন্ধ্র এক সুরে, এ বিশ্ব বিধান তরে,
বিশ্ব বিধি করে বিরচন।
সুবারায় কল্পনায়, হাম্বারায় লেখে তাই,
সৃষ্টি বিধি কল্যাণ কারণ ॥
হাজার হাজার সন, হয়ে সুর আকর্ষণ,
সবুজের মেলা বিশ্বময়।
সবুজ শৈবাল দলে, রক্তিম কিরণ স্থলে,
জীবগণ হরষে ভ্রময় ॥
সৃষ্টির কোমল সুরে, স্রষ্টার করুণা ঝরে,
বিশ্ব শোভা হৈল অতুলন।
সুমধুর বংশী রবে, এক ডিম্ব ফুটি তবে,
অনুপক্ষী হইল সৃজন ॥
অঙ্গে তার স্বর্ণ পাখা, শিরেতে সুন্দর শিখা,
সুবদন আরক্ত নয়ন।
অনুপক্ষী বিচক্ষণ, প্রাণীকুলে শ্রেষ্ঠজন,
প্রাণীকুলে হইল রাজন ॥
বংশী সুরে সুবরায়, সুরে সুরে বলে যায়,
প্রাণীকুল প্রধান রাজন।
বিশ্বে দেব পূজা তরে, বলি বাধ্য হইবারে,
তোমাদের হইল সৃজন ॥
কোমল কম্পিত রবে, অনুপক্ষী বলে তবে,
তথাস্তু সুরের ঝঙ্কার।

বংশ পরম্পরা ধরি, বলি বধ্য হয়ে মরি,
রব মোরা, করে অঙ্গীকার ।।
পক্ষীকুল ডিম্বজাতি, বিশ্বেতে হইল সৃষ্টি,
নর-পশু না হল সৃজন ।
পক্ষীকূল শতশত, আর আছে দেবযত,
কেবা দেবে করিবে পূজন ।।
সপ্তরন্ধ্র যবে বাজে, স্রষ্টা নরপশু সাজে,
চক্ষু মেলি হয় জাগরণ ।
স্রষ্টা বসে আচম্বিতে, তাহার নিতম্ব হতে,
ঘর্ম্মরাশি হইল পতন ।।
সেই ঘর্ম্মরাশি হতে, বিশ্ব জীব সংহারিতে,
বুড়াছার হইল সৃজন ।
স্রষ্টার অংশেতে তায়, বুড়াছা জনম পায়,
আরম্ভিল তান্ডব নর্ত্তন ।।
ভয়ঙ্কর রূপ তার, মুখে শুভ্র কেশ ভার,
দেহে মুখে পুঁতিগন্ধময় ।
আকুল বুড়াছা চিত্ত , করিল সংহার নৃত্য,
সাড়া বিশ্বে উপজে প্রলয় ।।
সুবরায় হাম্বারায়, বংশী ভূমে ফেলি তায়,
প্রলয়ের বাজিল বিষাণ ।
পর্ব্বত তরল হৈল, সলিলে মিশিয়া গেল,
জীবকুল ভয়ে কম্পমান ।।

শ্বাসে আর্কষণ করি, জীব স্রোত মুখে পুরি,
মদমত্ত নাচে অবিরাম।
তান্ডব নর্ত্তনে তার, সৃষ্টি হয় ছারখার,
ত্রাহি ত্রাহি এই বিশ্বধাম ॥
মুখ সিংহ দেহ নর, অতিশয় ভয়ঙ্কর,
সেইরূপে ঈশ্বর জাগিল।
স্রষ্টা দন্ত কড়মড়ি, গলেতে কেশর ঝাড়ি,
নৃত্য রত বুড়াছা ধরিল ॥
নরশিং সিংহের বেশে, বুড়াছা ধরিয়া কেশে,
শির হতে করিল চর্ব্বন।
দুই শক্তি এক হইল, বুড়াছা মিশিয়া গেল,
এইরূপে হইল নিধন ॥
নীরব নীরব ধরা, বিশ্ব প্রাণী নাহি সাড়া,
সর্ব্ব বিশ্ব ভয়েতে মগন।
সুবরায় দুই ভাই, তাল বাদ্য থামে তাই,
প্রাণীগণ পাইল জীবন ॥

- নরশিং -

অৰ্দ্ধ নর, অৰ্দ্ধ পশু সিংহের আকার,
নরশিং বলিয়া খ্যাত এ বিশ্ব মাঝার ।।
বুড়াছা কবলে রক্ষা পেয়ে জীবগণ ।
করজোড়ে নরশিং এ করিল বন্দন ।।
নরশিং তুমি মাতা জীবের পালিতে ।
নরশিং তুমি পিতা জীবের রক্ষিতে ।।
নরশিং তুমি গুরু উপায় বলিতে ।
নরশিং সৃষ্টিকৰ্ত্তা আসে পৃথিবীতে ।।
জয় জয় সিংহ মুখা, মৃগেন্দ্র কেশরী ।
তুমিই দিনের বন্ধু পামর সংহারী ।।
চতুস্পদ দুইপদ তোমাতে মিলন ।
অসহায় সৰ্ব্ব জীবে করিলে রক্ষণ ।।
সৃষ্টিকৰ্ত্তা নরসিংহ হইল আকার ।
বুড়াছা দমনে জীবে করিল উদ্ধার ।।
তদবধি নরশিং নামে কম্পমান ।
নরশিং নামেতে বুড়া হয় ধাবমান ।।
অদ্যাপি নরশিং মন্ত্র করি উচ্চারণ ।
রোগীরে ঝাড়িলে সুস্থ হয় রোগীজন ।।

- হলদী পড়া -

সেই যুগে নরসিংহ সবার প্রধান।
অর্দ্ধেক মনুষ্যরূপী হয় জ্ঞানবান॥
বুড়াছা কবল হতে করিতে রক্ষণ।
মন্ত্রৌষধি আদি দিল এ বিশ্ব ভুবন॥
সপ্তখন্ড হলদী সহ লৌহ হাতে ধরি।
হলদী জনম মন্ত্রে ঝারহ ফুঁকারি॥
হলদী হলদী তব জনমেতে জাঠি।
হিমালয় পর্ব্বতে হয় তোমার উৎপত্তি॥
যখন হলদী গাছে মেলে কচি পাতা।
শিজি মাংজি, ভূত প্রেত না রহিল তথা॥
শিজি আদি অপদেব ভয়ে কম্পমান।
নরশিং সৃজিত হলদী হয় শক্তিবান॥
নরশিং এসব সৃজে মঙ্গল কারণ।
হলদী জনম কথা এরূপ কথন॥

- সরিষা পড়া-

তারপর নরশিং মঙ্গল কারণ।
সরিষা জনম মন্ত্র দিলু এ ভূবন॥

এ মন্ত্রে সরিষা পড়ি ছিট চারিধার।
বুড়াছা ভূত প্রেত হইবে সংহার ॥
এক পাতা সরিষার পাতা মেলে যবে।
এক কোণা বিশ্ব জয় হইলেক তবে ॥
যখন সরিষা দুই পত্র মেলে যায়।
দুই কোণা বিশ্ব সৃষ্টি তবে লয় পায় ॥
তিন পাতা মেলে যবে সরিষার গায়।
রাম লক্ষ্মণ তবে অরণ্যে পালায় ॥
চারিপাতা মেলে যবে সরিষার গায়।
চারিকোণা বিশ্ব যেন লয় হয়ে যায় ॥
সরিষার পঞ্চ পাতা যখন মেলিল।
পঞ্চপান্ডবগণে বনবাস হইল ॥
এইরূপে দশ পাতে দশদিক জিনিল।
বুড়াছা তাড়ান মন্ত্র সরিষা হইল ॥
এইসব মন্ত্রগুণ নরশিং এ দিল।
বিশ্বের যতেক জীব পরিত্রাণ পেল।

- জুয়াংফার উপখ্যান -

সহস্র সহস্র যুগ হৈল গত প্রায়।
বুড়াছা বানর রূপে জন্মান্তর পায় ॥
সে বানর বলবান অরণ্য মাঝার।
জুয়াংফা তাহার নাম হইল প্রচার ॥

বানর জুয়াংফা দলে হাজার হাজার।
ফল শস্য খায় জুমে ভ্রমে চারিধার ॥
সেই যুগে জনমিল যত জীবকুল।
নর বানর আদি যত পশুকুল ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায়, কালেয়া গড়েয়া।
ঈশ্বর অংশেতে সব জনম লভিয়া ॥
মর্ত্ত্যলোকে মন দিল সৃষ্টির কারণ।
শোভার শোভিত বিশ্ব সৃজে ততক্ষণ ॥
দাঙ্গায়মা, দাঙ্গায়ফা জনম লভিল।
খিচুংফা, আচুংফা আদি নর জন্ম হৈল ॥
নরশিং মনুষ্যকুলে মন্ত্র প্রচারিল।
খিচুংফা, আচুংফা সে মন্ত্র শিখিল ॥
মংগিনী সুন্দরী হয় খিচুংফা দুহিতা।
গৃহ কার্য্যে সুনিপুণ গুণে গুণান্বিতা ॥
জুয়াংফা *হাপিংবনে ক্ষুধার লাগিয়া।
হাপিং বেগুন খায় ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ॥
হেনকালে মংগিনি লয়ে সহচরী।
দাগিনী যোগিনী আর হাম্বারী বাবারী ॥
খাংগিনী ফেঁচিলী আদি তারা সপ্তজন।
হাপিং বনেতে গিয়া উপনীত হন ॥

* হাপিং — পরিত্যক্ত জুমের ক্ষেত।

হাপিং বনেতে যায় ফলের কারণ।
জুয়াংফা নি:শেষে ফল করিল ভক্ষন ॥
সপ্ত কন্যা ক্রোধ মনে কুকুর লেলাইয়া ॥
অপমান ভরে দিল তারে তাড়াইয়া।
জুয়াংফা পলাইল বিষন্ন হৃদয় ॥
প্রতিশোধ নিব বলি মনে মনে কয়।
তারপর নারীগণ গৃহেতে ফিরিল ॥
জুয়াংফা বনের পথে একাকী চলিল।

জুয়াংফা কর্ত্তৃক
নারীগণের বস্ত্র অপহরণ।

একদিন বনানীতে বসন্ত সময়।
ফুলের সৌরভে বায়ু যেন ক্ষিপ্ত রয় ॥
নানা বর্ণ পুস্প গুচ্ছ শোভে সারি সারি।
সবুজ বিটপী ফাঁকে উড়ে মধুকরী ॥
মৃদুমন্দ সমীরণে হেলিয়া দুলিয়া।
আন্দোলিত শাখে পাখী উঠিল ডাকিয়া ॥
ঘুঘু তাকে সকরুণ ডাকে নানা পাখী।
মনোরম বন শোভা জুড়াইল আঁখি ॥

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

মৃদু বায়ু ভয়ে পত্র কাঁপে থর থর।
পুস্প আমোদিত বন শোভিত সুন্দর ॥
নব বস্ত্র পরিহিতা যুবতীর দল।
মংগিনী খাংগিনী আদি সুন্দরী সকল ॥
পুস্প আমোদিত বনে মুগ্ধ সচঞ্চল।
হাস্য রবে নিনাদিল বনানী সকল ॥
পুস্প আহরিয়া সবে গেল জলাশয়।
চঞ্চল বসন্ত সনে খেলে বনময় ॥
কুলে রাখি অঙ্গ বস্ত্র করে জলকেলী।
একে অন্যে ঢালে জল হয়ে কৌতুহলী ॥
খেলায় উন্মক্ত দেখি বুড়াছা বানর।
পরিধেয় বস্ত্র নিল বৃক্ষের উপর ॥
খেলা অন্তে নারীগণ চকিতে চাহিয়া।
দেখিল আপন বস্ত্র কে নিল হরিয়া ॥
আঁখি কোণে দৃষ্টি হানি জুয়াংফা দেখিল।
বস্ত্র লয়ে ঘন পত্রে লুকায়ে রহিল ॥
বস্ত্রের সন্ধানে সবে চাহে চারিধার।
দেখিল জুয়াংফা সহ জলের মাঝার ॥
সলজ্জ আনত মুখে কহে নারীগণ।
পিতামহ জুয়াংফা কর পরিত্রাণ ॥
আমা সবাকার বস্ত্র দাও মহাশয়।
করজোড়ে নারীগণ সবিনয়ে কয় ॥

জুয়াংফা বলিল তোরা করহ স্মরণ।
হাপিং বেগুন খেতে করিলে তাড়ন ॥
কুকুর লেলায়ে মোরে দিলে অপমান।
নাহি দিব বস্ত্র খন্ড তোমা সন্নিধান ॥
কেহ উঠে লতাপত্রে নিতম্ব ঢাকিয়া।
কেহ বসে নিজ হাতে কুচ আবরিয়া ॥
কেহ জলে অৰ্দ্ধ অঙ্গ রাখিয়া দাঁড়ায়।
কেহ নিরুপায়ে উঠি হেথা হোথা চায় ॥
ছয় কন্যা একে একে বিনয় করিয়া।
অতি কষ্টে বস্ত্র খন্ড পাইল ফিরিয়া ॥
অতীব কাতর বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
উড়ায়ে পিন্ধন বস্ত্র দিল ছয়জনে ॥
বৃক্ষের কোটরে হয় জুয়াংফার বাড়ী।
তথায় যাইতে হয় লঙ্ঘি সপ্ত সিঁড়ি ॥
মংগিনী সবার বড় যুবতী প্রধান।
সপ্ত সিঁড়ি একে একে করে আরোহন ॥
সপ্তসিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া আসিল উপরে।
জুয়াংফা চাপিয়া তারে ধরিলেন করে ॥
তোমা না ছাড়িব আমি গর্ন্ধব বিধিতে।
বিবাহ করিনু তোমা জানিবা মনেতে ॥
দেখহ এ বনে আমি সবার প্রধান।
মন সুখে রহ হেথা আমার সমান ॥

নানামতে সবিনয়ে জুয়াংফা কহিয়া।
কোনমতে মংগিনীরে করিলেক বিয়া ॥
কতেক বৎসর রহে রমণী লইয়া।
সংসার সুখের হয় উভয়ে মিলিয়া ॥
ততেছা বাতেছা নামে দুই পুত্র হয়।
চপল, সরল শিশু খেলে গৃহময় ॥
জুয়াংফা সতত রহে ভার্য্যার সহিতে ॥
কদাপি না যায় কোথা রাখিয়া গৃহেতে ॥
একদিন জুয়াংফা করিল মনন।
বস্ত্র অলঙ্কার দিবে ভার্য্যা, পুত্রগণ ॥
অনেক ভাবিয়া পরে চলিল বাজার।
ভার্য্যা প্রতি হিতকথা বলিল বিস্তার ॥
একান্তে জুয়াংমা গেল পিতার আলয়।
গৃহে গৃহ কোণ পড়ি রহে শূন্যময় ॥
ততেছা হাঁটিয়া চলে বাতেছা কোলেতে।
মাতামহ ঘরে পরে আসিল ত্বরিতে ॥
গৃহে ফিরি জুয়াংফা দেখে শূন্যময়।
ততেছা বাতেছা গেল ছাড়িয়া আলয় ॥
জুয়াংমা জুয়াংমা বলি ডাকিল বিস্তর।
তারপর বনে বনে চলিল বানর ॥
আনিল গুবাক পান, উড়না কাপড়।
লালটুপি, পুত্রে দিবে মাথার উপর ॥

ভার্য্যা, পুত্র দুইজন গৃহে না দেখিয়া।
জুয়াংফা চলিল পথে ঢোল বাজাইয়া॥
বাজারের ক্রীত বস্তু একত্রে বাঁধিয়া।
কাঁধেতে ঝুলন্ত ঝুলি লইল ঝুলিয়া॥
জুয়াংফা বিষণ্ণ মনে পুষে জনে জন।
ভার্য্যা মোর কোথা গেল আর পুত্রগণ॥
যে জন সন্ধান দেয় ভার্য্যার খবর।
বাজারের ক্রীত বস্তু খাওয়ায় বিস্তর॥
এইরূপে নানামতে শোকাকুলমনে।
জুয়াংফা আসিল চলি শ্বশুর ভবনে॥
জুয়াংফা শ্বশুর বাড়ী দেখিতে সুন্দর।
লুকাইয়া রহে বৃক্ষে জুয়াংফা বানর॥
তারপর অবেলায় বৃক্ষের উপর।
পুরবাসী দেখে বৃক্ষে বসিয়া বানর॥
খিচুংফা, জুয়াংমা আদি রহিল চাহিয়া।
বুড়াছা, বানররূপী আসিল জানিয়া॥
অজ্ঞাতে আপন কন্যা বিয়া কৈল বনে।
বুড়াছা, ত্রিপুরা শক্রু বধিব পরাণে॥
এত বলি খিচুংফা মন্ত্র উচ্চারিল।
শেল শূল মহাঅস্ত্র হাতেতে লইল॥
পুরবাসী যোদ্ধাগণে করি আমন্ত্রণ।
নানা অস্ত্র যুদ্ধ সাজে করিল সাজন॥

শেল, শূল জাঠা জাঠি হাতেতে লইয়া।
জামাতা নিধন তরে প্রস্তুত হইয়া॥
ততেছা, বাতেছা দুই জুয়াংফা নন্দনে।
অস্ত্র সাজে সাজাইল খিচুংফা ধীমানে॥
জামাতা নিধন সব দেখি আয়োজন।
*খিচুংমা, খিচুংফা স্থানে করে নিবেদন॥
শুন প্রভু নিজ কন্যা যে করে গ্রহণ।
চন্ডাল, ব্রাহ্মণ, পশু হউক সেজন॥
তথাপি জামাতা হয় কন্যার ঈশ্বর।
হউক সুবুদ্ধি কিংবা নির্বুদ্ধি পামর॥
কন্যা সমর্পিয়া দিব জামাতার স্থান।
এসব নিধন কার্য্য না কর ধীমান॥
স্বভাবে অবলা হয় কোমল হৃদয়।
খিচুংফা গোচরে পত্নী সবিনয়ে কয়॥
হাসিয়া খিচুংফা কহে শুনহে ললনে।
তুমি নারী কি বুঝিবে বিধির বিধানে॥
বুড়াছা স্বয়ং জান দেবের প্রধান।
লীলাময় দুইরূপ আছে বিদ্যমান॥
প্রভুর কল্যাণরূপ সৃষ্টির কারণ।
সংহার করিয়া করে ভুভার হরণ॥
বুড়াছা সতত করে সৃষ্টির সংহার।
ন্যায় তুলা দন্ডে হয় তাহার বিচার॥

সংহারী

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

কল্যাণ অকল্যাণে প্রভুর জনম।
সৃষ্টি, সংহার দুই তাহার ধরম।।
বুড়াছা,নরশিং ভেদ নহে কদাচন।
দুইজনে একমন করিবে মনন।।
দক্ষিণ বামের কর সৃষ্টির কারণ।
সৃষ্টিকর্ত্তা দুই কর করে প্রসারণ।।
সেই দুই হস্তরূপ সুব্রার হাম্ব্রায়।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় এই দুই ভাই।।
কালেয়া, গড়েয়া দুই বিপদ ভঞ্জন।
ইখিত্রা, বিখিত্রা দুই শত্রু বিতাড়ন।।
আপনি অব্যক্ত থাকি দুই হস্ত দিয়া।
সৃষ্টির পালন করে করুণা দানিয়া।।
আপনি ঘুমন্ত থাকি বীজের আকার।
প্রকৃতি উপরে দেন যত দু:খ ভার।।
ভুভার হরণ তরে সংহার কারণ।
বুড়াছা ভীষণরূপে হইল সৃজন।।
প্রভুর সংহার রূপ বুড়াছা আকার।
বুড়াছা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য নহে আর।।
প্রভুর অপার লীলা কে বুঝিতে পারে।
কখন বধিত হয়, কভু বধ করে।।
ফল শস্য নাশে জুমে জুয়াংফার বংশ।
দুর্ভিক্ষ হইবে তাতে, বিশ্ব হবে ধ্বংস।।

অতএব শশিমুখী শান্ত কর মন।
জুয়াংফা নিধন বিশ্বে হয় প্রয়োজন ।।
নরশিং পদে স্মরি আদেশ লইয়া।
ব্যাধবেশে খিচুংফা গেল বাহিরিয়া ।।
জুয়াংফা বৃক্ষে বসি রহে ততক্ষণ।
খিচুংফা নরশিংবান করিল ক্ষেপণ ।।
নরশিং শূল যবে করিল ক্ষেপণ।
প্রকান্ড জুয়াংফা তবে হইল নিধন ।।
ব্যাধরূপী খিচুংফা মারিল বানর।
জুয়াংমা এসব দেখি কাঁদিল বিস্তর ।।
মৃত পিতা শির ধরি শিশু দুইজন।
ততেছা বাতেছা দুই কাঁদিল তখন ।।
তারপর দুই ভাই সমাধি স্থাপিল।
তথায় চালিতা বৃক্ষ জনম লভিল ।।
বুড়াছা মস্তক হতে চালিতা সৃজন।
মলিপূজা সেই বৃক্ষে দিবে সর্ব্বজন ।।
প্রসন্ন রোয়াজা গল্প বলে বিস্তারিয়া।
অলিন্দ্র কাহিনী রচে একাগ্র হইয়া ।।

চন্দ্র বংশে
ত্রিপুরা ও কাছারীদের
উৎপত্তি কথন।

সুপুণ্যদ ব্রহ্মপুত্র তৈয়ুং আখ্যান।
যেথায় কপিল মুনি করে জপ ধ্যান।।
ধলেশ্বরী লাক্ষ্যা সহ হইয়া মিলিত।
ত্রিবেগ নামেতে স্থান হৈল পরিচিত।।
যেথায় তৈয়ুং নদী কুলুকুলু বয়।
হরিণ বরাহ তথা সতত ভ্রময়।।
ঘন ছায়াময় বন পল্লবে শোভিত।
তীরে তীরে নানা বৃক্ষ ঘন সমান্বিত।।
ঝরা পাতা বাহী বায়ু মরমরি বয়।
ললিত বিহগ গীতি মুখরিত রয়।।
লতিকা বল্লরী তরু শির নোয়াইয়া।
ঝোপে ঝোপে গুরুভার পুস্পিত হইয়া।।
কাংস্যরবে কীট আদি সুমধুর গায়।
ফুল রেণু বাসে তথা রজনী পোহায়।।
নীরব পর্ব্বতমালা গভীর নিদ্রিত।
মানস সরসী তথা কমলে শোভিত।।
হংস হংসী চক্রবাক তথা করে খেলা।
নীরব ভেদিয়া রব করে দুই বেলা।।

সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় অনন্ত শকতি।
মানস সরসী নীরে করে জীব সৃষ্টি ॥
জলচর, স্থলচর , উভচর প্রাণী।
বানর বরাহ পশু আর পক্ষী শ্রেণী ॥
তারপরে সৃষ্টি হৈল নৃসিংহ আকার।
পার্ব্বত্য মনুষ্য সৃষ্টি হইল এবার ॥
প্রকৃতি পুরুষ রূপ কঠিন কোমল।
ক্ষিতি অপতেজ বায়ু মিলিত সকল ॥
বীজরূপ ক্ষেত্ররূপ হয়ে দুই শক্তি।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় হইলেন খ্যাতি ॥
বীজরূপে নররূপ দাঙ্গায়ফা মহান।
ক্ষেত্ররূপা নারীজাতি দাঙ্গায়মার প্রাণ ॥
দাঙ্গায়মার গর্ভ হৈতে হৈল পাহাড়িয়া।
সমগ্র মঙ্গোলজাতি নামে কিরাদিয়া ॥
জম্বুদ্বীপে পূর্ব্বাঞ্চলে অর্দ্ধেক ভূবন।
তথায় রাজত্ব করে কিরাদিয়াগণ ॥
কিরাদিয়া এক শাখা হৈল বার্ম্মাজাতি।
বার্ম্মাজাতির শাখা আরাকানে বসতি ॥
আরাকানে এক রাজা বড় বুদ্ধিমন্ত।
চন্দ্র নামে এক মন্ত্রী তাহার সামন্ত ॥
রাজা আর চন্দ্র মন্ত্রী বড়ই সম্প্রীতি।
কেহ কারে নাহি ছাড়ে খেলে নিতিনিতি ॥

সংহারী

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

একদিন দুইজনে সমুদ্র ভেদিয়া।
দুই ডিঙ্গা সাজি দোঁহে গেল বাহিরিয়া ।।
দুই ডিঙ্গা পাশাপাশি রাজা মন্ত্রী চলে।
রাজার তরণী ডুবে উত্তাল সলিলে ।।
রাজা বলে মন্ত্রীবর গণিনু প্রমাদ।
স্বর্ণের অঙ্গুরী মোর রাখ তব সাথ ।।
অঙ্গুরী খুলিয়া রাজা দিলেন ছুঁড়িয়া !
চন্দ্র মন্ত্রী ডিঙ্গা হৈতে লইল ধরিয়া ।।
রাজা বলে মন্ত্রীবর শুন মোর বাণী।
অঙ্গুরী দেখায়ে বার্ত্তা বল যথা রাণী ।।
এ অঙ্গুরী যার হাতে লাগে যথারীতি।
মোর সম সেইজনে ভজিবেক সতী ।।
রাজ্যের শাসন ভার সেজনে অর্পিবে।
যৌবন, ভবন, ধন তারে সমর্পিবে ।।
এত বলি মহারাজ অনন্ত সলিলে।
তরঙ্গ তাড়িত হয়ে গেল নীল জলে ।।
চন্দ্র মন্ত্রীবর গেল রাণীর সকাশ।
মহারাজ শেষ রাণী করিল প্রকাশ ।।
এসব শুনিয়া রাণী কানে দিল হাত।
অঙ্গুরী লইয়া শিরে করে করাঘাত ।।
যোগ দেন খুঁজিবারে মন্ত্রী মহাশয়।
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল যেই যেথা রয় ।।

সকল পুরুষ এল সাজি নানা বেশে।
একজন যোগ্য ব্যক্তি না পাইল দেশে ॥
প্রতি হাতে পরাইল রাজার অঙ্গুরী।
কার হাতে না লাগিল অঙ্গুলিতে ভরি ॥
সকল পুরুষ এল যুবা বৃদ্ধ শিশু।
মন্ত্রী মাত্র বাকী রহে দান্ডাইয়া পিছু ॥
মহারাণী বলে শেষে চন্দ্র মন্ত্রীবর।
অঙ্গুরী পরহ তব অঙ্গুলি উপর ॥
এত শুনি মন্ত্রীবর অঙ্গুরী পরিল।
যোগ্যমতে লাগে হাতে অঙ্গুলি শোভিল ॥
রাণী বলে বুঝিলাম তোমার চাতুরী।
রাজার মরণ হেতু আর এ অঙ্গুরী ॥
পরদার পররাজ্য লোভ করি মনে।
কপট অঙ্গুরী এক এনেছ এখানে ॥
এতশুনি মন্ত্রীবর করে হেঁট মাথা।
অপমান বাজে বুকে পায় মনে ব্যথা ॥
অপমানে মন্ত্রীবর * 'ম্রুহুং'এ আসিল।
চন্দ্রবংশে 'ম্রুহুং' জাতি বলি খ্যাতি হৈল ॥

---

*'ম্রুহুং': মগের ভাষায় ত্রিপুরা বা তিপ্রা জাতিকে ম্রুহুং বলে। তাহারা ম্রুহুং এ বাস করিত।

A dynesty of Chandra King is mentioned in the Nagri inscription at the Sitthaung temple at Mrohoung. Ancient India by R,K. Mookherji, Page - 387.

* চন্দ্রদ্বীপে উপনীত চন্দ্র মহাশয়।
ত্রিবেগেতে করে বাস রচিয়া আলয় ।।
চন্দ্রমন্ত্রী বংশধর চন্দ্রবংশ হৈল।
তুইপ্রা নিবাসী তিপ্রা পরিচয় দিল ।।
দাঙ্গায়ফার বংশে জন্ম জুয়াংফা বানর।
জুয়াংফা বংশেতে হৈল বড়ো বংশধর ।।
পরমা সুন্দরী এক বড়ো রাজ বালা।
গুণমুগ্ধা হয়ে চন্দ্রে স্বামীত্বে বরিলা ।।
এই বংশে জনমিল তিপ্রা রাজগণ।
কীরাটে জিনিয়া' রাজ্য করিল স্থাপন ।।
তৈযুং * কপিলানদী যেথায় মিলিত।
দ্বিতীয় ত্রিবেগ তথা হইল স্থাপিত ।।
বরবক্র খাদ ধরি এই বংশধর।
নদীর উজান দিকে চলিল তৎপর ।।
মধ্যবর্ত্তী তীরে যার হইল বসতি।
কাছারী বলিয়া সবে হইলে খ্যাতি ।।
ফল শস্য ফলাইয়া ক্রমে নদী তীরে।
নদীই আপন মাতা জানিল অন্তরে ।।
অদ্যাপি কাছারীগণ দেয় পরিচয়।
নদীর সন্তান তারা কিভাবেতে হয় ।।
তিপ্রা কাছারীগণ সদা নদী ভজে।
নদীর সন্তান তারা ভাবে হৃদি মাঝে ।।

সুরমা গোমতী নদী আজন্ম পূজিত।
যে নদী ভজিলে নর হয় পূত চিত্ত ॥
হেড়ম্ব খাসিয়া দেশ চেদী রাজ্য যত।
এসব দেশেতে বাস করেন কীরাট ॥
মদ্য মাংস খায় সবে দেয় নরবলি।
বিষ্ণু নিন্দা করে সদা হয়ে কৌতুহলী ॥
হেড়ম্বের অধিপতি কাছারী সকল।
ত্রিপুরা চেদী রাজ্য করিল দখল ॥
চন্দ্রবংশ ক্রমে ক্রমে হয়ে বিস্তারিত।
ব্রহ্মপুত্র লাক্ষ্যাবধি হইল বিস্তৃত ॥
উত্ত রে তৈয়ুং নদী দক্ষিণে আচলঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলীসীমা পশ্চিমে কোচবঙ্গ ॥
চট্টগ্রাম পূর্ব্ববঙ্গ সীতাকুন্ডু পাড়।
ছড়ায়ে পড়িল ক্রমে ত্রিপুর কুমার ॥

—০—

মহারাজ ত্রিপুর ও সুবরায় মহারাজার উপাখ্যান।

সুবড়াই-পিতামহ দৈত্য মহাশয়।
তৈপুর নামেতে রাজা তাহার তনয়।।
দৈত্যের স্বভাব ছিল অতি মনোহর।
মাগুরী নামেতে কন্যা দানে চেদীশ্বর।।
দৈত্যের ঔরসে জন্ম হইল ত্রিপুর।
বিক্রমে বিশাল অতি জিনে সুরাসুর।।
অতীব অশিষ্টাচার হয় ক্রুরমতি।
প্রজা নিপীড়নে রাজ্যে হইল দুর্গতি।।
একে একে নানাদেশ করিয়া বিজয়।
নানা রত্ন রাশি রাশি ভান্ডারে পুরয়।।
দৈত্যবংশে মহারাজ হইল ত্রিপুর।
অহঙ্কারে সদা মত্ত ঐশ্বর্য্য প্রচুর।।
হয় হস্তী পদাতিক আছে অগণণ।
সর্বদা প্রস্তুত থাকে যত যোদ্ধাগণ।।
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে।
ত্রিপুর প্রতাপবান এই মহীতলে।।
অঙ্গেতে অসীম বল যেন মত্ত করী।
নির্ভয়ে যুঝিতে সদা করে অসি ধরি।।

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

ত্রিপুর বংশেতে যত হইল রাজন।
ত্রিপুর সমান বীর জন্মেনি কখন ॥
ত্রিবেগেতে জন্ম, নাম রাখিল ত্রিপুর।
বিক্রমে বিশাল অতি স্বভাবে অসুর ॥
সুবৃহৎ হয় তার নিজ রাজপুরী।
প্রাসাদে প্রস্তুত স্তম্ভ শোভে সারি সারি ॥
পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া বসিল।
আপন রাজ্যেতে সবে ডাকিয়া বলিল ॥
আমার রাজ্যেতে দেবে পূজা না করিবে।
রাজারে দেবতা জ্ঞানে সতত ভজিবে ॥
যাহাকে দেখিব আমি পূজে দেবগণ।
সুতীক্ষ্ণ কুঠারে মুন্ড করিব ছেদন ॥
বুড়াছার সনে তার হৈল সংঘর্ষণ।
বুড়াছা সংহার তরে করে আয়োজন ॥
মদ্য মাংস খায় সদা নাহি ভক্তি জ্ঞান।
বুড়াছারে নিন্দে সদা করি শত্রুজ্ঞান ॥
অমঙ্গল জ্ঞানে সদা বুড়াছা তাড়ায়।
কুলের দেবতা কভু নাহি পূজা পায় ॥
বুড়াছা কৌশল ক্রমে ত্রিপুরে ধরিয়া।
গিরি শৃঙ্গে, নিজালয়ে গেলেন লইয়া ॥
বলিল ত্রিপুর তুমি সবার প্রধাণ।
কত শক্তি ধর দেহে দেখাও প্রমান ॥

হাজার জলের পাত্র রাখিয়া সম্মুখে।
সব জল কর পান যদি শক্তি থাকে ॥
ত্রিপুর বলিল ইহা কিমতে সম্ভবে।
একাকী হাজার পাত্র কে জল খাইবে ॥
বুড়াছা দাঁড়ায়ে তবে পাত্র একে একে।
নি:শেষে করিল পান যতজল থাকে ॥
তারপর গোটা দুই মহিষ খাইল।
পর্ব্বত প্রমাণ অন্ন গ্রাসেতে পুরিল ॥
মর্ত্ত্যকুলবাসী তুমি সসীম শকতি।
তাহার অধিক শক্তি দেব ধরে অতি ॥
আপনার শক্তি যবে হয় পরাজয়।
মর্ত্ত্যবাসী দৈবশক্তি সতত স্মরয় ॥
এই বলি অস্ত্র সব আঙ্গুলে ধরিয়া।
একে একে বুড়াছা ভাঙ্গিল ফেলিয়া॥
ত্রিপুর বিস্ময় ভরে করে নিরীক্ষণ।
বুড়াছা বলিল যাও আপন ভবন ॥
ক্ষমিলাম সব দোষ করহ গমন।
বেদতা, ঈশ্বর জ্ঞানে করিবে পূজন ॥
আপন রীতিতে সদা দেবেরে ভজিবে।
আপন মরমে ভাষে স্রষ্টারে ডাকিবে ॥
আপনার ভাষা আর নিজ পরিধান।
পরিত্যজ্য নহে কভু, দেহে যদি প্রাণ ॥

জুয়াংফা বংশেতে মাতা জন্মিল তোমার।
পিতৃ বংশ অভিশপ্ত জানিয়া কুমার।।
বংশ বৃদ্ধি না হইবে এ বিশ্ব মাঝার।
তোমার বংশেতে হবে কিরাট আচার।।
ততেছা, বাতেছা দুই হইয়া সহায়।
পিতৃ হত্যা পাপভাগী হইল ধরায়।।
অন্য অন্য জাতি বিশ্বে হইবে প্রবল।
অভিশপ্ত তব বংশে সংখ্যাতে বিরল।।
স্বধর্ম্ম, সংহতি ক্রমে অন্যে প্রভাবিত।
একে একে সমাজেতে, আচরণ লুপ্ত।।
স্বধর্ম্ম, সংহতি দুই রক্ষার কারণ।
হাচুক্‌মারে ভক্তিভরে করিবে পূজন।।
নানামতে হিতবাক্য বলিয়া রাজনে।
মুক্ত দিয়ে পাঠালেন আপন ভূবনে।।
মুক্ত হয়ে ত্রিপুর আসিল ত্বরিতে।
প্রজাগণে ডাকি তবে বলিল এ মতে।।
বুড়াছা, পামর অতি নরমাংস খায়।
যুঝিব, সাজহ রণ, যাতে রক্ষা পায়।।
গ্রামবাসী, দেশবাসী সাজহে সকল।
শেল, শূল, ধর হাতে যার আছে বল।।
বারে বারে তারে দেব ক্ষমা প্রদানিয়া।
শূলের আঘাতে বধে অসহ্য হইয়া।।

মহাক্রোধে বুড়াছা ত্রিপুর বধিল।
বূড়াছা ত্রিপুর কুলে অরি যে হইল ॥
ত্রিপুর সংহার দেখি যত পুরজন।
ভয়ার্ত্ত হইয়া সবে লইল শরণ ॥
নাহি ভক্তি শুদ্ধমন বুড়াছা পূজনে।
শত্রু রূপে করে পূজা ভয়ের কারণে ॥
বুড়াছা তাদের মনে সদা ভয়ঙ্কর।
বুড়াছা আর সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবেন অন্তর ॥
অদ্যাপি বুড়াছা নামে মনে পায় ভয়।
নিজাচারে সৃষ্টিকর্ত্তা পরিত্যজ্য হয় ॥
তেকারনে কেহ্ ধরে বেদের আচার।
পরধর্ম্ম, অসম্পূর্ণ , হয় ভ্রষ্টাচার ॥
বুড়াছা সংহার রূপ সতত ভাবিল।
তাহার কল্যাণরূপ মনে না আনিল ॥
বুড়াছা ভূত নহে, হয় ভূতনাথ।
ভূত প্রেত সদা বাস করে তার সাথ ॥
ভূত প্রেত তৃপ্তি তরে কুকুর বলিদান।
বুড়াছা না লয় ভুক সে হয় মহান ॥
মদ্য খায় মাংস খায় নেশা দ্রব্য পান।
গলেতে রুদ্রাক্ষ মাল জীর্ণ পরিধান ॥
শ্মশানে, মশানে ভ্রমে শিশু হেন মন।
মনভোলা, আত্মভোলা রহে চিরন্তন ॥

ত্রিপুর সংহিতা
সংহারী
সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

কল্যাণে কল্যাণময় সত্যের আশ্রয়।
বিধির বিধানে শুধু সংহার করয় ॥
সৃষ্টির সংহার কার্য্য মঙ্গল কারণ।
নবীন সৌন্দর্য্য সৃজে করিয়া নিধন ॥
পূরাতন ধ্বংস হলে নূতন উদয়।
নবীন যুবতী বিশ্ব হয় শোভাময় ॥
সত্য সুন্দর আর হয় কল্যাণময়।
তাহার কল্যাণ রূপ ভাবিবে নিশ্চয় ॥
ত্রিপুর নিধনে প্রজা পাইল আশ্বাস।
রাজ্যহীন হয়ে বলে বুড়াছা সকাশ ॥
তুমিই মোদের রাজা করিলে নিধন।
রাজাহীন রাজ্যে বাস করে প্রজাগণ ॥
রাজাহীন হয়ে প্রজা করে হাহাকার।
কিভাবে সুযোগ্য রাজা পাইব আবার ॥
রাজার বিধবা পত্নী হীরা নাম ধরে।
পুত্র এক জন্মিলেন বুড়াছার বরে ॥
বুড়াছা আশীষে আর হীরার জঠরে।
অতীব ধার্ম্মিক রাজা জন্মিলেন পরে ॥
ত্রিলোচন নাম রাজা অতি পূণ্যবাণ।
সর্ব্বদেব দেবী পূজা করিল বিধান ॥
চর্তুদ্দশ দেবমূর্ত্তি করিল স্থাপন।
'কের' খারচী পূজা কৈল প্রচলন ॥

কুলের দেবতা সব ভজে একে একে।
তাহার পূণ্যেতে প্রজা রহিলেন সুখে ॥
অতীব মহান রাজা দেব হেন জ্ঞান।
বৃহস্পতি সম বুদ্ধি করে যজ্ঞ দান ॥
সুবরায় রাজা হেন মঙ্গল বিধান।
সমাজ কল্যাণ তরে রচে মতিমান ॥
পুন: সমাজ বিধি করিল রচন।
সুবরায় বলিয়া তাকে ডাকে সৰ্ব্বজন ॥
আদিতে সুবরায় বিশ্বে আনিল বিধান।
ত্রিলোচন তার তূল্য বিধি করে দান ॥
ভূভার ধারণ তরে সুবরায় জন্মিল।
ঊনকোটী তীর্থে শিব মন্দির রচিল ॥
সুবরায় খুঙ্গ নামেতে পাবে তার পরিচয়।
অদ্যাপি খুঁজিলে পাবে তার পরিচয় ॥
অতি সুপ্রাচীন যুগে পর্ব্বত নিবাসী।
বুড়াছা ভক্ত শৈব পালে চর্তুদ্দশী ॥
মুরুঙ্গ, খুনী, চাক, সিকাম, লুসাই।
বুড়াছার উপাসক শৈব নাম তাই ॥
বেদজ্ঞ, আচার দেখি বুড়াছা পূজন।
বুড়াছারে শিব বলি করেন মনন ॥
তাই বলি শিব, পূজা আর বুড়াছাতে।
পূজাবিধি উভয়ের নহে একমতে ॥

জাতি ধর্ম না ভাবিয়া যে যাহা আচরে।
সে আচারে ভক্তি প্রভু লয় সমাদরে ॥
বুড়াছার পাদপদ্ম করিয়া বন্দনা।
অলিন্দ্র আগ্রহ ভরে করিল রচনা ॥

গোমতী নদীর উপখ্যান

আপন মাহাত্ম্য বিশ্বে করিতে প্রচার।
দেবগণ জন্ম লয় এ বিশ্ব মাঝার ॥
সৃষ্টির রক্ষণ আর ভূভার হরণ।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন ॥
এর তরে দেবগণ লভেন জনম।
নরের আশ্রয় করি করেন করম ॥
বুড়াছা ত্রিপুরা জাতি হয় মহা অরি।
স্বভাবে তাহার নাম হয় ত্রিপুরারি ॥
বুড়াছা, ত্রিপুরা কুল, শত্রু আচরণ।
কভু বা ত্রিপুরা বধে, কভু বধ্য হন ॥
বুড়াছা জুয়াংফা রূপে হইল নিধন।
সর্প রূপে আর বার হইল মরণ ॥
কাঁইস্কক গ্রামেতে এক দরিদ্র গৃহেতে।
গোমতী জনম লভে এই পৃথিবীতে ॥
*কসমতি, গোমতী নামে হয় দুই বোন।
অতীব সুন্দর রূপ কার্য্যেতে নিপুণ ॥

*কস্‌মতি— অর্থাৎ তুই কসম্‌-মা, (কৃষ্ণবর্ণ নদী) বর্ত্তমান খোয়াই নদী।

সার্দ্দেংহা নামেতে পিতা পুরের অচাই।
ডুম্বুরুং নামেতে মাতা হয় পুর ধাই ॥
পিতা ওঝাই কার্য্য করেন সতত।
গৃহের বাহিরে সদা দেব পূজা রত ॥
আপন সংসার কর্ম্মে রহে উদাসীন।
পুত্র কন্যা তরে রহে ভাবনা বিহীন ॥
মদ্য খায় মাংস খায় পূজায় অর্পিত।
জীর্ণ বস্ত্রে কন্যাগণ রহেন সতত ॥
তৈল হীন শিরে চুলে হয় জটাজাল।
অনাহারে কন্যাগণ দু:খে কাটে কাল ॥
সামান্য আয়ের পথ অল্প জুম চাষ।
অনাহারে জুম কার্য্য করে বার মাস ॥
জুমের ফসল দোঁহে করেন রক্ষণ।
গৃহ নাই, নাই সব জুমে প্রয়োজন ॥
একদিন দুই ভগ্নী জুম কাজে রত।
মুষল ধারায় বহে বৃষ্টি অবিরত ॥
বারি বিন্দু বহি আনে শীতল বাতাস।
শীতে কম্পমান হৈল নাহি প্রান আশ ॥
গৃহহীন জুম মাঝে রহে তরুতল।
ভিজিয়া বসন, অঙ্গ হইল শীতল ॥
সজল নয়নে বলে গোমতী সুন্দরী।
কে আজি আশ্রয় দিবে চিত্তে দয়া করি ॥

সর্প, পশু,নর কিংবা যে আছে নিকটে।
আশ্রয় দানিয়া আজি ত্বরাও সংকটে ।।
এত শুনি বুড়াছার মনে দয়া হৈল।
সর্প বেশে অগ্নি লয়ে উপনীত হৈল ।।
অতি স্থূলকায় সর্প কাষ্ঠের প্রমাণ।
কৃষ্ণবর্ণ বক্ষতার হয় লম্বমান ।।
অগ্নির উত্তাপে কন্যা শীত করে দূর।
গৃহ আদি হৈল ক্রমে দ্রব্য সুপ্রচুর ।।
গোমতী বলিল যেই সংকটে ত্বরাবে।
বিবাহ করিয়া তারে যৌবন অর্পিবে ।।
আপন আশ্রয়দাতা সর্প বিদ্যমান।
জীবন অর্পিয়া দিল সব কুলমান ।।
আপন প্রতিজ্ঞা স্মরি সর্প প্রতি কয়।
তোমা বরিলাম আমি শুন মহাশয় ।।
সযতনে অন্ন আদি করিয়া রন্ধন।
স্বামীরে অগ্রেতে দেয় করিতে ভক্ষণ ।।
বন্য পত্রে খাদ্য আদি যতনে বাঁধিয়া।
কসমতি সোহাগ ভরে খাওয়ায় ডাকিয়া ।।
'কুমুই' 'কুমুই' বলি করে সম্বোধন।
শুনিবার মাত্র আসে সর্প ততক্ষণ ।।
গ্রাসে গ্রাসে গিলে সর্প না রাখিল বাকী।
দুই ভগ্নী নিরুত্তর অনাহারে থাকি ।।

কুমুই — ভগ্নীপতিকে 'কুমুই' সম্বোধন করা হয়।

অনাহারে অর্দ্ধাহারে হৈল শীর্ণকায়।
কতদিনে পিতৃদেব কারণ শুধায় ॥
স্নেহ ভরে কাছে ডাকি মিষ্টভাবে কয়।
শীর্ণ দেহ দুইজন বল কিবা হয় ॥
বল মাত: বিশেষিয়া কিসের কারণ।
বড় শীর্ণকায় দেখি তোদের বদন ॥
গোমতী আনত মুখে রাখিল গোপন।
কসমতী পিতার কাছে বিস্তারিয়া কন ॥
শুন পিতা, সে বারতা না হয় বর্ণন।
শীতার্ত হইয়া দিদি বরে ফণীজন ॥
ভুজঙ্গম অন্ন গ্রাসে না রাখেন বাকী।
অনাহারে অর্দ্ধাহারে দুই জনে থাকি ॥
কন্যার সদনে পিতা শুনিয়া তদন্ত।
বধিবারে সেই সর্প করিল সিদ্ধান্ত ॥
একদিন'মাইখুলুম' হয় অন্যগ্রাম।
গোমতী আহ্বান পেয়ে গেল সেইধাম ॥
রন্ধনের কার্য্য করি সবারে তুষিল।
নিমন্ত্রিত যতজন সবে খাওয়াইল ॥
এদিকে আসিয়া পিতা কসমতীরে কয়।
ডাক দাও ভূজঙ্গম বধিব নিশ্চয় ॥
কসমতি ডাকিলেন আজ্ঞানুসার।
কুমুই যুই, কুমুই হেথা এস একবার ॥

সুগন্ধি চর্চিত অন্ন আছে পত্র ভরা।
বারেক আসিয়া খাও এস ভাই ত্বরা ॥
এতশুনি ভূজঙ্গম আসিল ত্বরিতে।
শানিত কৃপাণ করে ধাইল বধিতে ॥
সপ্তখন্ড করি পিতা করিল ছেদন্।
গোমতীর খসি পড়ে অঙ্গ আভরণ ॥
অমঙ্গল ভাবি মনে গোমতী ফিরিল।
গৃহেতে আসিয়া ত্বরা স্বামী না দেখিল ॥
গোমতী আসিয়া গৃহে ডাকে বার বার।
ডুঙ্গুই, কোথায় গেলে এস একবার ॥
সর্ব্বত্র নীরব হৈল নাহি ফণীধর।
গোমতী স্বামীর তরে খুঁজিল বিস্তর ॥
কুকুর শাবক এক লয়ে পাছু পাছু।
গোমতী সন্ধান করে না চাহিয়া কিছু॥
কুকুর খুম্পুই বনে পাইল সন্ধান।
সপ্তখন্ড সর্প লয়ে হৈল ম্রিয়মান ॥
তারপর মৃত সর্প কোলেতে লইয়া।
বিলাপ করেন সতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
গঙ্গার অংশেতে জন্ম গোমতী মায়ায়।
আঁখিনীরে ধীরে ধীরে নদী বহে যায় ॥
খরস্রোতা নদী বহে পর্ব্বত মাঝার।
গোমতীর আঁখিনীর বহে নদী ধার ॥

দেখিতে দেখিতে নদী হয় বেগবতী।
সর্প সহ নদী হৈল নামেতে গোমতী ।।
অদ্যাপি গোমতী নাম সেই আঁখিধার।
পাহাড়ীয়া মর্ম্মব্যথা বুকের মাঝার ।।
কত কথা কত গীতি মাখা সেই নদে।
পিতৃ পিতামহগণ ছিল যার পদে ।।
পিতৃগণ অস্থি ভস্ম বুকেতে ধরিয়া।
কত স্মৃতি রাখে মাত: বুকে জড়াইয়া।।
কত কথা পুরাতন, সুমধুর গীতি।
পাহাড়ী জীবন বুকে ধরিল গোমতী ।।
ঘন ছায়াময় বন পর্ব্বত ঘিরিয়া।
বিলাপ করিল তথা গোমতী বসিয়া ।।
তথায় ডম্বুর তীর্থ হরে যত পাপ।
যেথায় গোমতী বসি করিল বিলাপ ।।
এই নদী তীরে জুমে পাহাড়ী দম্পতি।
ভাব বিনিময়ে মনে সঞ্চারিল প্রীতি ।।
বাঁকা নদী তীর ঘেরা সুউচ্চ পর্ব্বতে।
সোনালী ফসলে জুম শোভিল শোভাতে ।।
গোলাভরা ধান্য গর্ব্বে হরষিত মন।
সুমধুর গীত রবে কাঁপিত কানন ।।
জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লীন দেখি কসমতি ব্যথিত।
করুণ হৃদয়ে ডাকে হইয়া দু:খীত।

কসমতির (খোয়াই নদীর) বিলাপ

গোমতী ডুবিল জলে, আপন আঁখির জলে,
বহে নদীধার খরতর ॥
কসমতি সেসব দেখি, ভাসে অশ্রু দুই আঁখি
সকরুণে কাঁদেন বিস্তর।
আমারে ছাড়িলে দিদি, নিদারুণ হয় বিধি
কে করিবে মিষ্ট সম্ভাষণ।
তোমার আশ্রয়ে সুখে, রাখিলে আপন বুকে
আজি কেবা করিবে রক্ষণ ॥
এতেক গোমতী শুনি কহে সকরুণ বাণী,
থাক তুমি বৃক্ষে আরোহিয়া।
বিরিন্দিয়াগণ পথে, লইয়া যাইবে সাথে,
রাজা সনে হবে তব বিয়া ॥
বিরিন্দিয়াগণ আসি, দেখি তার মুখশশী,
লয়ে গেল রাজার সদন।
অতীব সুন্দরী নারী, রূপে যেন বিদ্যাধরী,
পেয়ে রাজা, নাহি কার্য্যে মন ॥
রাজার মহিষী যত, হিংসায় হইল মত্ত,
যুক্তি করে কসমতি নিধন।
এক বর্ষ গত প্রায় কসম গর্ভবতী হায়,
দশমাসে প্রসব বেদন ॥

পুত্রহীন মহারাজা, গুণে জ্ঞানে মহাতেজা,
দেখি গর্ভে পুত্রের লক্ষণ।
বিলম্ব না করি রায়, নগরেতে চলি যায়,
আনিবেন কনক দোলন ॥
একপ্রান্ত সূত্র হায়, প্রাসাদে বাঁধিয়া তায়,
অন্যপ্রান্ত নিল নিজ স্থান।
মহারাণীগণে বলে, যদ্যপি প্রসব হলে,
সূত্র প্রান্তে ধরি দিবে টান ॥
অন্য অন্য মহারাণী, হিংসার পূরিত ফণী,
পুত্রবতী পাইবে সোহাগ।
আমা সবাকারে হায়, ত্রিপুরা রাজন তায়,
পুত্রহীনে হইবে বিরাগ ॥
এতেক যুকতি করি, বারে বারে সূত্রধরি
বারে বারে করে টানাটানি।
একবার দুইবার, রাজা আসে বার বার,
চলি গেল সব মিথ্যা জানি ॥
কসমতি ব্যথিত হয়ে, প্রসব যন্ত্রণা পেয়ে,
শুধাইল অন্য রাণী স্থান।
বিলম্ব না সহে আর, বেদনা হইল ভার,
কোথা হয় প্রসবের স্থান ॥
এখানে ওখানে বলে ভুলাইল নানা ছন্দে,
বলে ইহা রাজার বিধান।

নানামতি মহারাজা, নানাকার্য্যে কক্ষ সাজা,
প্রসবের হেথা নাহি স্থান ।।
এখানে সেখানে যায়, কোন কক্ষ বাকী নাই,
কক্ষ সব রাজার লাগিয়া ।
তারপরে নদী তীরে, প্রসবি নদীর নীরে,
সব পুত্র ফেলিল ধরিয়া ।।
এক কন্যা, পুত্র ছয়, কসম প্রসবিয়া কয়,
দিদি তুমি করহ পালন্ ।
এক পুত্র না রহিল, গোমতী জলেতে দিল,
রহে শুধু জীর্ণ পরিধান।।
সোনার দোলন লয়ে, রাজা ফিরে নিজালয়ে,
দেখে মিথ্যা হৈল গর্ভপাত ।
শুনি অন্য রাণী মুখে, অপমান বাজে বুকে,
রাজা শিরে করে করাঘাত ।।
রাজা নাহি কয় কথা, কসমের মুড়ায়ে মাথা
চড়াইতে দিল হংসদল।।
মহারাণী যত অরি, এসব নয়নে হেরি,
লুকাইয়া হাসে খল খল ।
লভিয়া গোমতী স্নেহ বেড়ে উঠে শিশু দেহ
হৈল সবে নবীন যৌবন ।
একদিন আসি হায় মহারাজে বলে যায়
পূর্ব্বে যাহা হইল ঘটন ।।

পুত্রগণ দু:খ শুনি,　　　রাজা মনে দু:খ গণি,
অন্য রাণী করিল নিধন।
বলে মহারাণীগণ,　　　ঘটাইলে অঘটন,
যোগ্য শাস্তি লহ জনে জন ।।
পূর্ব্ব পরিচয় পেয়ে,　　　রাজা হরষিত হয়ে,
কসমতিরে আনিল তখন।
দিব্যবস্ত্র পরাইল,　　　সবাকারে সান্ত্বাইল,
বলে সুখে থাক পুত্রগণ ।।
অলিন্দ্র ত্রিপদী ছন্দে,　　　স্মরিয়া গোমতী পদে,
এই গাঁথা করে বিরচন।
সুধা হতে আর সুধা,　　　শুনিলে যাইবে ক্ষুধা,
এক মনে করহ শ্রবণ ।।

বুড়াছার ছাক চড়াই পূজা ও বিধির পূজা বর্ণন।

দাঙ্গায়ফা জিজ্ঞাসেন সুকুন্দ্রায় স্থান।
দয়া করি কহ মোরে পূজার বিধান ।।
দেব দেবী পূজিবারে কিবা বিধি হয়।
পূজিয়া এসব দেবে কিবা ফলোদয় ।।
সুকুন্দ্রায় বলিলেন দাঙ্গায়ফার স্থান।
সৃষ্টির প্রারম্ভে নরে নাহি দেব জ্ঞান ।।
আহার লাগিয়া নর ভ্রমে চারি ধার।
আপন প্রবৃত্তি বশে হয় স্বেচ্ছাচার ।।
তোমার শতেক পুত্র লভিয়া জনম।
স্বেচ্ছাচারী হয় সবে প্রবল বিক্রম ।।
বুড়াছা কঠোর হস্তে করিয়া দমন।
দেবত্ব অস্তিত্ব বিশ্বে করায় মনন ।।
তারপর নরগণ জীবন ধারণে।
শকতি প্রয়োগ করে শক্র বিদ্যমানে ।।
নরের অসীম শক্তি যবে লয় পায়।
অসীম শক্তির তরে দেব ভজে তায় ।।
নরের শক্তির দম্ভ করি চূর্ণপাত।
মনেতে দেবত্ব শক্তি জাগাল নির্ঘাত ।।

সে কারণে বুড়াছা হয় মহাদেব।
দেবের প্রধান দেব হয় আদিদেব ॥
একাকী বুড়াছা পূজা হয় ছাক চড়াই।
মংগিনী তাহার সাথে সদা পূজা পায় ॥
সপ্ত ছেকাল নারী সহ বুড়াছা পূজন।
কালাকতর তার নাম হয় যে কথন ॥
জলে, জলদেব রূপে বুড়াছা পূজন।
নাইরাং বলিয়া পূজা হয় যে কথন ॥
বনেতে বুড়াছা নাম হয় বনমালী।
দোষ দুষ্ট স্থানে 'দস:' নামেতে অঞ্জলী ॥
মলি পূজা, খোয়া পূজা সব বুড়াছার।
কেমা, কেস্রা পূজা আদি পায় অধিকার ॥
বংশেতে কাহারে যদি ব্যাঘ্র করে নাশ।
বুড়াছার খোয়া পূজা শুদ্ধ করে দোষ ॥
'বিথি ফুমুং' কেবেং বুমুং' ওসব পূজায়।
বুড়াছা ওসব স্থানে সদা পূজা পায় ॥
প্রকৃতি পুরুষ দুই অখন্ড জানিবে।
সে কারণে দেব পূজায় দেবী পূজা পাবে ॥
দেবীর সেবায় আর দেব পূজা পায়।
যার নামে পূজা, অগ্রে তাহারে "সোয়ায়" ॥
তৈবুক মার সাথে কিংবা মাইলুংমা পূজায়।
বুড়াছা তাদের সাথে সদা পূজা পায় ॥

এ সব দেবতা পূজি কিবা ফলোদয়।
বিশেষিয়া বলি তবে শুন মহাশয়॥
ইহকালে গৃহস্থ্যের গার্হস্থ্য রক্ষণ।
শত্রুর তাড়ন আর বিপদ ভঞ্জন॥
ধন জন বৃদ্ধি হেতু রোজ নিবারণ।
অথবা অসীম শক্তি করিতে অর্জন॥
নরের সসীম শক্তি হয় ক্ষণ স্থায়ী।
অমর দেবতা কুল হয় সর্ব্বজয়ী॥
গার্হস্থ্য রক্ষণ আর মঙ্গল কারণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল লভি জয়ের কারণ॥
ইহ সুখ কামনায় দেব পূজা করে।
পূজিয়া ঐহিক সুখ পায় সদা নরে॥
অতএব দেব পূজা না করিও হেলা।
পূজিলে ত্বরিবে ভবে, দেব ভব ভেলা॥
ইহকালে দেবতারে ভক্তিতে পূজিলে।
স্বাস্থ্য, অর্থ, শ্রী বৃদ্ধি হয় অবহেলে॥
নরগণ এই বিশ্বে লভিয়া জনম।
সবার কর্ত্তব্য আছে জানিও মরম॥
অতীব দরিদ্র কিংবা রাজার কুমার।
সবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম রয়েছে অপার॥
দেবতা পূজিলে বৃত্তি হয় জাগরিত।
সবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয় সম্পাদিত॥

অন্তরে অসীম শক্তি লভিবে মানব।
আনন্দ হইবে মানি পূজার উৎসব ॥
সবার একত্ব বোধ হইবে তাহাতে।
জাতীর জাতিত্ব বোধ জাগিবেক ইথে ॥
দেব ভক্তি মন হয় শুদ্ধ সুনির্ম্মল।
বাড়িবে মনের শক্তি, আশু পায় ফল ॥
শৈশবেতে মাতা-পিতা আশ্রয় প্রধান।
স্মরণে মানসিক শক্তি হয় বলবান ॥
পূর্ণাঙ্গ বয়সে নরে প্রধান আশ্রয়।
শ্বাশত কল্যাণময় সৃষ্টি কর্ত্তা হয় ॥
সংসার নিখুঁত কর্ম্ম করিতে সাধন।
অথবা মনের বল হবে জাগরণ ॥
তে কারণে দেব পূজা একান্ত বিধান।
আনন্দ আশীষ দুই লভিবে ধীমান ॥
এতেক বচন যবে সুকুন্দ্রায় কয়।
দাঙ্গায়ফা সে সব বাণী মনে আঁকি লয় ॥
প্রসন্ন রোয়াজা তথ্য করিল বর্ণনা।
অলিন্দ্র ছাক্ চড়াই পূজা করিল রচনা ॥

ত্রৈপুর সংহিতা
সংহারী

সৃষ্টি রহস্য বুড়াছা খন্ড
শ্রী শ্রী গড়েইয়া দেবের উৎপত্তি কথন

মঙ্গল হইল রাজা শোভে রাজপুরী।
পথের দু'ধারে শোভে বৃক্ষ সারি সারি ॥
ভ্রাতৃগণ সভাস্থল করেন শোভিত।
সুকুন্দ্রায় দাঙ্গায়ফা করে যতেক বিহিত ॥
সুকুন্দ্রায় বলে, শুন দাঙ্গায়ফা সুজন।
রাজা হয়ে রাজ্য রক্ষা হয় প্রয়োজন ॥
রণ সজ্জা অস্ত্রবল করহ বিধায়।
গড়েইয়া আপনি সৈন্যে হইবে সহায় ॥
আমার অপর নাম গড়েইয়া মাতাই *
সংক্ষেপে বলিব শুন বাক্য সমুদায় ॥
একক অব্যক্ত শক্তি-অবস্তু বিশেষ।
বস্তুরূপে প্রকাশিল, ব্রহ্মান্ড অশেষ ॥
অনাদি অনন্ত বিশ্ব না হয় বা খান।
কল্পনা অতীত শুধু; সিদ্ধা অনুমান ॥
অবস্তু, প্রেরণা, ধর্ম্মে হৈল পরমাণু।
ক্ষিতি, অপ,তেজ, বায়ু এই চারিরেণু ॥

চারি পরমাণু যোগে জীবের উদয়।
অনাদি অনন্ত বিশ্ব হৈল জীবময়।।
স্থাবর জঙ্গম আদি, দৃশ্যা দৃশ্যময়।
চারিরেণু, স্থূলতনু, বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়।।
প্রাণী কুল লভি জীব রহে অসহায়।
জীবের রক্ষিত মনে প্রেরণা যোগায়।।
অব্যক্ত শ্বাশত শক্তি, আধারে প্রকাশে।
ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়ে বস্তু, নিয়ম বিকাশে।।
নিয়ম শৃঙ্খলাময় বিশ্ব অনুপম।
কদাপি বিশ্বের সত্য নহে ব্যতিক্রম।।
বিশ্বের মহান সত্য হয় 'মাতাই কতর'।
স্থান ভেদে কালভেদে হয় নামান্তর।।
কভু বা বুড়াছা নাম কভু , নৃসিংহ মহাদেব।
কালেয়া, গড়াইয়া কভু, নৃসিংহ কেশব।।
আপন অংশেতে জীবে করিয়া সৃজন।
রক্ষণ প্রবৃত্তি দিল, রক্ষার কারণ।।
ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, অহংকার মান।
দয়া, ক্ষমা, সরলতা, ঈর্ষ্যা, অভিমান।।
বাৎসল্য, হিংসা, ক্ষোভ, স্নেহ ব্যবহার।
জীবের প্রবৃত্তি ইহা, হৃদয়ে আধার।।
কাম, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, সর্ব্ব জীবে রয়।
সমগ্র প্রবৃত্তি ধারী, মনুষ্য হৃদয়।।

মনের প্রবৃত্তি ভয়, দেহের কারণে।
কামনা ব্যাহত হলে ক্রোধ হয় মনে।।
ক্রোধ হৈতে হিংসা বৃত্তি -লিপ্ত হয় রণে।
গড়েইয়া রণের দেব, রণ অধিষ্ঠানে।।
রণে উগ্রমুর্ত্তি ধরি করি অধিষ্ঠান।
কালেয়া, গড়েইয়া দোঁহে রহে বিদ্যমান।।
সংহার মুরতি ধরি তান্ডব নর্ত্তনে।
শোনিত উৎসবে মত্ত হয় দুইজনে।।
কালেয়া, গড়েইয়া পদে করিয়া স্মরণ।
অলিন্দ্র পয়ারে রচে উৎপত্তি কথন।।

---

* মাতাই — দেবতা

শ্রীশ্রী কালেয়া, কলেয়া, ও গড়েইয়া দেবগণের প্রতিষ্ঠা বিধি।

সুকুন্দ্রায় দেব বলে হও অবহিত।
কি মতে গড়েইয়া দেব হয় প্রতিষ্ঠিত।।
প্রথম বছর তিন, পূজ কালেয়ারে।
*ওয়াছক কুপিয়া পূজ; এ তিন বছরে।।

মোরগ কপোত পক্ষী বলির বিধান।
এ ভাবে বৎসর তিন পূজ মতিমান ।।
বছর প্রথম দিনে ওয়াছক পূজিবে।
ঢাক,ঢোল, অসি লয়ে পুলকে নাচিবে ।।
তিন সন ওয়াছক পূজা হৈলে সমাপন।
শূল প্রতিষ্ঠান করি করিবে পূজন ।।
শূল অধিষ্ঠাতা দেব কলেয়া আখ্যান।
মোরগ শূকর বলি পূজার বিধান ।।
তিন বর্ষ শূল পূজা হৈলে সমাপন।
গড়েইয়া প্রতীক পূজা হয় যে বিধান।।
হাড়ি বিষু দিনে বিধি কলেয়া পূজন।
পূর্ণ বিষু দিনে হয় গড়েইয়া স্থাপন ।।
সেনা দিনে, সযতনে কালেয়া পূজিবে।
পূর্ণ দোষ শূন্য ওয়াছক সে দিন স্থাপিবে ।।
কালেয়া কলেয়া আর গড়েইয়া প্রধান।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের করয়ে বিধান।।
আদি, অন্ত, মধ্য তিন সাকার স্বরূপ।
অনাদি অনন্ত হয় নিরাকার রূপ ।।
তিনগুনে, তিন কালে একের বিকাশ।
গুণে, কালে, এক দেব তিনেতে প্রকাশ ।।
প্রত্যক্ষ জীবন্ত জ্ঞানে গড়েইয়া সেবিবে।
সেবা মাত্র আশু ফল, সে দিনে লভিবে ।।

সামান্য এ দেব নহে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
পূর্ণ ডালি ক্ষণে মুর্ত্তি হয় কম্পমান ।।
বদন-পিষ্টক গুঁড়া, পড়িবে ঝড়িয়া।
নৈবেদ্য গ্রহণ করে শির নোয়াইয়া।।
দেবের অণুজ্ঞা লহ "পাল্লাই" ফেলিয়া।
দেব অনুমতি হৈলে নাচিবে ভ্রমিয়া ।।
তিন দিন, পঞ্চ দিন, কিবা সপ্তদিন।
শূল, গড়েইয়া লয়ে নাচ নিশিদিন ।।
গড়েইয়া ছেংকারাক্ লয়ে সৈন্যদল।
রাজ দিগ্বিজয় বিধি লয়ে দৈববল।।
ছাগ বলি বিধি হয়, গড়েইয়া গোচর।
মোরগ, শূকর বিধি আর কপোতর ।।
বৈশাখ সপ্তম দিনে হয় বিসর্জন।
তাল বাদ্যে, শোভা যাত্রা করি আয়োজন ।।
মঙ্গল দাঙ্গায়ফা পুত্র পূজা বিধানিল।
বিধিমতে একে একে সকল পূজিল ।।
হাড়ি বিষ্ণু, বিষু-সেনা এ তিন পালিল।
মহা বিষু, মহা পর্ব তদবধি হৈল ।।
গড়েইয়ার পাদ পদ্ম করিয়া বন্দনা।
অলিন্দ্র প্রতিষ্ঠা বিধি করিল বর্ণনা ।।

---

*ওয়াছুক - পত্রযুক্ত সরু অগ্রভাগসহ কৈশোর বংশখন্ড।
বিষু: - সূর্য্য মীন রাশি হইতে মেঘ রাশিতে সংক্রমনের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি।
বিষুর পূর্বদিন হাড়ি বিষু। বিষুর পরের দিন সেনা।

কীরাট গণের গড়েইয়া প্রতিষ্ঠা

সুউচ্চ পর্ব্বতোপরি থানাংচি ভুবন।
প্রস্তর প্রাচীরময়, পুরী সুশোভন ॥
দুর্জ্জয়, দুর্ভেদ্য গড়, করিয়া রচন।
নিজ রাজা লয়ে বাস করে কুকিগণ ॥
রণ দেব গড়েইয়া তথায় স্থাপিত।
অষ্ট ধাতুময় মূর্ত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ॥
কালেয়া, কলেয়া আর গড়েইয়া পূজন।
মহা আড়ম্বরে পূজা হয় সমাপন ॥
অস্ত্রশস্ত্র , অগনন, সহ সৈন্যগণ।
দূর্জ্জয় ছেংকারাক্ দল করয়ে গঠন ॥
অসিদল, বাদ্যদল, অস্ত্র দলে দলে।
রণ সুকৌশল দল, অপূর্ব্ব কৌশলে ॥
ফুল বিষু, মূল বিষু পূজিয়া হরষে।
দিগ্বিজয়ে বাহিরিয়া প্রথম বরষে ॥
গড়েইয়া অগ্রেতে যায় কলেয়া মধ্যম।
পশ্চাতে কালেয়া সৈন্য শোভে অনুপম ॥
তালে তালে, দলে দলে, নানা রঙে সাজে।
অতীত রোমাঞ্চকর, তাল বাদ্য বাজে ॥
রাঙা রক্তে দেব পূজা শোণিত উৎসব।
শিরায় শিরায় নাচে সংহার ভৈরব ॥

পত্নী পুত্র ক্ষণ মাত্র না করি বিচার।
রুধিবে উন্মত্ত হয়ে ধ্বংসে অনিবর্বার।।
কঠোর হৃদয় যার প্রশংসা ভাজন।
নৃমুন্ড ধরিয়া খেলে যত কুকিগণ।।
দুর্জয়, দুর্ধর্ষ হৈল যত কুকিগণ।
বারে বারে নানা রাজ্য করে আক্রমণ।।

মহারাজ ধন্য মানিক্যের কুকি বিজয় ও শ্রীশ্রী গড়েইয়া দেবের মূর্ত্তি আনয়ণ।

উজীর দুহিতা আর নাজীর কুমার।
আশৈশব ভালবাসা হইল অপার।।
নাজীর কুমার যবে হইল যৌবন।
মন্ত্র শিক্ষাতরে দেশ করিল ভ্রমণ।।
নানা মন্ত্র যাদু শিখি সুনিপুণ হৈল।
* গোসাঞি রাজার দেশে প্রবেশ করিল।।
সন্ন্যাসী গোসাঞি রাজা বিস্ময় মানিয়া।
মন্ত্র তেজে পরাভব হইবে ভাবিয়া।।
কৌশলে করিয়া শিষ্য, পাঁঠা রূপ করে।
গলায় বাঁধিয়া দড়ি নিজ হাতে ধরে।।

* গোসাঞি রাজার দেশ-কামরূপ রাজ্য।

উজীর দুহিতা, ভরা যৌবনে ভাসিল।
প্রিয়ের বিরহে প্রাণ চঞ্চল হইল ॥
সুশীতল বন ভেদী ভ্রমর গুঞ্জন।
অথবা গভীর বনে পক্ষীর কূজন ॥
উল্লুক, কুরুয়া রব কানে শুনি যেন।
সুমধুর লাগে কানে, প্রিয় রব হেন ॥
চকিতে চাহিয়া দেখে প্রিয় নাই তথা।
সুখের স্বপনে জাগি মনে পায় ব্যথা ॥
পর্ব্বত আড়ালে ডুবে দিনান্তের রবি।
নীরব মনের কোণে দেখে প্রিয় ছবি ॥
দু:সহ যুবতী ব্যথা প্রিয়ের বিহনে।
প্রিয় বিনে এই ব্যথা বুঝে কোন জনে॥
অতীব চপল মনে উজীর দুহিতা।
বর্জ্জং খাঁ, যুবক হতে পাইল বারতা ॥
নাজীর কুমারে, পাঁঠা করিয়া সন্ন্যাসী।
বাজারে বিকির তরে চলে দিবা নিশি ॥
উচ্চ মূল্য শুনি পাঁঠা কেহ নাহি লয়।
চারি আনা স্থলে পাঁঠা পঞ্চতঙ্কা কয় ॥
এ কথা শ্রবণে দ্রুত পঞ্চতঙ্কা লয়ে।
ধাইল উজীর কন্যা আলো থালো হয়ে ॥
বিবির হাট, নাজীর হাট, উজীর হাটে গেল।
পঞ্চতঙ্কা মোহর দিয়ে সে পাঁঠা কিনিল ॥

সন্ন্যাসীর পায়ে ধরি নমি বারে বারে।
পাঁঠাকে মনুষ্য রূপ করে পুনর্বার ॥
তারপরে দুইজনে চারি আঁখি ভাসি।
নীরব আঁখিতে চাহে, প্রাণে প্রাণ মিশি ॥
আপন ভবনে এল মাত্র তিন দিন।
ধন্য মাণিক্যের চর আসিল সে দিন ॥
শাণিত, সুতীক্ষ্ণ শূলে বস্ত্র জড়াইয়া।
রুধিরে রুধিরে বস্ত্র আরক্ত করিয়া ॥
সুগভীর ঢেরা নাদে বজ্র কন্ঠে কয়।
নাজীর কুমার কোথা মন্ত্র গুণময় ॥
উড়িতে সক্ষম মন্ত্র তেজে তেজীয়ান।
রাজ তক্তে নাম আছে চলুক জোয়ান ॥
শ্বেত হস্তী জিনি বারে কীরাট ভূবনে।
যুদ্ধের আহ্বান হৈল প্রতি জনে জনে ॥
রণে যেতে অস্বীকার করিবে যে জনে।
কেবল তাহার মুন্ড যাবে রণাঙ্গনে ॥
উজীর দুহিতা শুনি কানে দিল হাত।
হায় হায় পুণঃ বুঝি হৈল পরমাদ ॥
পুণঃ আঁখি জলে ভাসি প্রেমিক প্রেমিকা।
নাজীর কুমার গেল রাজ্য নাগালিকা ॥
নাগালিকা দেশে হয় থানাংচি নগর।
যুঝিতে কীরাট সনে চলে যোদ্ধাবর ॥

হয় হস্তী, পদাতিক সৈন্য অগণণ।
সেনাপতি রায় কাচাক্ চলিল তখন॥
রিয়াং, জামাতিয়া, বার হালাম যত।
অসংখ্য ত্রিপুর সেনা চলিল ত্বরিত॥
কুকির দুর্ভেদ্য গড় সুউচ্চ পর্ব্বতে।
বিশাল প্রস্তর বাঁধা মাত্র সরু পথে॥
ত্রিপুর সেনানী যবে উঠে সরু পথে।
প্রস্তর বন্ধন দড়ি কুকিগণ কাটে॥
এরূপে বিস্তর সৈন্য হারাইল প্রাণ।
নিরূপায়ে নীচে রহে রায় কাচাক্ প্রধান॥
ত্রিপুরা সুন্দরী মাতা স্বপনে আদেশে।
গোসাপ দেখিবে প্রাতে শিবিরের পাশে॥
গোসাপ সুদীর্ঘ বেত্র করিয়া বন্ধন।
উহারে ছাড়িয়া দিবে কুকির ভবন॥
বেত্রেতে ঝুলিয়া উঠি, বেত্রের সহায়।
সসৈন্যে মারিবে কুকি আমার কৃপায়॥
তারপর রায় কচাক্ সেমত করিল।
প্রবল প্রতাপে অস্ত্র কুকিরে বর্ষিল॥
পূবের নারায়ণ আর দক্ষিন দেওয়ান।
প্রবল বিক্রমে যুঝি হৈল আগুয়ান॥
কয়েক দন্ডে করিলেন কীরাট বিজয়।
জমাতিয়া গড়েইয়া পেল অষ্ট ধাতুময়॥

কলেয়া শূলমাত্র কেহবা পাইল।
কালেয়া ওয়াছক মাত্র, কেহ কাড়িনিল ॥
কেহ আসি, কেহ বাদ্য, কেহ পায় ঘোঙ্গ।
সুগভীর নাদে ঘোঙ্গ, বাজে ঘুং ঘুং ॥
নানা দফা নানা দ্রব্য গড়েইয়ার পেল।
যে যাহা পাইল তাহা অদ্যাপি পূজিল ॥
এ ভাবে গড়েইয়া রণ সাজন বাটিল।
গড়েইয়া ত্রিপুরা দেশে অদ্যাপি রহিল ॥
নাজীর কুমার এল জয়ের গৌরবে।
উজীর কুমারী ভ্রষ্টা রহিল নীরবে ॥
পুরুষের ভাগ্য আর নারীর চরিত।
কখন কি হয় তাহা দৈবের অতীত ॥
গুরুজন সুপ্রাচীন মুখেতে শুনিয়া।
অলিন্দ্র কাহিনী রচে শ্রীপদ স্মরিয়া ॥

বুড়াছার বিবিধ রূপ বর্ণন।

সুকুন্দ্রায় বলে শুন দাঙ্গায়ফা সুজন।
বুড়াছার নানা রূপ করিব বর্ণণ ॥
স্রষ্টার সংহার মূর্ত্তি বুড়াছা আকার।
বিংশোত্ত র শত হয় তাহার প্রকার ॥

সংহারী

সৃষ্টি-রহস্য-বুড়াছা খন্ড

আদিদেব মহাদেব বুড়াছা প্রধান।
বনে বনমালী নামে রহে বর্ত্তমান ।।
অনিলে অনলে আর অগাধ সলিলে।
অকল্যাণ ধ্বংস রূপী বুড়াছা কৌশলে ।।
তুই ছেকাল, তুই মাতাই নামে দুই রূপ জলে।
বুড়াছা নাইরাং, নামে বিরাজে সলিলে ।।
যমপীড়া, প্রহ্রারত নন্দীর সমান।
কালাকতর নারীদলে পুরুষ প্রধান ।।
দারুখা, রাওখাল নামে অতীব পামর।
কুকুর বলির বিধি তাদের গোচর ।।
হিংসা বৃত্তি, ঘৃণাবৃত্তি কর পরিহার।
মনের শ্বাপদ বলি দিয়া উপাচার ।।
দমনা, দমনী নামে কভু পরিচয়।
কাচাক্সা কসমমা, নাম কভু হয় ।।
'খুই নক্ফাং' নামে কভু ফাঁদ পাতি বসে।
পুস্করা এ নাম কভু ভদ্রকালী বেশে ।।
মাখাং কসম নামে দেয় আঘাত যন্ত্রণা।
সর্ব জীবাণু রূপে বুড়াছা মন্ত্রণা ।।
ককইছা, নামে কভু করে অভিমান।
শিশু রোগ, সৃজি সদা মারে শিশুপ্রাণ ।।
যমদগা, রণ দগা দুই বুড়াছা মহান।
মহৌষধি, ঔষধিতে করে অধিষ্ঠান ।।

চুরাশী প্রকার হাজা আছে বর্ত্ত মান।
হাজাতে বুড়াছা সদা করে অধিষ্ঠান॥
কুলগ্নে, জীবগণ, জীবন ত্যজিলে।
শ্মশান বাসী, অপদেব বুড়াছা কৌশলে॥
বারশিজি, ভূত প্রেত বুড়াছার অংশ।
তাবাখ, আপ্রাংখ রূপে করে সদা ধ্বংস॥
দস: দুষ্ট স্থান আদি বৃক্ষের কোটর।
তথায় সংহার রূপী বুড়াছা পামর॥
অপার অপার রূপ কে করে বর্ণন।
বুড়াছা জনম বিশ্বে, সংহার কারণ॥
নরশিং এই নাম স্বয়ং নারায়ণ।
সৃষ্টির পালন তরে ভূভার হরণ॥
বুড়াছা নরশিং দুই নহে ব্যবধান।
বুড়াছা না কর ভয় স্বয়ং ভগবান॥

কে ভগবান ?

শুনিলাম তব মুখে সবার আখ্যান।
বিশেষিয়া বল এবে কেবা ভগবান॥
দাঙ্গায়ফা সুকুন্দ্রায়ে এরূপ জিজ্ঞাসে।
সুকুন্দ্রায় ধীরে ধীরে বলে মিষ্ট ভাবে॥

শুন বাছা তব কথা অতীব মহান।
এক কথা বলি নহে ইহা সমাধান ॥
ব্যক্ত বস্তু সত্বাবান আকার সসীম।
নামেতে আবদ্ধ হয়, না হয় অসীম ॥
ভগবান নামে কর ব্যক্তি রূপে গণ্য।
সকাম ঈশ্বর সেই সসীম প্রমাণ্য ॥
এ সব সকাম আর সাকার ঈশ্বর।
কামনা ইন্ধন জ্বালি পূজে সদা নর ॥
দেহ হয় কাম মূর্ত্তি কামনা পূরিত।
অলাভে অশান্ত চিত্ত লাভে নিমজ্জিত ॥
পার্থিব যতেক বস্তু লাভে মত্ত থাকে।
কল্পিত ঈশ্বর লাভে বাকী নাহি রাখে ॥
লভ্য বস্তু দুই হাতে ভোগের কারণ।
অমরত্ব লাভে বাঞ্ছা করে নরগণ ॥
আয়ুলাভ, স্বাস্থ্য লাভ ধন লাভ তরে।
হাজারে হাজারে দেব পূজে যে সংসারে ॥
সাকার ঈশ্বর হয় অসংখ্য আকার।
দু:খময় ফল, পূজা হয় ব্যয় ভার ॥
দুর্বলের ভগবান, সবল-বিচারে।
অশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠের পূজা করয়ে সংসারে ॥
যতসব শ্রেষ্ঠতর আছে এ ধরাতে।
অশ্রেষ্ঠের ভগবান জানিবে মনেতে ॥

বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ, নদী শ্রেষ্ঠ পর্বত মহান।
ক্ষিতি, তেজ জলবায়ু স্বয়ং ভগবান।।
স্নেহময়, প্রেমময় হিতকামী জন।
জীবন্ত ঈশ্বর তারা প্রভু নিরঞ্জন।।
সৃষ্টিকারী মাতাপিতা আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।
নরশ্রেষ্ঠ ভগবান, আর জ্ঞান দাতা।।
নেশা দ্রব্য, মধুতিক্ত রস আস্বাদন।
সকল রসের রস প্রভু নিরঞ্জন।।
শুষ্ক সিক্ত, শ্রী সৌন্দর্য্য সব ভগবান।
অসংখ্য অসংখ্য রূপ না হয় ব্যাখান।।
কূলের দেবতা পূজি পায় সদ্যফল।
সেই দেবে ভগবান কহে যে সকল।।
অতএব যে সমাজে যে দেব বিধান।
অনন্য মনেতে পূজ পাবে ভগবান।।
পার্বত্য কুলেতে জন্ম দাঙ্গায়ফা সুজন।
পার্বত্য সমাজ দেবে করিবে পূজন।।
শ্রী, ঐশ্বর্য্য,ধৈর্য্য, বীর্য্য যার বর্ত্তমান।
বিতরাগ জ্ঞান যুক্ত তিনি ভগবান।।
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় বুড়াছা প্রধান।
কালেয়া গড়েয়া সবে হয় ভগবান।।
ইখিত্রা বিখিত্রা আর যত দেবগণ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর সবে করিবে মনন।।

এ সব পার্থিব মনে সসীম ঈশ্বর।
পার্থিব ছড়ায়ে চিন্তা নহে অগ্রসর ।।
দাঙ্গায়ফা বিনয় করি বলে পুণঃর্বার।
ক্ষমা কর মোরে প্রভু বলি আরবার ।।
ঈশ্বর আছে কি নাই শুধু কি কল্পনা।
প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বে কেহ আছে কিনা ।।
বলিলে সাকার রূপ বল নিরাকার।
বিশেষিয়া বল দেব বাস্তব ব্যাপার।।
এত শুনি সুকুন্দ্রায় ধীরে ধীরে কয়।
সংক্ষেপে বলিব তবে শুন মহাশয় ।।
মানব পার্থিব জীব পার্থিব কল্পনা।
সম্ভবে কি অপার্থিব অলৌকিক ভাবনা ।।
সসীম বুদ্ধিতে আর সসীম ধারণা।
অসীম অনন্তে, দেহী বুঝে কয়জনা।।
কেহ বলে কোন খানে তাই ভগবান।
কেহ বলে সবখানে আছে বর্ত্ত মান।।
উভয় জনের ভাব দেখি একমত।
চিন্তার প্রকার মাত্র হয় দুই পথ ।।
যে বলে ঈশ্বর নাই দেখিতে সে চাহে।
হাঁতুড়ী ধরিয়া স্রষ্টা সৃষ্টি কার্য্যে রহে।।
যে বলে ঈশ্বর আছে সর্ব ফল দাতা।
সকল কারণ মূল সবার নিয়ন্তা ।।

এ উভয় ব্যক্তি রূপে খুঁজিছে ঈশ্বর।
কল্পনায় স্থূল চিন্তা দেখে কলেবর ॥
রক্ষণ প্রবৃত্তি মন দেহ নাশে ভয়।
কল্পিত ঈশ্বরে তেঁই খুঁজয়ে আশ্রয় ॥
অস্তি স্বস্তি শূন্যা শূন্য অদৃশ্য শকতি।
ক্ষিতি , অপ তেজ বায়ু যাহাতে উৎপত্তি ॥
যেহেতুত হেতু লভি অবস্তু সকল।
যেহেতুতে হেতু লভি অসত্বার দল ॥
বস্তু হৈল, সত্বা হৈল সগুণ হইয়া।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ হৈল স্বধর্ম্ম লভিয়া ॥
আদি নাই, অন্ত নাই চিন্তার অতীত।
ব্যক্তি নয়, বস্তু নয় রহস্য আবৃত ॥
উৎপত্তি , বিলয় দেখি সৃষ্টি অহরহ।
কেমনে! কেনরে ইহা নাহি জানে কেহ ॥
এই সব ভাবিবারে লাগে চমৎকার।
এর তরে বলে লোকে স্রষ্টা নিরাকার ॥
ভাবিতে ভাবিতে যদি অজ্ঞান হইবে।
ভগবান সার সিদ্ধান্ত তবু না হইবে ॥
অনুমানে নানা জনে নানা মতে বলে।
ঈশ্বর প্রামান্য বস্তু নহে ধরাতলে ॥

::::

সুকুন্দ্রায়ের প্রতি দাঙ্গায়ফার প্রশ্ন।

দাঙ্গায়ফা বলেন প্রভু কথা চমৎকার।
তোমার সে সব বাণী বুঝা অতি ভার।।
অসীম অনন্ত যদি হয় ভগবান।
কি নামে ডাকিব তারে বল মোর স্থান।।
আকার বিহীন যদি সত্ত্বাতীত হয়।
স্রষ্টার অস্তিত্ব মনে কিছু নাহি রয়।।
কেবা গুরু কেবা শিষ্য আত্মা কেবা হয়।
কেমনে আত্মার মুক্তি প্রভু লাভ হয়।।
সর্বজীব যদি হয় ভগবান অংশ।
প্রলয়ে বিলয়ে জীব কেন পায় ধ্বংস।।
ভগবান দেহী রূপে হয় কি সম্ভবা।
আত্মার মুক্তির তরে কেন তার সেবা।।
গুরু বলে সৃষ্টি কর্ত্তা নামের অতীত।
সর্ব্বত্র সর্ব্বত্র বিশ্বে শক্তি পরিব্যাপ্ত।।
আমি তুমি তিনি সে আদি সর্বনাম।
নামের অতীত হয়ে থাকে অবিরাম।।
ভাষাতীত চিন্তাতীত ভাবের অতীত।
ব্যক্তি অব্যক্তির সনে কি ভাবে পীরিত।।
অপার্থিব অলৌকিক আকার বিহীন।

অবস্তু মানব বুদ্ধি অগম্য অচিন ॥
ভরাগাঙ স্রোত প্রভু তরী যে আপনা।
তরনী না বাইয়ে স্রোতে ডাকে কোনজনা ॥
বিবেক সুবুদ্ধি হয় গুরু আপনার।
ইন্দ্রিয় দেহ মন শিষ্য হয় তার ॥
পুস্প আর পুস্প গন্ধ যেমন অভিন্ন।
দেহ মন আত্মা তিন ধরে এই চিহ্ন ॥
দেহ নাশে আত্মা রয় নাহি মন শক্তি।
কামনা নিমিত্ত শ্রয়ে পুন: আসে ক্ষিতি ॥
অব্যক্ত অবস্তু পুন: আধারে প্রকাশে।
কর্ম্ম ফল হেতু তার, নহে প্রভু অংশে ॥
কেবা প্রভু, কেবা অংশ, কেবা অংশীদার।
কর্ম্ম ফলে কামনাতে সত্বাযে তোমার ॥
হেতু মাত্র বীজ রূপ শক্তি উপাদান।
আধারে আবদ্ধ হয়ে লভে নিজ প্রাণ ॥
পৃথক পৃথক কণা ভাসে কালস্রোতে।
সুকঠিন কর্ম্ম খন্ডি যাই অন্য পথে॥
হেতুতে অস্তিত্ব লভে নর দেবগণ।
কর্মফলে সুখ দু:খ ভুঞ্জে অনুক্ষণ ॥
ভগবান যদি আসে দেহ রূপ ধরে।
শীত গ্রীস্ম ভোগে সেও কর্ম খন্ডিবারে ॥
তোমার পর্য্যায়ে সেও কারণে আশ্রিত।

সুপথ হারালে সেও না হইবে মুক্ত।।
অতএব চিন্তা কর কে কারে ভজিবে।
দু:শীল দেবতা ভজে সুশীল মানবে।।
ঈশ্বর সাকার রূপে কিরূপে জন্মাবে।
অসীম সসীম দেহে কভু কি সম্ভবে।।
দেহ ধারী মন হয় ভ্রম ত্রুটী পূর্ণ।
অপূর্ণ দেহী কি হয় ঈশ্বর সম্পূর্ণ।।
অতএব এটা সেটা সকাম ঈশ্বর।
কামনা প্রযুক্ত নর ভজে নিরন্তর।।
কামনা প্রযুক্ত মন ভাব তৃষ্ণাময়।
সদাই লাভের চিন্তা ফল দু:খময়।।
অনন্ত কালের স্রোত সদা প্রবাহিত।
বস্তু, অবস্তুতে লীন, স্রোতে বিতাড়িত।।
অবস্তু হইতে পুন: নিমত্ত আশ্রয়ে।
কামনা জড়িত হয়ে আসে ব্যক্ত হয়ে।।
বিরাম বিহীন পুন: ভেসে যায় স্রোতে।
ক্ষনমাত্র স্থির নহে কর্ম্ম প্রবাহেতে।।
এই যে চলেছি মোরা ভরাগাঙ স্রোতে।
কর্ত্তব্য, আবর্ত্ত হতে যাই অন্য পথে।।
ভগবান লাভে তবে কেন প্রয়োজন।
প্রয়োজন খোলামাত্র নিজের বন্ধন।।
ভগবত্ব ভগবান কেনরে ভাবনা।

কোন অংশে বাঁধা খোল চিনরে আপনা।।
সুকুন্দ্রায় দেব বিশ্বে সর্ব্বজনে কয়।
ঈশ্বর সন্ধানে নাহি কর কালক্ষয় ।।

দাঙ্গায়ফার প্রতি ভগবান সুকুন্দ্রায়ের কুল ধর্ম্ম আচরণে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভের উপদেশ।

দাঙ্গায়ফা বলিল প্রভু কিবা আচরণ।
ভগবান লাভে যদি নাহি প্রয়োজন ।।
কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম কিসে বা কর্ত্তব্য।
বিশেষিয়া বল দেব এসব বক্তব্য ।।
সুকুন্দ্রায় বলে বাছা শুন দিয়া মন।
আত্ম বিশ্লেষণ করে যিনি জ্ঞানীজন ।।
হেতুতে আবদ্ধ হয়ে হইল আপনা।
কর্ম্মখন্ডি হেতু নাশ চাহে সেই জনা ।।
কে লাভ করিবে প্রভু সত্বা না থাকিলে।
সত্বাতে আবদ্ধ হৈলে ভোগ কর্ম্মফলে ।।
অতএব কোন লাভ না চাহে সে জনা।
হেতুতে আবদ্ধ দেহে রহে আন্যমনা ।।
যেই জন লভিয়াছে ভবে আত্মজ্ঞান।

অস্তিত্ব খন্ডিয়া মাত্র সে চাহে নির্ব্বাণ ॥
যাহার অস্তিত্ব আছে সে হয় আস্তিক।
আস্তিকে নাস্তিক চিন্তা হয় বিপরীত ॥
ঈশ্বর অস্তিত্ব আছে বুঝিব কি মতে।
আপন অস্তিত্ব বোধ সে আস্তিক বটে ॥
তিমিরে আবৃত মন না চিনে আপনা।
অতএব এই পন্থী নহে সর্ব্বজনা ॥
অঙ্গে রাখি মৃগনাভী মৃগ খুঁজে দূরে।
তেমনি ঈশ্বর খুঁজে দেশ দেশান্তরে ॥
অলাভ যে চাহে হয় তার এ উপায়।
সাধারণে এই পথে চলা বড় দায় ॥
সর্ব্ব শক্তি মান হয় নেতি নিরাকার।
নিরাকার চিন্তা ধ্যান কঠিন ব্যাপার ॥
সেই হেতু সাকার রূপী কুলের দেবতা।
কুলদেব সতত পুজি কর শুদ্ধ আত্মা ॥
ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্ম পৃথিবী ভুঞ্জিতে।
শ্রেষ্ঠলাভ, প্রভুলাভ দৃঢ় তব চিতে ॥
লাভ যদি চাহ তুমি লাভ পথ বলি।
অলাভে তোমার মন নহে কৌতুহলী ॥
নিরাকার ভগবান নানা নাম ধরে।
যে নাম সে নাম দাও যাহা মনে ধরে ॥

আপন আপন ভাষে স্রষ্টারে ডাকিবে।
সুবৃত্তি বিকাশ তরে ঈশ্বরে ভজিবে॥
অথবা একান্ত মনে যে কোন দেবতা।
ভক্তিতে পূজিলে হবে তব শুদ্ধ আত্মা॥
দেবতা ভজিলে হয় আত্মা উর্দ্ধমুখী।
ফলকাঙ্খী ফললাভে হয় অতিসুখী॥
মনের অনন্ত শক্তি সুদৃঢ় হইয়া।
মনশক্তি ফলদাতা হইয়া সুক্রিয়া॥
মনেতে ঈশ্বর শক্তি সে শক্তি একক।
দ্বিধাহীন মনে হল কুলদেব পূজক॥
সৃষ্টির আদিতে তোর পিতামহগণ।
যেই দেবে যেই পূজা করিল বিধান॥
সেই পূজা রীতি হয় তোমার স্বধর্ম্ম।
স্বধর্ম্ম ত্যজিলে তব হবে পাপ কর্ম্ম॥
অতএব নানা মতে না হও বিভ্রান্ত।
কুলের মঙ্গল দেব পূজি হও শান্ত॥
দাঙ্গায়ফা বলিল দেব বলি নানা মত।
আমা হেন অভাজনে করেছ বিভ্রান্ত॥
দেবতা পুজিলে যদি ফল দু:খ ময়।
কামনা আশ্রিত মন হয় তৃষ্ণাময়॥
দেবতা পূজিতে বল কিসের কারণে।

কপটে প্রকৃত সত্য গুপ্ত রাখ মনে ।।
আমার স্বকুল দেব বলি বিধি হয় ।
জীব বধি কেন নিব পাপের আশ্রয় ।।
এত শুনি সুকুন্দ্রায় দাঙ্গায়ফারে কয় ।
যার যাহা প্রয়োজন করণীয় হয় ।।
হেতুতে আবদ্ধ ধরা সত্বাতে প্রকাশে ।
ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়ে সত্বা নিয়ম বিকাশে ।।
ধর্ম লাভে অর্থ লাভ হয় প্রয়োজন ।
অর্থ লাভে এই বিশ্ব কামযুক্ত মন ।।
কামনা জড়িত হয়ে কর্মে লিপ্ত হয় ।
কর্ম্মত্যাগে দেহী সত্বা কিছু নাহি রয় ।।
কারণে আশ্রিত ধরা হইলেন সৃষ্ট ।
অবিরাম কর্ম করে নহে গো নির্লিপ্ত ।।
স্বয়ং ক্রিয় এই কর্ম্ম নহে যে অনর্থ ।
কর্ত্তব্যে কঠোর কার্য্য বিজড়িত স্বার্থ ।।
স্বার্থ সিদ্ধি কাম্য লাভ দেহীর স্বধর্ম ।
সেই হেতু দেহী সদা করে হিংসা কর্ম্ম ।।
পার্থিব সত্বায় আছে যত সত্বাবান ।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তিন তার বিদ্যামান ।।
পরম মুকতি মার্গ অহিংসা সুনীতি ।
ভোগার্থী জনের মন হিংসাতেই প্রীতি ।।
ভোগার্থী যদিও তুমি ক্ষত্রিয় আচারে ।

অন্যায় হিংসা না করিবে কার্য্য সাধিবারে।।
বিনা প্রয়োজনে জীবে কভু না বধিবে।
ধন প্রাণ রক্ষা হেতু অন্যকে বধিবে ।।
আত্ম রক্ষা তরে কেহ শত্রু বিনাশিলে।
দেহে না পরশে পাপ শত্রু বধ ফলে ।।
শত্রু বধি না রাখিবে শেষ রক্ত কণা।
শত্রু অগ্নি ব্যাধি শেষ রাখা সদা মানা ।।
হৃদয়ে অসংখ্য গুণ দেহীর স্বভাব।
ভালমন্দ ভেসে উঠে তাতে কত ভাব ।।
সত্বগুণী চাহে কর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকিতে।
তমোগুণী মন থাকে অন্ধকার রাতে ।।
রজোগুণী চাহে সদা পৃথিবী ভূঞ্জিতে।
অহংকারে নিজ তেজ অন্যে প্রভাবিতে ।।
রত থাকে কাম্য লাভে ভোগ্য আহরিতে।
লভ্য হেতু প্রয়োজন দেবের সেবিতে ।।
ত্রিগুণের ত্রিবিধ পূজা আচরণ।
রজোগুণে মোর পূজা করিবে সুজন ।।
ক্ষত্রিয়ের রজোগুণ মন অলঙ্কার।
ক্ষমা তেজ দান মান তাহার আচার ।।
প্রজার পালন আর দুর্ব্বল রক্ষণ।
তেজো দৃপ্ত উগ্রবীর্য্য তাহার বদন ।।
স্বর্ণ স্বণি রণরণি অসির ফলক।
শাণিত কৃপাণে উঠে অগ্নির ঝলক ।।
শোণিত উৎসবে যার আনন্দ হৃদয়।
রণেতে আনন্দ সদা নাহি প্রাণ ভয় ।।

এ হেন ক্ষত্রিয় কুল আমা অধিকার।
* রণ দর্পে রক্ত পূজা আমার আচার ॥
ক্ষত্রিয় আচরণে করিলে পূজন।
সৰ্ব্ব দেব দেবী পূজা করেন গ্রহণ ॥
পূজা পেয়ে দেবগণ করুণা দানিবে।
ধৰ্ম্ম অর্থ কাম্য লাভে পৃথিবী পালিবে ॥
পূজিলে কৰ্ত্তব্য বোধে অনাসক্ত চিতে।
দেহ শুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি হইবেক ইথে ॥
সৰ্ব্ব শুদ্ধি হৈলে পরে চিত্ত শুদ্ধি হবে।
পরমার্থ আত্মজ্ঞান তাহাতে লভিবে ॥
এই রূপে মোক্ষ লাভ ভজিয়া সাকার।
ক্রমশ: ফুটিবে মনে খাকাচাং খুম্বার ॥

---

* একদা কলিকাতায় সম্মিলন কালে, দ্বারবঙ্গাধিপ, ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে আপনি কোন মতাবলম্বী"? এই প্রশ্নের উত্তরে মাণিক্য বাহাদুর বলিয়াছিলেন "আমার পুরুষানুক্রমে পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর সেবা করিয়া আসিতেছি, বিধিমত ছাগাদি বলিদ্বারা তাহার অর্চ্চনা হয়। আমার কুল দেবতার (চর্তুদশ দেবতার) মধ্যে শাক্ত, শৈব, ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাই আছেন, সেই সকল দেবতার অর্চ্চনায়ও ছাগাদি বলি দেওয়া হইতেছে। এমন কি আমার সিংহাসনের পূজায়ও পাঁঠা বলির ব্যবস্থা আছে। শিবশক্তি বিষ্ণুর অর্চ্চনা ত্রিপুর রাজধর্ম মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং রাজা হিসাবে আমি সেই সমস্ত দেবতার সেবক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি বৈষ্ণব।" রাজমালা প্রথম লহর ৯৬ পৃ:

: ইতি বুড়াছা খন্ড সমাপ্ত :

ত্রৈপুর সংহিতা

সংহারী

খাকাচাং খুম্বার খন্ড

* "খাকাচাং খুম্বার" কি ?

দুস্পূরণ হুতাশনে দহিতেছে মন।
কামনা বিষয় তৃষ্ণা উহার ইন্ধন ॥
বহিরিন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় হয়ে এক যোগ।
বিষয় পরশে হয় বেদনা সংযোগ ॥
ত্যাগ বৃত্তি ; সুনি বৃত্তি -বিষয় দুর্বার।
সে বৃত্তি বিকাশে ফোটে খাকাচাং খুম্বার ॥

"খাকাচাং খুম্বার" লাভের লক্ষণ কি ?

সুখে দু:খে সমচিত্ত , ভাবনা বিহীন।
বিষয়ে আসক্তি শূন্য সদা উদাসীন ॥
কুযশ সুযশ দুই হৃদে না পরশে।
বিষয়, ইন্দ্রিয় দুই আপনার বশে ॥
প্রত্যাশা বিহীন কর্ম্মী স্থির বুদ্ধি যার।
সেই সুখী লভিয়াছে-খাকাচাং খুম্বার ॥

---

*খাকাচাং খুম্বার — শান্তি প্রদারিনী মনোবৃত্তি পুস্প।

মনোদ্যানের বৃত্তি পুস্প চতুষ্টয়।

দাঙ্গায়ফা বলিল দেব তোমার বাণীতে।
অতীব দুরূহ হয় কর্মে আচরিতে ॥
বিশেষিয়া বল দেব বাস্তব ব্যাপার।
এ সব দুর্বোধ্য মোর ইঙ্গিত আকার ॥
নিরাকার ব্যক্ত রূপ কি রূপ সাকার।
কিবা আচরণ হয় কিরূপ আচার ॥
রক্ত বলি ভিন্ন দেব অন্য আচরণে।
সন্তুষ্ট হইবে কিনা পূজিলে যতনে ॥
সব যদি ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজে।
নানা দেব, নানা নাম হয় কোন কাজে ॥
শুধু ঐহিক ফল মাত্র হয় কি ভজন।
আত্মার মুক্তির তরে কিবা প্রয়োজন ॥
এতেক যুকতি শুনি সুকুন্দ্রায় কয়।
তুমি অতি বিচক্ষণ শুন মহাশয় ॥
একক অভিন্ন শক্তি হয় নিরাকার।
অণুর অতীত শক্তি তাহার মাঝার ॥
অস্তি নাস্তি এই দুই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি।
অনন্ত হৃদয় হয় উহাতে বসতি ॥
অনন্ত হৃদয় হতে প্রবৃত্তি উদয়।
প্রবৃত্তিতে নানা ভাব ক্রমে জন্ম হয় ॥

ভাব হতে মোহ মত্ত হইয়া উদয়।
ক্রমে মহা শক্তি অংশ তমাবৃত হয় ।।
অজ্ঞান হইতে ভব ক্রমে জন্ম হয়।
ভব হতে কামনার হইল উদয় ।।
কামনা হইতে শক্তি সত্বাতে প্রকাশে।
খন্ড খন্ড দেহ ধারী বদ্ধ দু:খ পাশে ।।
কামনা ব্যাহত হলে ক্রোধ জন্ম হয়।
ক্রোধ হতে পাপ তাপ সতত উদয় ।।
লোভ মোহ হিংসা আদি প্রবৃত্তি বিকাশে।
নানা রূপ কর্মফল ক্রমশ: প্রকাশে ।।
কর্ম্ম ফলে সুখে দু:খে হইয়া বন্ধন।
পুণঃ পুণঃ ধরাতলে জন্মে জীবগণ ।।
ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে সত্বাতে প্রকাশে।
বস্তু ধর্ম হতে বিশ্বে নিয়ম বিকাশে ।।
নিয়ম হইতে হয় শৃঙ্খলা উদয়।
নিয়মাশৃঙ্খলা বশে রূপান্তৃত হয় ।।
অসত্বা হইতে সত্বা, সত্বা অসত্বাতে।
চক্রাকারে ঘুরে সদা অতীব বেগেতে ।।
কোন বস্তু এই বিশ্বে স্থির নাহি রয়।
চঞ্চল কালের স্রোতে সব বেগময় ।।
স্রোতের আবর্ত্তে জীব ঘুর্ণিপাকে রয়।
কোটি কল্প বর্ষ জীব সতত ঘূর্ণয় ।।

কোটি কোটি কত বিশ্ব আছে দলে দলে।
আদি অন্তহীন বিশ্ব ধারণা আড়ালে ।।
কোটি কোটি বিশ্ব ব্যাপ্ত শক্তি সচেতন।
বিধি ধর্ম বশে বিশ্ব হয় নিয়ন্ত্রণ ।।
বিধি আনুকুল্য পথে চিত্ত সংবরিয়া।
পুণঃ জন্ম চক্র হতে মুক্ত কর হিয়া ।।
শক্তি জড় এই দুই হইয়া মিলন।
প্রাণের স্পন্দন তাতে হয় সচেতন ।।
সচেতনে চিত্ত হয় চরম বিকাশ।
চিৎ শক্তি জন্ম হয় হইয়া প্রকাশ ।।
প্রেরণা, প্রবৃত্তি বশে কর্ম্মফল লভে।
চিত্ত আবরিয়া কর্ম্ম নিজ পথে নিবে ।।
ভ্রমহীন ক্রটীহীন লক্মাতাই শকতি।
কর্ম্মফল নিয়ন্ত্রণে করে মহাগতি ।।
কর্ম্মের ফলাফল যাতে লিখা হয়।
সে শক্তি 'কাইথর' নাম অমর হৃদয় ।।
কিভাবে খন্ডিব কর্ম্ম বলিব এবার।
চিত্ত সংযম মাত্র উপায় ইহার ।।
মানবের মন হয় অসীম বাগান।
প্রবৃত্তি রূপেতে পুস্প না হয় বাখান ।।
দিকে দিকে প্রস্ফুটিত নানা বর্ণ ধরে।
ক্ষণে ক্ষণে এক পুস্পে নানা রূপ ধরে ।।

চারি কোণ বাগানেতে চারি ফুল রয়।
সবার প্রধান হয় পুস্প চতুষ্টয়॥
প্রথম ফুলের নাম খাকাচাং খুম্বার।
দ্বিতীয় ফুলের নাম খাকতর খুম্বার॥
তৃতীয় ফুলের নাম খাহাময়া খুম্বার।
চতুর্থ ফুলের নাম খাছিয়া বুবার॥
বাগানের অন্য পুস্প রহে শোভা করি।
টানিলে আসিবে সব চারি ফুল ধরি॥
মনের বাগানে রহে সব ফুল কুঁড়ি।
অবশ্য ফুটাতে হবে সংযম আচরি॥
সেই ফুল ফুটাইয়া সৌরভ কারণ।
কত ক্রিয়া যাগ যজ্ঞ তীর্থ পর্য্যটন॥
খাকাচাং খুম্বার পুস্প কিভাবে ফুটিবে।
কি আচার আচরিলে মাতিবে সৌরভে॥
সুকার্য্য সাধন আর সদ্‌আচরণ।
কুকার্য্য কুভাব আদি করিলে বর্জ্জন॥
মিথ্যা কথা, অহংকার করিলে বর্জ্জন।
পরনিন্দা হিংসাবৃত্তি করি নিবারণ॥
কুপথ্য ভক্ষণ আর কুবৃত্তি গ্রহণ।
একে একে কুআচার দিবে বিসর্জ্জন॥
দয়া প্রেম সরলতা, শুচি শুদ্ধমন।
এ সবে প্রথম পুস্প বিকশিত হন॥

স্নেহ ক্ষমা বাৎসল্যাদি সুবৃত্তি নিচয়।
ইহার শ্রেণীজ পুস্প জানিবে নিশ্চয় ।।
সদ্‌গুণে ভক্তিলতা করিয়া সিঞ্চন।
ভক্তিরসে ফুটাইবে এই পুস্পধন ।।
এই বৃত্তি ফুটাইতে মনের বাগানে।
'কাথারক' এ দেমমন দাও সমর্পণে ।।
দেহের চিন্ময় শক্তি 'কাথারক' নামে।
পরিশুদ্ধি জ্ঞানময় নিত্যানন্দ ধামে ।।
স্তরে স্তরে চারি স্তর মৃত্তিকা লেপিয়া।
'খরি' পিন্ড প্রতিষ্ঠিত ,কর শুদ্ধ হিয়া ।।
মাইলুংমার খরি আছে আর বুড়াছার।
বনিরক খরি সহ খরি তিন প্রকার ।।
অথবা মাইরং রংদক্ করিবে স্থাপন।
দীপ ধূপ দিয়া তার করিবে পূজন ।।
বনপুস্প ফল মূল দিয়া সযতনে।
আপনার দেব পূজা করিবে আপনে ।।
নরমাত্র পুরোহিত্যে হয় অধিকারী।
ধাত্রীতে অধিকার আছে যত নারী ।।
বিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়া কিবা পূজা করাইবে।
বংশগত পেশাগত ব্রাহ্মণ ত্যজিবে ।।
দেহশুদ্ধ, মনশুদ্ধ বাকশুদ্ধ প্রয়াসে।
শুদ্ধবৃত্তি ফুটাইবে মনের আকাশে ।।

এ পুস্প সৌরভ হয় সদানন্দময়।
লভেন পরমানন্দ চিরশান্তিময় ।।
সুনীতি পালনে যবে মন শুদ্ধ হয়।
অনন্ত হৃদয়ে মন সম্মিলিত হয় ।।
এই বৃত্তি হৃদয়েতে যার পায় স্থান।
শুদ্ধাচারে, রক্ত বলি না হয় বিধান ।।
দ্বিতীয় ফুলের গুণ দেখ বিদ্যমান।
দম্ভ বিষয় তৃষ্ণা অহংকার মান ।।
সতত জানিবে ইহা খাকতর লক্ষণ।
বিষয় ভোগের তরে করে সদা রণ ।।
প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলে করি পরাজিত।
নিজ অধিকার সেই করে প্রতিষ্ঠিত ।।
ধনজন, আত্মরক্ষা নীতির কারণ।
অধিকার, শান্তি রক্ষা, স্বজন পোষণ ।।
এর তরে নীতিগত যুক্তিগত প্রাণ।
শত্রু পক্ষ পদে দলি করে বলিদান ।।
অন্যে অধিকার হতে করিয়া বঞ্চিত।
নিজ অধিকারে তাহা করয়ে সঞ্চিত ।।
অহংভাবে, সশ্রদ্ধাতে প্রণীপাত করি।
ঐহিক সুখ কাম্যফল সদাচিত্তে ধরি ।।
অভীষ্ট সিদ্ধির তরে করি আড়ম্বর।
এই গুণে গুণান্বিত পূজেন বিস্তর ।।

এ পুস্প সৌরভ হয় কটু গন্ধময়।
পুণঃ জন্ম বার বার ফল তৃষ্ণাময় ।।
সতত বিষয় ভোগ করে সেই জনা।
ভোগবিঘ্নে ক্রোধ জন্মে হয় ক্রোধমনা ।।
ক্রোধ হতে পাপ তাপ সতত উদয়।
পাপে তাপে চিত্ত সদা অধোগতি হয় ।।
সুকুন্দ্রায় দ্বিতীয় ফুলে করে অধিকার।
কাথারক অধিকারী খাকাচাং খুন্বার ।।
খাকাচাং অর্জ্জনে হয় দেবত্ব অর্জ্জন।
দেবের অশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অন্য অন্য গুণ ।।
তৃতীয় ফুলের গুণ সতত অজ্ঞান।
অজ্ঞানে আবৃত চিত্ত দু:খ করে দান ।।
অবিচার, কুআচার, কুপথ্য গ্রহণ।
অজ্ঞান কলুষ চিত্ত , এগুণ কারণ ।।
ধর্ম্মা ধর্ম্ম দেবা দেব নাহি কোন জ্ঞান।
বিপদে পড়িয়া ভয়ে করে অর্ঘ্য দান ।।
এই বৃত্তি বুড়াছার হয় অধিকার।
সদাই অনিষ্ট চিত্ত অন্যায় আচার ।।
চতুর্থ ফুলের দেখ কিবা গুণ হয়।
কর্ম্ম লুপ্ত, অনুদ্যম বুদ্ধি বিপর্য্যয় ।।
অপবিত্র মনে আর অশুচি দেহেতে।
নিদ্রা আলস্যে মত্ত সদা কুকর্ম্মেতে ।।

মাতা পিতা গুরুজন নাহি মান্যজ্ঞান ।।
ভালমন্দ হিতাহিত নাহি কান্ড জ্ঞান ।
অন্যায়ে অন্যের প্রতি করি শত্রুজ্ঞান ।।
তাহার সংহার তরে করে বলিদান ।
যুক্তি যুক্ত নাহি মানে অজ্ঞান আচার ।।
অন্তিমে পিশাচ লোকে তাহার সংসার ।
কালাকতর সে জনার হয় অধিকার ।।
প্রেত লোকে তার ফলা ভ্রমে বার বার ।
অজ্ঞানে অন্যায় কার্য্যে হইয়া চালিত ।।
ক্রমশ: তাহার চিত্ত হয় কলুষিত ।
দেহত্যাগে যার চিত্ত যেই ভাবে রয় ।।
সেই চিত্ত ফলা নামে সেই গতি হয় ।
জন্ম জন্মান্তরে কর্ম্ম হইয়া সঞ্চিত ।
সমন্বয় কর্ম্মফল চিত্তে পুঞ্জীভূত ।।
পুঞ্জীভূত কর্মফল যেই পরিণাম ।
যোগ্য বুঝিয়া ফলাগতি সেই ধাম ।।
অজ্ঞানের অধোগতি দু:খের আকর ।
তাহাতে ভ্রমিয়া জীব ভূঞ্জে নিরন্তর ।।
পুণঃ পুণঃ যোনি মাঝে হইয়া জনম ।
অশেষ প্রকার দুঃখ ভুগয়ে চরম ।।
আপন প্রবৃত্তি বশে হয় অধোগতি ।
তাহাই নিরয় বলি হয় যে কুখ্যাতি ।।

পরনিন্দা, জীব হিংসা, কুকার্য্য সাধন।
চৌর্য্য মিথ্যা লোভ আদি বৃত্তি র কারণ ॥
চতুর্থ ফুলের গুণ এ হেন ব্যাপার।
হাচুকমা পিশাচ লোকে হয় অধিকার ॥
তারপরে হাচুকমারে করিতে দর্শন।
বড়ই উতলা হল দাঙ্গায়ফার মন ॥
সুকুন্দ্রায় অন্তর হৈল দাঙ্গায়ফা নির্জ্জন।
হাচুকমা আসিয়া তারে দিল দরশন ॥

— : —

হাচুকমার পরিচয়

দাঙ্গায়ফা জিজ্ঞাসে মাতঃ তুমি কোন জন।
পরিচয় দেহ আজি আমার সদন ॥
তারপরে হাচুকমা বলে ধীরে ধীর।
পরিচয় শুন মম হয়োনা অধীর ॥
একক অব্যক্ত শক্তি ব্যাপ্ত সর্ব্বময়।
হেতুতে আবদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয় ॥
এক অঙ্গে দুই হয়ে জন্মে দুই শক্তি।
পুরুষ প্রধান অঙ্গ বাম যে প্রকৃতি ॥
মহাশক্তি বীজ রূপ পুরুষ প্রধান।
নিরাকার সদাকাল থাকে বর্তমান ॥

প্রকৃতি মাতৃরূপা প্রসব ধর্মিণী।
ক্ষেত্র হয়ে সর্ব্বং সহা বীজের ধারিণী।।
প্রকৃতি পুরুষ হতে বহুর জনম।
বহু হয়ে বহু কর্ম্ম করয়ে সাধন।।
সৃষ্টি, গতি, প্রলয়ের এ তিন বিধান।
কল্যাণ, অকল্যাণ আদি হয় বর্ত্তমান।।
নানা কার্য্যে নানা ফল করিয় প্রদান।
একক শক্তির হয় ভিন্ন দেব নাম।।
আমিই প্রকৃতি অংশে হই মাতৃরূপা।
বিনাশ বিলয় করি হয়ে শত্রুরূপা।।
সাংগ্রংমা রূপেতে করি জঠরে ধারণ।
মাইলুংমা রূপেতে করি সৃষ্টির পালন।।
জয়কালী রূপে জয় সর্ব্ব জীবে করি।
রক্ষাকালী রূপে রক্ষা করি বুকে ধরি।।
বনেতে সতত আমি বনের কুমারী।
ত্রিপুরার দেশে আমি ত্রিপুরা সুন্দরী।।
প্রতি দেশে রাজলক্ষী, গৃহলক্ষী হৈনু।
তৈবুকমা হইয়া আমি সংসার পালিনু।।
খুলুংমা হইয়া করি শিল্পে অধিষ্ঠান।
আমার প্রসাদে বস্ত্র করয়ে নির্ম্মাণ।।
বাগ্দেবী নামেতে বলে কক্‌ক্রোংমা আমায়।
বাক্ চাতুরী জ্ঞান বান আমার কৃপায়।।

আমার মঙ্গল রূপ এমত প্রকার।
বিস্তারী বলিব এবে সংহারী আকার ॥

সংহারিনী

আমার সংহারী মুর্ত্তি করাল বদনী।
সতত আমার সনে ভ্রমে পিশাচিনী ॥
সাজাবী, হজাবী, আর হাম্বারী বাবারী।
শ্লোকতুই, ম্লোকতুই ছয় নর লোক অরি ॥
মানবী কন্যা এক পিশাচিনী হৈল।
সকলে তাহার নাম ফোঁচিলী রাখিল ॥
এই পিশাচিনীগণ, হয় যে ছেকাল।
তৃপ্তি হীন পেটে ক্ষুধা রহে চিরকাল ॥
নিশীথে ছেকাল চড়ে জ্বলে অগ্নি হেন।
মল মূত্র, নররক্ত, খায় মূত্র ফেন ॥
অশরীরি রূপ ধরে অতি কদাকার।
তাধিয়া তাধিয়া নাচে ব্যাপিয়া আঁধার ॥
হু হু হু হু, হা হা হা হা, করে কলরব।
ধূপ ধাপ, টুপ টাপ ভাঙ্গিয়া নীরব ॥
কড়মড় কড় মড় দন্ত সারি সারি।
কঙ্কালে কঙ্কালময় হয় অশরীরি ॥

চীৎকার মার মার একে অন্যে হেরি।
হট্টগোল, হয় তুমুল ঘৃণ্য বস্তু ধরি ॥
ক্ষত পেলে রক্ত পূজ সদা করে পান।
নর পেটে আপাং মাংস সতত ঢুকান ॥
বদহজম, পিত্ত শূল, রক্ত আমাশয়।
সকল পেটের রোগ তাদের দ্বারায় ॥
ঋতু বন্ধ, শ্বেত প্রদর আদি নারীরোগ।
অধিষ্ঠান করি রোগে সদা করায় ভোগ॥
শ্মশানে মশ্মানে ভ্রমে নর মাংস খায়।
রোগারোগ্য তরে তারা সদা পূজা পায় ॥
সতত অনিষ্টতরে করয়ে ভ্রমণ।
রোগ শোক ভোগা বারে সদা দুষ্টমন॥
খাছিয়া খাহাময়া গুণে এই সঙ্গ পায়।
অতীব অশান্তি প্রাণে তার দিন যায় ॥

ফোঁচিলী

একদা পর্ব্বত মাঝে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
ছয় পিশাচিনী দেখা ফোঁচিলীর সাথে ॥
মানবীর রূপ ধরি এই ছয় জনা।
মধুর বচনে কহে একান্ত আপনা ॥

যতনে বসায়ে মাংসে করায় ভোজন।
যাহা চায় তাহা দিয়ে করে আপ্যায়ন ॥
হরিণের ঊরু এক চোঙাতে ভরিয়া।
মানবীর সাথে দেয় যতন করিয়া ॥
বলে এবে ফিরে যাও আপন ভূবন।
চোঙাতে না দিও মন পথে যতক্ষণ॥
ফোঁচিলী, মানবী পথে আসিতে আসিতে।
বন্ধান খুলিয়া দেখে বিশ্রাম করিতে ॥
হরিণের ঊরুদেশ হইল বাহির।
পুণরায় না ঢুকিল হৈল বড়ভিড় ॥
পুণঃ পুণঃ মাংস খন্ড চোঙাতে ঢুকায়।
নিস্ফল চেষ্টায় তার দিন কেটে যায়॥
এ মতে সেমতে কত চোঙাতে ঢুকায়।
ততক্ষণে সাড়া অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহিরায় ॥
তথাপি নিস্ফল কর্ম্ম জানিয়া মনেতে।
সামান্য না হবে এরা জানিল মনেতে ॥
গৃহে না ফিরিয়া পুণঃ গেল বনমাঝ।
যেথায় পিশাচিগণ করে বসবাস ॥
পিশাচিনীগণ পুণঃ তারে দেখা দিল।
মন্ত্র তন্ত্র গুণাগুণ তারে শিখাইল ॥
ফোঁচিলী তাদের সঙ্গে মিশিল উড়িয়া।
চিরকাল বাস করে সঙ্গ না ছাড়িয়া ॥

এরূপে পিশাচী দল সপ্ত কন্যা হৈল।
পিশাচ লোকের ভার সপ্ত কন্যা পেল ॥
মৃত্যুর শমন জারি যম পীড়া করে।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি ভয় সৃজে নরে ॥
ভয়েতে সঞ্চারে জ্বর, জ্বরে দেহপাত।
মৃত্যুকালে শিরোপরি বসি আমি সাথ ॥
বুড়াছা কালাকতর করিয়া পীড়ন।
প্রকাশ করয়ে নানা রোগের লক্ষণ ॥
মাতাপিতা পুত্র সবে এ তিনে মিলিয়া।
দেহ হতে আত্মা সদা দিঁই পাঠাইয়া ॥
আত্মার নিয়ন্তা শক্তি, লকমাতাই নাম।
গুণ ভেদে সদা নেয় যার যেথা ধাম ॥
নিরাকার শক্তিকণা আত্মাতে প্রকাশ।
শক্তিময় চিৎশক্তি, নাহি হয় নাশ ॥
বচন তরঙ্গে যেন অব্যক্ত থাকিয়া।
ঈথার তরঙ্গ ব্যক্ত রেডিও পাইয়া ॥
চিৎশক্তি ফলা থাকে অব্যক্ত অব্যয়।
রেডিও রূপ দেহে লভে পুনশ্চ উদয় ॥
কর্ম্ম ফল গুণাগুণ শক্তি অনুসার।
কামনা আশ্রয়ে জন্ম হয় বার বার ॥
যে শক্তি এ বিশ্বগতি করে নিয়ন্ত্রণ।
কর্ম্মফল ধাত্রী সেই লারীমা নির্গুণ ॥

: লারীমার পূরী বর্ণণ:

সুরম্য প্রাসাদময় লারীমার পুরী।
মনোরম পুস্পবৃক্ষ শোভে সারি সারি ॥
থোপে থোপে,ঝোপে ঝোপে পুস্পময় ঘ্রাণ।
বসন্তের বায়ু তথা শীতলয়ে প্রাণ ॥
সুশোভন পক্ষময় বিহঙ্গের দল।
মধুর নিনাদে তথা করে কলকল ॥
সুমধুর বাদ্য রব অতি মনলোভা।
নয়ন জুড়ায় হেরি প্রকৃতির শোভা ॥
অশোক কিংশুক বন শোভে মনোরম।
সুকোমল দুর্বাদল শোভে অনুপম ॥
রঙিন পল্লব, পুস্প করি আন্দোলন।
মৃদু মন্দ বসন্তের বহে সমীরণ ॥
কোকিল মধুর স্বরে মাতে পুস্পবন।
ফুলে ফুলে মধুকরী করয়ে গুঞ্জন ॥
তথায় আকাশ সদা নীলাভ বরণ।
নগর ঘিরিয়া বক্র নদী সুশোভন ॥
তুইমাতাই নামে নদী স্বচ্ছ প্রবাহিনী।
পরশে ত্রিতাপ জ্বালা বিধৌত কারিণী ॥
সবুজ পর্বতমালা গগণ লম্বিত।
পিয়াল, তমাল, তাল তাতে সুশোভিত ॥

নানা বৃক্ষে নানা ফল অতি সুমধুর।
সবুজ পত্রের ফাঁকে শোভে সুপ্রচুর ॥
নীলবর্ণ গগনেতে অরুণ উদয়।
প্রভাত কিরণ বর্ণ সাড়া দিন রয় ॥
লারীমা পর্বতোপরি হর্ম্ম্য অট্টালিকা।
সুদক্ষ কলায় আঁকা যেন স্বর্ণ ভিলা ॥
দ্বিতল, ত্রিতল, ক্রমে উর্দ্ধে সপ্ততল।
কনক নির্ম্মিত তথা আসন সকল ॥
নবীন যৌবনা চির লাস্য নারীগণ।
সুকোমল, ফুল দলে সজ্জিত বদন ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধানে অতি মনলোভা।
কাঞ্চন প্রতিমা জিনি যেন অঙ্গ শোভা ॥
মধুর ভাষিণী সবে সুকন্ঠের তান।
সুদন্তে হাসিয়া কেহ ভূলাইয়া প্রাণ ॥
রুণু ঝুণু কেহ নাচে সুমধুর তালে।
ঝিকি মিকি করে সদা কি পরিল ভালে ॥
কঙ্কণ মধুর স্বর বাদ্যের নিক্কণ।
অপরূপ মহানন্দে ভূলাইয়া মন ॥
ইন্দ্রিয় অতীত সুখে সুখী সর্বজন।
কি ছার ইন্দ্রিয় সুখে এ মর্ত্ত্য ভূবন ॥
কামক্রোধ লোভ মোহ হিংসা আদি দ্বেষ।
ইন্দ্রিয় বিকার দুঃখ নাহি তথা ক্লেশ ॥

খাকাচাং খুম্বার গুণ যে কবে অর্জ্জন।
লকমাতাই সহিত তথা উপনীত হন ॥
মাতৃরূপা লারীমা বাভাসল্য বভসল।
কোমর লম্বিত স্তন রূপে ঝলমল ॥
লারীমার স্তন্য ধারা সুধায় ক্ষরিত।
অমৃত সিঞ্চনে মুখে করে শান্তিযুক্ত ॥
লারীমার ক্ষীর মুখে হইলে সিঞ্চিত।
পার্থিব যন্ত্রণা দুঃখ হয় যে বিস্মৃত ॥
অতৃপ্তি বাসনা আদি শূন্যেতে মিলায়।
অপূর্ব অমৃত স্বাদ স্তনের ধারায় ॥
লারীমার শক্তিতে তবে হয়ে নিয়ন্ত্রণ।
উর্ধস্তরে আত্মা যায় হইয়া নির্গুণ ॥
সমগ্র কামনা বৃত্তি নিস্তব্ধ নিস্ক্রিয়।
পুণঃ জন্ম উপাদান হয়ে যায় ক্ষয় ॥
মধুর মিলন ইহা বর্ণনা বিহীন।
চির শান্তিময়ে আত্মা হয়ে যায় লীন ॥

ত্রিগুণ বর্ণণা

খাকাচাং খুম্বার গুণ অথবা নির্গুণ।
বিশেষিয়া বল মাত: আছে কতগুণ ॥

দাঙ্গায়ফা হাচুকমা প্রতি এ রূপ শুধায়।
হাচুকমা শুনিয়া কথা বলিলেন তায় ॥
স্বভাবে নির্গুণ শক্তি বীজের আকার।
প্রকৃতি সংযোগে গুণ উপজে তাহার ॥
দেহধারী জীব চিত্ত হয় গুণময়।
নির্গুণত্বলাভ হয় হৈল তৃষ্ণা ক্ষয় ॥
খাছিয়া খুম্বার আর খাহাময়া বুবার।
এক বৃক্ষে দুই পুস্প ডালের মাঝার ॥
স্বভাব স্ফুরিত হয়ে হয় বিকশিত।
ইহার সৌরভ হয় কটু গন্ধ যুক্ত ॥
ইহাই গুণ কুসু নামে গুণের অধম।
অজ্ঞানতা সদা ইথে হয় যে জনম ॥
চৌর্য্য, মিথ্যা, প্রবঞ্চন, হিংসা আদিদ্বেষ।
ঈর্ষ্যা, মান, অভিমান, জান সবিশেষ ॥
হৃদয় আকাশে আর প্রবৃত্তি বাতাসে।
এই দুই ফুল রেণু গন্ধ সদা ভাসে ॥
ছয় রিপু দশেন্দ্রিয় দশদিক ব্যাপি।
সতত প্রবল হয়ে, উড়ে অলিরূপী ॥
মাতৃগর্ভ হতে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কর্ম্ম ফলে কুসু গুণে মুগ্ধ থাকে হিয়া ॥
আত্ম সংযম আর সদগুণ অভ্যাসে।
দেহ শুদ্ধ মন শুদ্ধ বাক শুদ্ধ প্রয়াসে ॥

খাকাচাং খুম্বার খন্ড

কাথারক দেবে আদি পূজিয়া যতনে।
সরলতা লভি মুক্ত হয় এই গুণে ॥
এগুণে হইলে মুক্ত যাও অন্যগুণে।
সে গুণ খাকতর পুস্পে দেখ বিদ্যমানে ॥
এ পুস্প সৌরভ হয় কটু গন্ধময়।
হৃদয় বাতাসে দম্ভ অহংকার ময় ॥
গৃহে থাকি কুল দেবে করিবে পূজন।
ভার্য্যাপুত্র পরিজনে কর্ত্তব্য পালন ॥
কু কার্য্যে বিরত থাক সুকার্য্য সাধন।
পরিমিত পানাহার যত আয়োজন ॥
নির্লোভ আলস্য হীন যুক্তিগত প্রাণ।
প্রাণী প্রতি ন্যায় আর হয়ে দয়াবান ॥
হিংসা, দ্বেষ, মিথ্যা দম্ভ, কলহ বর্জ্জন।
তবেত হইবে মুক্ত এ গুণ কারণ ॥
এই গুণে মুক্ত হয়ে খাকাচাং খুম্বারে।
নিবৃত্ত গুণেতে যাও বিষয় পরপারে ॥
সুনীতি পালনে কর দেবত্ব অর্জ্জন।
আড়ম্বর ভোগ্য বস্তু করিবে বর্জ্জন ॥
কামনা বিষয় তৃষ্ণা কর প্রশমিত।
তবেত এগুণ ক্রমে হয়ে যাবে শান্ত ॥
কামনা বিষয় তৃষ্ণা হইলে নিপ্রভ।
কোন বস্তু নিত্য নহে হবে অনুভব ॥

পার্থিব বস্তুর ভ্রম ঘুচিবে যখন।
তবেত হইবে ভবে সত্যের দর্শন ॥
সত্য দরশনে মন হবে সত্যময়।
বস্তুর আশ্রয়ে মন তবে নাহি রয় ॥
অলৌকিক সত্য বস্তু হবে প্রতিভাত।
তবেত হইবে জ্ঞাত সর্ব বিশ্বতত্ত্ব ॥
সংসারে সতত তুমি কর কর্মেবাস।
অঙ্গে না পরশে যেন সংসার বাতাস ॥
বিষয় আসিয়া স্পর্শ ইন্দ্রিয়ে করিবে।
ইন্দ্রিয় বিষয় লিপ্সার পিছু না ধাইবে ॥
অলব্ধ বস্তুর তরে মন নাহি দিবে।
লব্ধ বস্তু রক্ষা তরে চিন্তা না করিবে ॥
কামনা, আসক্তি, তৃষ্ণা হইলে নিবৃত্তি।
জীবান্তে সে জন হয় লারীমাতে গতি ॥

ত্রিপথ বর্ণণা

দাঙ্গায়ফা বলিল মাত: করহ বর্ণণ।
কাহার কিরূপ পথ আছে নির্দ্ধারণ ॥
কৃপা করি সেই কথা কহ মম প্রতি।
কোন গুণে কোন আত্মা অন্তিমেতে গতি ॥
খাকাচাং খুম্বার গুণী যায় কোন পথে।
খাকুসু, খাকতর পথ হয় কিবা মতে ॥

সংহারী

খাকাচাং খুম্বার খন্ড

হাচুকমা বলিল বাচা শুন দিয়া মন।
তিনগুণে তিন পথ আছে নির্দ্ধারণ ॥
খাকাচাং খুম্বার গুণ যে করে অর্জন।
পূণ্যবলে তার আত্মা সহাস্য বদন ॥
অন্তিমে কান্ডারী হয়ে লকমাতাই আত্মার।
যার যেই পথে নেয় লয়ে তার ভার ॥
যাত্রা করি কিছু পথ হইলে অন্তর।
সম্মুখে পড়িবে পথে বিষম সাগর ॥
খাকাচাং, খাকতর গুণী সিন্ধু হয় পার।
সমুদ্র এ পারে হয় দক্ষিণ দুয়ার ॥
সমুদ্রের পরপারে লারীমা পর্ব্বত।
তাহাতে লকত্রা গিরি শোভে দুই পথ ॥
স্তরে স্তরে চারি স্তরে সুবিশাল গিরি।
লকত্রা শিখরে হয় লারীমার পুরী ॥
তিন স্তর পরে এক বিশাল বিটপী।
বিঘ্ন হয়ে দুই ধারে রহে পথ ব্যাপী ॥
সঞ্চিত পুণ্যের ফলে খাকাচাং খুম্বার।
সর্ব্ব বাধা ঠেলি যায় লারীমা দুয়ার ॥
বৃক্ষ বাধা এই পারে পশ্চিম দুয়ার।
সেই পথে গতি হয় খাকতর খুম্বার ॥
পশ্চিম দুয়ারে হয় সুকুন্দ্রায় নগর।
রৌপ্যের প্রাসাদ পুরী শোভিত সুন্দর ॥

জীব বলি পূণ্যফল কটু গন্ধময়।
রৌপ্য নাল বাহী রক্ত কল কল বয় ॥
বলি বধ্য জীব যত আসিয়া তথায়।
সুকুন্দ্রায় সভায় আসি সুবিচার চায় ॥
সুকুন্দ্রায় মুকুন্দ্রায় কালেয়া গড়েইয়া।
পদ্মাসনে উপবিষ্ট করি শান্ত হিয়া ॥
পৃথিবীতে বাঁচিবার সম অধিকার।
একে অন্যে ধরি খায় এ কোন বিচার ॥
কেবা বধ্য কেবা বধে কাহার আজ্ঞায়।
জীব বধে পাপ কিনা বল সুকুন্দ্রায় ॥
সুকুন্দ্রায় হাসিয়া বলে বধ্যজীব প্রতি।
এক বস্তু লয় পেয়ে অন্যের উৎপত্তি ॥
একের আহার করি অন্যে বৃদ্ধি পায়।
আহার ত্যজিলে সৃষ্টি রক্ষা নাহি পায় ॥
একের সংহার করি অন্য হয় দায়ী।
হেতুতে আবদ্ধ আত্মা নহে দু:খ জয়ী ॥
বারমাস ছয়ঋতু হেথায় বিরাজে।
পার্থিব বিষয় তৃষ্ণা এই পুরমাঝে ॥
নাহি তৃপ্তি শান্তি হেথা বিষয় ভূঞ্জিয়া।
অগ্নিশিখা ঘৃতে উঠে দ্বিগুণ জ্বলিয়া ॥
জীব বলি হেতু আত্মা হেথা উপনীত।
বৃক্ষ বাধা পেল পথে, লারীমা বঞ্চিত ॥

উর্দ্ধ ভাগে দৃষ্ট হয় লারীমার পুরী।
মাতৃ বেশে স্নেহময়ী লারীমা সুন্দরী ।।
লারীমার স্তন দুগ্ধ হইয়া বঞ্চিত।
খাকতর পার্থিব মায়া না হয় বিস্মৃত ।।
মায়াতে বিমুগ্ধ আত্মা হইয়া চালিত।
মর্ত্ত লোকে পুণঃ পুণঃ হয় যে ভূমিষ্ঠ ।।
গুণ কুসু অধিকারী দক্ষিণ দুয়ার।
সে দুয়ার সদা হয় সমুদ্র এপার ।।
যাত্রী করি কুসুগুণী সমুদ্র দেখিয়া।
লকমাতাই গোচর বলে বিনয় করিয়া ।।
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ মালা কিসে হব পার।
কেমনে পাইব বল খাকাচাং খুম্বার ।।
এবার বিষয় তৃষ্ণা করিব বর্জ্জন।
দুস্কর্ম ত্যজিয়া এবে হব শান্তমন ।।
কর্মফল খন্ডিবারে লকমাতাই ঈশ্বর।
অদৃশ্য থাকিয়া দু:খ দেয় নিরন্তর ।।
কাইথর লেখনি খুলি লারীমারে কয়।
লারীমা বিধান করে ভাগ্যের নির্ণয় ।।
লারীমার স্তন দুগ্ধ মুখে নাহি পড়ে।
ভূত প্রেত লোকে কুসু পুণঃ পুণঃ ঘুরে ।।
অতি দূরে অতি উর্ধে চিনে কিনা চিনে।
খাকাতর, খাকুসুগুণী দেখে দৃষ্টি কোণে ।।

লারীমা উদ্দেশ্যে আত্মা জানায় প্রণাম।
ক্ষীণ কন্ঠ নাহি পশে লারীমার ধাম ॥
এত বলি হাচুকমা গেল নিজধাম।
দীর্ঘশ্বাসে দাঙ্গায়ফা জানায় প্রণাম ॥

দাঙ্গায়ফার প্রতি সুকুন্দ্রায়ে দেবের উপদেশ দান।

হাচুকমা প্রকৃতি যবে করিল গমন।
দাঙ্গায়ফা সুকুন্দ্রায় করিল স্মরণ ॥
নিমেষেতে সুকুন্দ্রায় আসিল ত্বরায়।
স্নেহভরে দাঙ্গয়ফারে কুশল শুধায় ॥
দাঙ্গায়ফা বিনয় করি বলিল বচন।
শুনিলাম সব কথা পর লোক কথন ॥
কিভাবে অর্জন করি পরিশুদ্ধ জ্ঞান।
লভিব পরম শান্তি বলহ প্রধান ॥
সুকুন্দ্রায় সস্নেহে বলে কর অবধান।
মনুষ্য জনম হয় সবার প্রধান ॥
বিবেক সংযম বুদ্ধি মনুষ্য লভিল।
নিজের মঙ্গল বুদ্ধি নিজেকে দানিল ॥
অভ্যাসে সংযত মনে হৈলে অনুরাগ।
লভেন পরম শান্তি হইলে সজাগ ॥

সংক্ষেপে বলিব এবে কিবা আচরণ।
ভক্তি মার্গে যাত্রী হয়ে কিবা প্রয়োজন ॥
বাক সংযম, সরলতা, পবিত্রতা দেহমন।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ষড়রিপু সদকর্ম্মে নিয়োজন ॥
পরিমিত পানাহার সমতা দর্শন।
বিনয়, কুকার্য্যে লজ্জা, অজ্ঞানতা বিনাশন॥
আত্মপর উভয়ের কল্যাণ সাধন।
সমস্ত কল্যাণ কার্য্য জীবহিতে সম্পাদন ॥

লারীমার পর্ব্বত।

সুউচ্চ বিশাল গিরি লারীমা পর্বত।
পর্বত লম্বিত ঋজু তাতে তিন পথ॥
সুষমা, পিঙ্গলা, ইরা এ নামে কথন।
তিন গুনে তিন পথ আছে নির্দ্ধারণ ॥
তথায় লকত্রা গিরি চারি স্তরে রয়।
জ্ঞানভেদে স্তর ভেদ ইহার নির্ণয় ॥
কাম,রূপ, অরূপ আর অলৌকিক।
লকত্রা হাটুং সত্য চারি স্তরে ঠিক ॥
জ্ঞানের এ চারি স্তর মহা সত্য হয়।
বৈশ্য, শূদ্র, দ্বিজ, ক্ষত্র নাম চতুষ্টয় ॥

এক দেহে বিরাজিল এই চারি জাতি।
পদোদর, শির, বক্ষ দেহের প্রকৃতি ॥
একজন চারি জাতি গুণ ভেদে হয়।
বংশগত কোন জাতি কদাপি না হয় ॥
দুই স্তরে দুইগুণ শুন আচরণ।
খাছিয়া, খাহাময়া গুণী সদা দুষ্টমন ॥
সতত কুকার্য্যে রত ভক্তিহীন মন।
কুপ্রবৃত্তি বাসনায় বিষয়ে মগন ॥
খাকাতর গুণীর মনে অহংকার মান।
স্বার্থ সিদ্ধি, কাম্য লাভে জীব বলি দান ॥
খাকাচাং খুম্বার গুণে হয় স্থির মন।
কামনা বিজয়ে, বিষ বিষয় বর্জ্জন ॥
সতত অভ্যাস গুণে, গুণের জনম।
উত্তম, অধম, আর শকতি মধ্যম ॥
সংক্ষেপে বলিব বাছা শুন দিয়া মন।
যেই যোগ আচরিলে পাবে মুক্তিধন ॥
বৈষয়িক, নৈতিক ত্রুটি কর বিদূরিত।
চতুর্থ স্তরেতে জ্ঞান কর সমাহিত ॥
একাকী নির্জ্জন স্থানে আসন পাতিয়া।
যোগে সমাহিত হও করি শুদ্ধ হিয়া ॥
এই রূপে নিরন্তর যোগের সাধনে।
পরম নির্ব্বাণ শক্তি লভে যোগীজনে ॥

সংহারী

খাকাচাং খুম্বার খন্ড

খাকাচাং খুম্বার গুণ সদা উপর্জিয়া।
সুপথে চলিয়া যাও নির্গুণে মিশিয়া ।।
কুম্ভক, রেচক, পূরক এই তিন ক্রিয়া।
সুপথ প্রশস্ত করে বাধা বিদূরিয়া ।।
খাকাচাং খুম্বার গুণ হয় সত্ত্বময়।
পরিশুদ্ধ জ্ঞান, সুখ তাহাতে উদয় ।।
খাকাচাং খুম্বার গুণ যার অধিকার।
তিনিই দেবের মান্য সদা শুদ্ধাচার ।।
পূরাণ বেদ আদি শ্রুতি সুখকর।
স্বর্গ লাভের ক্রিয়া অতি হাস্যকর ।।
ভোগ যদি চাহ তুমি ভোগ হয় কালে।
কামনা রাখিয়া ত্যাগ সদা মন টলে ।।
পরকালে ভোগ তৃষ্ণা বন্ধনেতে সার।
সর্বোত্তম শুদ্ধজ্ঞান দেহের মাঝার ।।
স্রষ্টা নিরাকারে জ্ঞান ভৌতিক আকার।
শ্রুতি সুখকর গল্প কর পরিহার ।।
পার্থিব অনিত্য বস্তু স্রোতে ভেসে যায়।
সদাই চঞ্চল গতি, অতীত পলায় ।।
ভবিষ্যত সিন্ধু বেলা অতীতের ছায়া।
অন্ধকারে ডুবে যায় নাহি রহে কায়া।।
বর্ত্তমান কর্ম কভু না করিও হেলা।
এক কর্ম ফলে বসে ত্রিকালের মেলা ।।
অতএব বর্ত্তমান করি সার জ্ঞান।
যোগেতে আসীন হও দাঙ্গায়ফা মহান ।।
সম্যক দৃষ্টি কর লাভ জ্ঞানের নয়নে।
সর্ব্ব তৃষ্ণা তেয়াগিয়া আপনার মনে ।।

সেই অসত্ত্বা চিত্তের তরে হয়ে সমর্পিত।
কিঞ্চিৎ দুস্কর্ম ফল হয় যে খন্ডিত ।।
এরতরে শ্রাদ্ধ কার্য করা সমুচিত।
যার যার প্রথামত পালন বিহিত ।।
দাঙ্গায়মা দাঙ্গায়ফা দেহ করিল দাহন।
শ্মশানে চৌচালা গৃহ করয়ে নির্মাণ ।।
বিধি মতে নানা দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া।
মৃতের শান্তির তরে করে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ।।
মাংসে মৎস্যে নানা দ্রব্যে প্রতিবেশী গণে।
ভোজন করায় সবে মৃতের কারণে ।।
সারানিশি যাপে সব জাগিয়া গাহিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে প্রথামত ঢোল বাজাইয়া ।।
শ্মশানে উপাচার আত্মারে অর্পিল।
পিষ্টক গুঁড়া তাতে ছড়ায়ে রাখিল ।।
নব বস্ত্র তদুপরি রাখে আবরিয়া।
পরাহ্নে সকলে মিলি দেখিল খুলিয়া।।
পিষ্টক গুড়ার মাঝে পদচিহ্ন পায়।
অবিশ্বাস্য নহে ইহা প্রত্যক্ষ বিধায় ।।
মৃতজন যেই কুলে জন্মান্তর ধরে।
পশু, পক্ষী,নর পদ চিহ্ন তথা পড়ে ।।
বিষ্ণু দিনে সিমতুম দীপ জ্বালাইবে।
মৃতের কর্ত্তব্য ইথে সমাপণ হবে ।।
মৃতের বিধবা পত্নী যদি ইচ্ছা হয়।
নিঃসঙ্কোচে পুণঃ বিবা কুলরীতি রয় ।।

ইতি খাকাচাং খুম্বার খন্ড সমাপ্ত

শ্রী অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা

লেখক পরিচিতি

১৯২১ সনের ২রা চৈত্র চট্টগ্রামের নুনছড়ি গ্রামে জন্ম হয়। শ্রী ত্রিপুরার শিক্ষা জীবন বাবুছড়া প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু হয়। তারপর খাগড়াছড়ি মধ্য ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করে রাঙামাটি গভঃ হাই স্কুল হইতে ১৯৪৫ সনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সনের মে মাসে বেঙ্গল পুলিসের এ.এস.আই পদে চাকুরি পান। ১৯৫৭ সনে তিনি ত্রিপুরাতে চলে আসেন। অমরপুর এম.পি.ব্লকে সোস্যাল এডুকেশন ওয়ার্কার পদে চাকুরিতে বহাল হন। তারপর ১৯৬১ সনে হিন্দি কলেজে এল.ডি.সি পদে যোগ দিয়ে হেড ক্লার্ক হয়ে চাকুরি হতে অবসর নেন।

শ্রী ত্রিপুরা ব্যক্তি জীবনে একজন ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি উপজাতীয় জীবন সংস্কৃতির রূপ রেখা নিয়ে যৌবন কাল থেকেই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গবেষণায় রত আছেন। তিনি ত্রিপুরা উপজাতীয় সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক চিকিৎসা, ত্রৈপুর সংহিতা, ককবরক রিগথাই মা, কক্ বরক্ কালায়মা, সংঘত্রামনি পাঁচালি প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করেছেন।